ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্কার শাখা

বিষয়: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতাধীন তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রম [২.২] অনুযায়ী অদ্য ১৫/১০/২০২৩ তারিখেই ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের লক্ষ্যেমাত্রা রয়েছে। সে মোতাবেক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২১/০৮/২০২৩ তারিখের অফিস আদেশ মূলে জনাব মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে; যা সচিব মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। এমতাবস্থায়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতাধীন তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রম [২.২] অনুযায়ী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১৫.১০.২০২৩
(মহ: আব্দুর রশিদ মোল্লাহ)
সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০৫৮৯।
email:reform sec@mora.gov.bd

সিস্টেমস এনালিস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ইউ.ও.নোট নং-১৬.০০.০০০০.০২০.১৬.০০১.২৩.৩৭০ তারিখ: ১৫.১০.২০২৩ খ্রি.

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

পৃষ্ঠপোষকতায় : জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান এম.পি.
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে **: জনাব মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার**
সচিব**,** ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা কমিটির সদস্যবৃন্দ**-**

ক্রম	কর্মকর্তা	কমিটিতে পদবি
১.	জনাব মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)	আহ্বায়ক
২.	জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাদের শেখ যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)	সদস্য
৩.	ড. মোঃ মঞ্জুরুল হক যুগ্মসচিব (হজ)	সদস্য
৪.	জনাব মো. সাখাওয়াৎ হোসেন উপসচিব (প্রশাসন)	সদস্য
৫.	জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সিস্টেমস এনালিস্ট (আইসিটি)	সদস্য
৬.	জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান প্রোগ্রামার (আইসিটি)	সদস্য
৭.	জনাব মহ: আব্দুর রশিদ মোল্লাহ সহকারী সচিব (সংস্কার)	সদস্য
৮.	জনাব মো. সাখাওয়াত হোসেন উপসচিব (উন্নয়ন)	সদস্য সচিব

প্রকাশনায় : সমন্বয় ও সংস্কার অধিশাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
প্রকাশকাল : অক্টোবর, ২০২৩

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন : আরিস্তা প্রিন্টার্স, কাঁটাবন, ঢাকা।

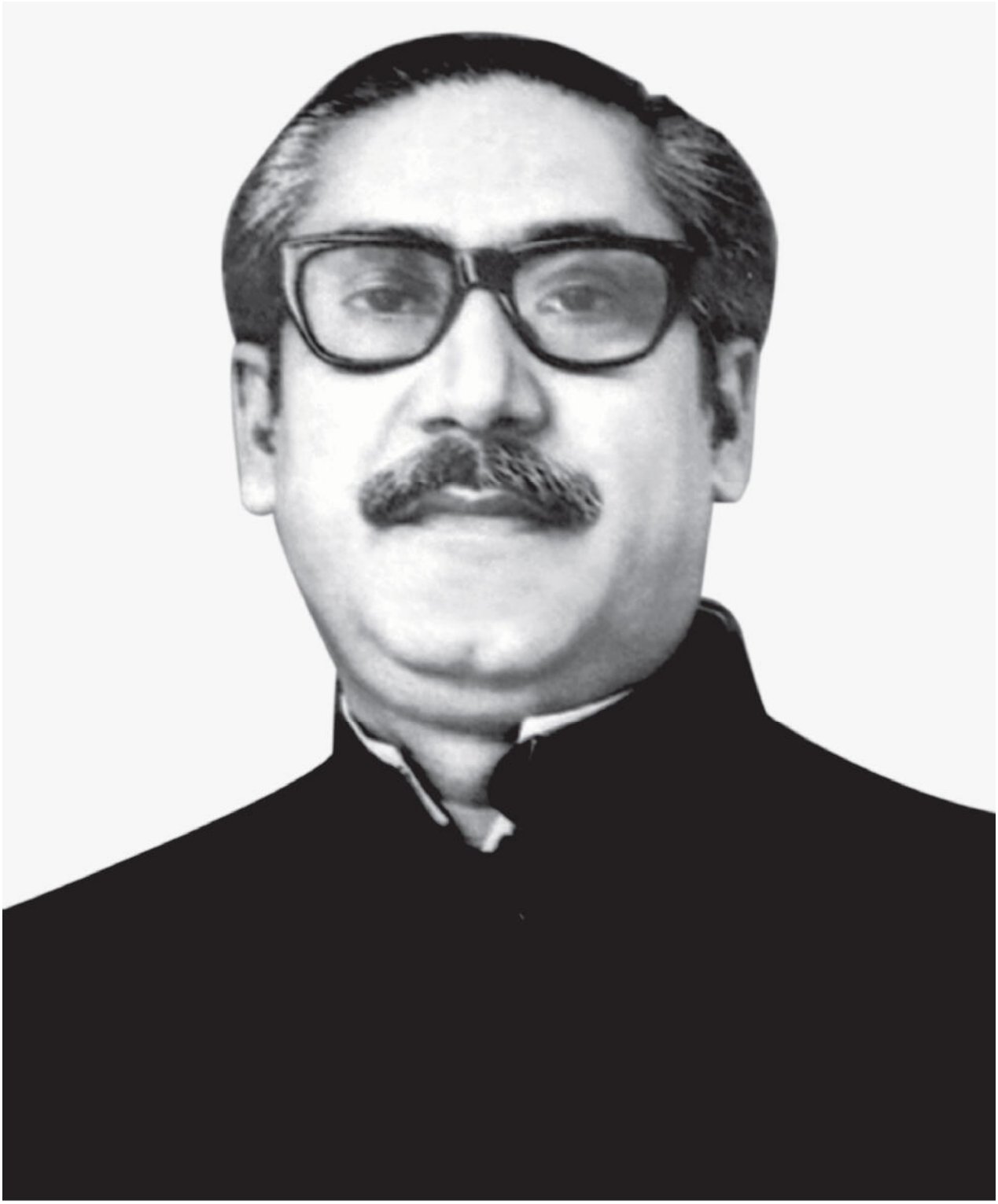

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে অতীতের ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রকল্পের সামগ্রিক চিত্র প্রকাশ পাবে। এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল ধর্মাবলম্বীর সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন অসম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সকল ধর্মাবলম্বীর সমঅধিকার নিশ্চিত করার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী "প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (2য় সংশোধিত)" শীর্ষক ৯৪৩৫.০০ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অধীন "মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" ও "ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" এবং সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প তিনটি এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অধীন "প্যাগোডা ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়)" চলমান আছে। অনুরূপভাবে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীদের কল্যাণ সাধনে প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশনা ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পাদন করে আসছে। বর্তমান সরকারের আমলে বিগত কয়েক বছরে হজযাত্রীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। হজ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, চিকিৎসা সেবা ও আনুষঙ্গিক সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে হজ সংক্রান্ত জটিলতা ক্রমান্বয়ে নিরসন করা সম্ভব হচ্ছে। সকল ধর্মের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসনকল্পে অনুদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হয়েছে। নিয়মিত আয়ের উৎসবিহীন দেশের কিছু সংখ্যক মসজিদ ও অন্যান্য উপাসনালয়ের বিদ্যুৎ ও পানির বিল ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে পরিশোধ করা হচ্ছে। এছাড়া, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান, শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান এবং ধর্মীয় সংস্কৃতি, আন্তঃধর্মীয় পারস্পরিক সহমর্মিতা ও নৈতিকতা উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয় হতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ দেশের মানুষের সেবায় যথাযথভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সকল কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ ফরিদুল হক খান এম.পি.)
প্রতিমন্ত্রী

সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সরকারের কার্যবন্টন অনুযায়ী ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন, ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সৌহার্দ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৯৮০ সাল হতে পৃথক মন্ত্রণালয় হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সকল ধর্মীয় মূল্যবোধ সমুন্নত এবং অসাম্প্রদায়িক সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ দেশের সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের হজ ব্যবস্থাপনা, দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সংস্কার, মেরামত; ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন; ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা; আওতাধীন সংস্থা তথা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ওয়াকফ প্রশাসন, হজ অফিস, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর যাবতীয় কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে সময়োচিতভাবে কার্যক্রম সম্পন্ন করে যাচ্ছে।

ধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, অফিস ও প্রশিক্ষণ একাডেমি পরিচালনার জন্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল তৈরি এবং আন্তঃধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা হয়েছে। মানবসৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক দুযোর্গকালীন দেশ সেবা তথা মানব সেবায় এসব প্রশিক্ষিত জনবল অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। তাছাড়া ধর্মীয় সচেনতা বৃদ্ধিতে এ মন্ত্রণালয় কার্যকরভাবে ভূমিকা রাখছে।

গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণী প্রকাশের লক্ষ্যে একটি প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা এ প্রকাশনার অন্যতম উদ্দেশ্য। আমি এ প্রকাশনা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

জয় বাংলা।

(মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার)
সচিব

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

1. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর তত্বাবধানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, সকল ধর্মাবলম্বির সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল, ই-হজ ব্যবস্থাপনা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন, ধর্মীয় ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

2. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে জেলা পর্যায়ে আন্ত:ধর্মীয় সংলাপ নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে। এছাড়া, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদমুক্ত একটি অসাম্প্রদায়িক সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

3. ১৯৮০ সালে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে কার্যক্রম শুরুর পর থেকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের ধর্ম সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনাসহ এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের মনিটরিং ও সমন্বয় করছে। এর রূপকল্প হল-"ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ" এবং অভিলক্ষ্য হল-"ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা"। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের জনবল কাঠামো অনুযায়ী ১ম থেকে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত ১২০ টি পদের বিপরীতে 1০৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন।

4. ইসলামিক ফাউন্ডেশন; বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়; হজ অফিস, ঢাকা; বাংলাদেশ হজ অফিস জেদ্দা, সৌদি আরব; হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট; বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা । এ সকল দপ্তর/সংস্থার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এ মন্ত্রণালয় থেকে গ্রহণ করা হয়।

5. Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Revised up to July 2014) অনুযায়ী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২২ টি প্রধান কার্যাবলি নির্ধারিত রয়েছে । তন্মধ্যে হজ ব্যবস্থাপনা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদান প্রদান, ধর্ম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মধ্যে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকি অন্যতম। এছাড়া, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এ মন্ত্রণালয় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ইনোভেশন, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, আরটিআই, ই-নথি সিস্টেম বাস্তবায়ন, বিদ্যমান অর্ডিন্যান্সসমূহ সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলা ভাষায় আইন আকারে প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করে যাচ্ছে।

6. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রয়োগযোগ্য The Mussalman Wakf Validating Act, 1913 (Act No. VI of 1913); Wakf Validating Act, 1930 (Act. No. xxxii of 1930); The Waqfs Ordinance, 1962; The Islamic Foundation Act. 1975; The Zakat Fund Ordinance, 1982; The Hindu Religious Welfare Trust Ordinance, 1983; বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮; খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮; The Chittagong Shahi Jame Masjid Ordinance, 1986; ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৬ নম্বর আইন); ওয়াকফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৫নং আইন) আইন/অধ্যাদেশ রয়েছে।

৭. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে 3743 কোটি 08 লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১2টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পগুলো হল (১) প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (2য় সংশোধিত) (২) মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা

কার্যক্রম (৭ম পর্যায়) (৩) দারুল আরকাম ইবতেদায়ি মাদ্রাসা স্থাপন ও পরিচালনা (৪) গোপালগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স স্থাপন (১ম সংশোধিত) (৫) হাওড় এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম (১ম সংশোধিত) (৬) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানায় নতুন মেশিনারিজ সংযোজনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ (৭) মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৩য় পর্যায়) (৮) সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার (৯) ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়) (১০) প্যাগোডাভিত্তিক শিশু ও গনশিক্ষা কার্যক্রম ৩য় পর্যায় (১১) ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)। এছাড়াও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে ২০ তলা ভিত বিশিষ্ট ওয়াক্ফ ভবনের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম তলা ঊর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণের অবশিষ্ট কাজ সম্পন্নকরন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্প ২টির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ১২ কোটি এবং ৫ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। (১২) মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়।

৮. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা, কিশোর-কিশোরীদের ধর্মগ্রন্থ এবং বয়স্কদের স্বাক্ষর জ্ঞানসহ ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান ; শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ; ধর্মীয় শিক্ষক, ইমাম ও মুয়াজ্জিন এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে মৌলিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ-প্রদান; বিভিন্ন গবেষণা ও ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনা এবং বিক্রয় ও বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা; ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত, ধর্মীয় উৎসব উদযাপন, দরিদ্র ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের অনুদান প্রদান এবং ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণকে আর্থিক সহায়তা প্রদান; হজ প্যাকেজ ঘোষণা, জাতীয় হজ ও ওমরাহ্ নীতির সংশোধন/হালনাগাদ, হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন, হজ নির্দেশিকাসহ বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ, অসুস্থ হজযাত্রীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান; ওয়াক্ফ এস্টেট চিহ্নিতকরণ, ওয়াক্ফ সম্পত্তি অডিটকরণ এবং ওয়াক্ফ চাঁদা আদায়, মোতওয়াল্লি নিয়োগ, কমিটি গঠন, ওয়াক্ফ সম্পত্তির উন্নয়ন; যাকাত সংগ্রহ ও যাকাত গ্রহীতাদের মধ্যে বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা এবং দরিদ্র মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণসহ সেলাই মেশিন বিতরণ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামিক মিশনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।

৯. ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সালে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট' জারি হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দিক-নির্দেশনা প্রদান ও তত্ত্বাবধানের জন্য ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। উক্ত বোর্ডে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী চেয়ারম্যান। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এখন সরকারি অর্থে পরিচালিত মুসলিম বিশ্বের অন্যতম একটি বৃহৎ সংস্থা হিসেবে নন্দিত। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়সহ সারা দেশের ৮টি বিভাগীয় ও ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে আর্ত-মানবতার সেবায় 54টি ইসলামিক মিশন হাসপাতাল পরিচালনা, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি এবং চলমান ৮টি প্রকল্প ও ১ টি কর্মসূচির মাধ্যমে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

১০. বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয় দেশের অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াক্ফ এ্যাক্ট বলে এ সংস্থার সৃষ্টি হয়। ২০২2-23 অর্থবছরে ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের মাধ্যমে 80 টি ওয়াক্ফ এস্টেট তালিকাভুক্ত করা হয় ও 219 টি ওয়াক্ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লি নিয়োগ করা হয়। 1350 টি ওয়াক্ফ এস্টেটের আয় ও ব্যয়ের অডিট করা হয়। 9,20,14,028/- (নয় কোটি বিশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার দুইশত আঠাশ) টাকা ওয়াক্ফ চাঁদা আদায় করা হয় । ১১ টি ওয়াক্ফ এস্টেটের অবৈধ দখলদারদের ওয়াক্ফ সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। ১২ টি ওয়াক্ফ এস্টেটের সম্পত্তির রেকর্ড সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং ওয়াক্ফ এস্টেটের সম্পত্তির উন্নয়ন ও আয় ব্যয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

১১. উন্নততর হজ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯৯৭ সালে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকার আশকোনায় স্থায়ী হজ অফিসসহ হজ ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়। বছরব্যাপী হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধনসহ যে কোন ধরনের তথ্য সরবরাহ করার জন্য ২০১৭ সালে হজ কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং ওয়েব চ্যাট, স্কাইপি, ই-মেইল, সাপোর্ট টিকেট এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন জেলা পর্যায়ের সকল কার্যালয় এবং ঢাকা হজ অফিস, আশকোনায় প্রাক-নিবন্ধন এবং হজ সম্পর্কিত যে কোন তথ্য হজযাত্রী ও সাধারণ জনগণ খুব সহজে জানতে পারছেন। বাংলাদেশ হজ অফিস জেদ্দার মাধ্যমে হজ ব্যবস্থাপনার মূল কাজ সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত হাজীদের আবাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাসহ যথাসময়ে সৌদি আরব গমন, বাংলাদেশে ফেরত এবং যথাসময়ে মক্কা মদিনা যাতায়াত নিশ্চিতকরণ, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রেরিত হাজীদের সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তাদের আবাসন ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন এবং হজকালীন মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় স্থায়ী ক্লিনিক স্থাপন করে সম্মানিত হজ যাত্রীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

১২. বাংলাদেশের হিন্দুধর্মীয় জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে ৬৮নং অধ্যাদেশবলে 'হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠিত হয়। এই ট্রাস্টের মূল কাজ হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কল্যাণ প্রতিবিধান করা; হিন্দুধর্মীয় উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা; হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সাধনে অন্যান্য কার্য সম্পাদন করা। সরকার প্রদত্ত স্থায়ী আমানতের সুদ, দান ও অনুদান এবং ট্রাস্টিবোর্ড অনুমোদিত অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে ট্রাস্টের নিজস্ব তহবিল পরিচালনা করা হয়।

১৩. বাংলাদেশের বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উন্নয়ন তথা বৌদ্ধ ধর্মের উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৬৯ নম্বর অধ্যাদেশ বলে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। ট্রাস্ট অধ্যাদেশ -এর ৭ ধারার বিধান অনুযায়ী-ক) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের সর্বপ্রকার ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের ব্যবস্থা করা; খ) বৌদ্ধ উপাসনালয়সমূহের প্রশাসন ও রক্ষণাবেক্ষণে অর্থ সাহায্য করা; গ) বৌদ্ধ উপাসনালয়সমূহের পবিত্রতা রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং ঘ) উক্ত বিষয়গুলো সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্য পরিচালনা করাই ট্রাস্টের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বর্তমানে ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ৭.০ কোটি টাকা। ৮ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনমূলে ৭ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়। ট্রাস্টের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/উপাসনালয়ের সংস্কার ও মেরামত এবং ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য বার্ষিক অনুদান ও বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়।

১৪. ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বিষয়ক অধ্যাদেশ জারির ২৬ বছর পর বর্তমান সরকার বিগত মেয়াদে ৫ নভেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে বহু প্রত্যাশিত খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করে। সরকার ২০১১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৫ কোটি টাকার Endowment তহবিল ছাড়পূর্বক ট্রাস্টের নামে একটি স্থায়ী আমানত করেছে।

১৫. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে ৩৭৪৩০৮.00 লক্ষ টাকা এবং পরিচালন খাতে ৩১৪২১৯৭.০০ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়।

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়াবলি	পৃষ্ঠা
১.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১
	১.১ ভূমিকা পরিচিত	১
	১.২ রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)	১
	১.৩ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবলের বিবরণ	২
	১.৪ আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা	৩
২.	মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি	৩
৩.	অনুবিভাগভিত্তিক কার্যাবলি	৪
	৩.১ প্রশাসন অনুবিভাগ	৪
	৩.১.১ প্রশাসন অধিশাখা	৪
	৩.১.১.১ প্রশাসন-১ শাখার কার্যাবলি	৪
	৩.১.১.২ প্রশাসন-২ শাখার কার্যাবলি	৫
	৩.১.১.৩ সমন্বয় শাখার কার্যাবলি	৬
	৩.১.১.৪ সংস্কার শাখার কার্যাবলি	৬
	৩.১.১.৫ আইসিটি শাখার কার্যাবলি	৬
	৩.২ হজ অনুবিভাগ	৭
	৩.২.১ হজ অধিশাখা	৭
	৩.২.১.১ হজ-১ শাখা, হজ-২ শাখা ও ওমরাহ শাখার কার্যাবলি	৭-৮
	৩.৩ অনুদান ও বাজেট অনুবিভাগ	৯
	৩.৩.১ অনুদান শাখার কার্যাবলি	৯
	৩.৩.২ বাজেট শাখার কার্যাবলি	৯
	৩.৩.৩ হিসাব শাখার কার্যাবলি	১০
	৩.৩.৪ অডিট শাখার কার্যাবলি	১১
	৩.৪ সংস্থা অনুবিভাগ	১১
	৩.১.৪ সংস্থা অধিশাখা	১১
	৩.৪.১.১ সংস্থা-১ শাখার কার্যাবলি	১১
	৩.৪.১.২ সংস্থা-২ শাখার কার্যাবলি	১২
	৩.৪.১.৩ আইন শাখার কার্যাবলি	১২
	৩.৫ উন্নয়ন অনুবিভাগ	১৩
	৩.৫.১ উন্নয়ন অধিশাখা	১৩
	৩.৫.১.১ পরিকল্পনা-১ শাখার কার্যাবলি	১৩
	৩.৫.১.২ পরিকল্পনা-২ শাখার কার্যাবলি	১৩
৪.	আইন ও অধ্যাদেশ	১৪
৫.	২০২২-২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি	১৫
	৫.১ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিবরণ	১৫
	৫.২ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের বিবরণ	১৬
	৫.৩ ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিম্নোক্ত ২০টি অননুমোদিত নতুন প্রকল্প	১৬-১৭

	৫.৪ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী	১৮
	৫.৪.১ প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	১৮
	৫.৪.২ মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৭ম পর্যায় প্রকল্প	১৮
	৫.৪.৩ ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প	১৯
	৫.৪.৪ প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (২য় পর্যায়) প্রকল্প	১৯
	৫.৪.৫ ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	১৯-২০
৬.	২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি	২০
	৬.১ হজ বিষয়ক কার্যাবলি	২০-৩৫
	৬.২ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন	৩৬-৪১
	৬.৩ অনুদান বিষয়ক কার্যাবলি	৪২
	৬.৪ প্রশাসনিক কার্যাবলি	৪২-৪৩
৭.	২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা	৪৩-৪৪
৮ .	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের বিবরণ	৪৪-৪৫
৯.	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter)	৪৫-৫৭
১০.	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের বিবরণ	৫৭
	১০.১ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচিতি	৫৭-৮১
	১০.২ বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়	৮১-৮৮
	১০.৩ হজ অফিস, ঢাকা	৮৯-৯৫
	১০.৪ বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা	৯৫-৯৬
	১০.৫ হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	৯৭-১০২
	১০.৬ বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	১০৩-১০৯
	১০.৭ খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	১০৯-১২০
১১.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ	১২০
	১১.১ অর্থবছরের পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট ২০২২-২৩	১২০
	১১.২ পরিচালন বাজেট ২০২২-২৩	১২০
	১১.৩ উন্নয়ন বাজেট ২০২২-২৩	১২০
১২.	তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা	১২১
১৩.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি	১২১
১৪.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানগণের নাম, অফিস ও ফোন নম্বর	১২১-১২৩

১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১.১ ভূমিকা ও পরিচিতি

ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রম প্রথমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শুরু হয়। অতঃপর ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রম ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ছিল। ২৫ জানুয়ারি, ১৯৮০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি পৃথক মন্ত্রণালয় হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Religious Affairs) যাত্রা শুরু করে। বিগত ৮ মার্চ, ১৯৮৪ সালে মন্ত্রণালয়টির নামকরণ করা হয় Ministry of Religious Affairs and Endowment. পরবর্তী সময় ১৪ জানুয়ারি, ১৯৮৫ তারিখে উক্ত নাম পরিবর্তন করে পুণরায় মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় Ministry of Religious Affairs তথা 'ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়'।

১৯৮০ সালে কার্যক্রম শুরুর পর থেকে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে 'ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়' সরকারের ধর্ম বিষয়ক সকল কার্যক্রম পরিচালনাসহ এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর কার্যক্রম মনিটরিং ও সমন্বয় করছে।

১.২ রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)

রুপকল্প (Vision) : ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ।

অভিলক্ষ্য (Mission) : ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ এবং স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, সকল ধর্মাবলম্বীর সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল, ই-হজ ব্যবস্থাপনা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন, আন্ত ধর্মীয় সংলাপ, ধর্মীয় ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সকল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করা, আন্ত:ধর্মীয় সংহতি সুসংহত এবং সমঅধিকার ও সহমর্মিতা বিনির্মাণে দেশ ইতোমধ্যে অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করেছে। সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ন্যায়ভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত ও শুদ্ধাচারী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে মানসম্মত সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য নানামুখী কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। ই-হজ ব্যবস্থাপনার আওতায় প্রথমবারের মত হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়, যা হজ ব্যবস্থাপনাকে আরও সহজ করেছে। হজ ফ্লাইটের তথ্য, মক্কা ও মদিনায় আবাসন, হজ এজেন্সিমূহের সৌদি আরবে ব্যাংক হিসাব খোলা, চিকিৎসা সেবায় কিওস্ক মেশিনের প্রবর্তনসহ প্রতিটি স্তরে ডিজিটাল পদ্ধতির সাহায্য নেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতাধীন "প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে 560টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক একটি প্রকল্প 25 এপ্রিল 2017 তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় একটি করে মোট ৫৬৪ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে।

১.৩ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবলের বিবরণ

ক্রম	মঞ্জুরিকৃত পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের গ্রেড	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
1.	সচিব	১	১	১	-	-
2.	অতিরিক্ত সচিব	২	১	৩	-	২ জন অতিরিক্ত
3.	যুগ্মসচিব	৩	৪	৩	১	-
4.	উপসচিব	৫	৮	৬	২	-
5.	সিস্টেমস এনালিস্ট	৫	১	১	-	-
6.	সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব	৬-৯	১৪	১2	2	-
7.	সিনিয়র সহকারী প্রধান/ সহকারী প্রধান	৬-৯	২	-	২	-
8.	প্রোগ্রামার	৬	১	১	-	-
9.	সহকারী প্রোগ্রামার	৯	১	১	-	-
10.	সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী	৯	১	১	-	-
11.	হিসাবরক্ষক কর্মকর্তা	৯	১	১	-	-
12.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১০	১৪	১৩	১	-
13.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১০	১৪	৫	৯	-
14.	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১০	১	১	-	-
15.	হিসাবরক্ষক	১১	১	১	-	-
16.	কম্পিউটার অপারেটর	১৩	৫	৫	-	-
17.	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৩	১০	১০	-	-
18.	ক্যাশিয়ার	১৪	১	১	-	-
19.	ডাটা এন্ট্রি কন্টোল অপারেটর	১৬	১	১	-	-
20.	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬	৫	৪	১	-
21.	ক্যাশ সরকার	১৭	১	১	-	-
22.	ফটোকপি অপারেটর	১৭	১	১	-	-
23.	অফিস সহায়ক	২০	৩১	২৯	২	-
		সর্বমোট=	**১২০**	**১০2**	**২0**	**-**

১.৪ আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন
- বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়
- হজ অফিস, ঢাকা
- বাংলাদেশ হজ অফিস জেদ্দা, সৌদি আরব
- হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
- খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

২. মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি

Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Revised up to July 2014) অনুযায়ী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১। ধর্ম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য আন্তর্জাতিক কর্মসূচি বিষয়ক কার্যক্রম;

২। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ধর্ম বিষয়ক সংস্থা এবং সভায় অংশগ্রহণ;

৩। ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রকাশনা উন্নয়ন;

৪। ধর্মীয় দাতব্য বিষয়াদি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ;

৫। ধর্ম বিষয়ক জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সহায়ক অনুদান প্রদান;

৬। ধর্মীয় সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ধর্মীয় কার্যাবলি বিষয়ক সকল বিষয়;

৭। জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, হজ প্রশাসন এবং তীর্থযাত্রা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৮। ওয়াকফ সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৯। চাঁদ দেখা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

১০। গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন সংক্রান্ত বিষয়;

১১। ধর্ম বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, পরামর্শ-সভা, সেমিনার ইত্যাদি সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ;

১২। বিদেশ হতে আগত ও বিদেশ গমণকারী ধর্মীয় প্রতিনিধিদল সংক্রান্ত বিষয়;

১৩। ইসলামিক সংহতি তহবিল সংক্রান্ত বিষয়;

১৪। অন্যান্য দেশের সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ক চুক্তি, সমঝোতাসহ যাবতীয় কার্য;

১৫। বিশ্ব যুব মুসলিম সম্মেলন স্থায়ী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

১৬। দাতব্য/কল্যাণ বিষয়াদি;

১৭। আর্থিক বিষয়াদিসহ সচিবালয় প্রশাসন;

১৮। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সাব-অফিস ও সংস্থাসমূহের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ;

১৯। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে লিঁয়াজো রক্ষা এবং মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত দায়িত্বসমূহের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের উপর অন্যান্য দেশ/বিশ্ব সংস্থার সাথে সমঝোতা ও চুক্তি সম্পাদন;

২০। মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত বিষয়াদির উপর সমুদয় আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়;

২১। মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত যে-কোন বিষয়ের উপর তদন্ত এবং পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিষয়;

২২। কোর্টে গৃহীত ফি বাদে এ মন্ত্রণালয়ের যে-কোন বিষয় সংক্রান্ত ফিসমূহ নির্ধারণ ও আদায় সংক্রান্ত কার্যাবলি।

৩. অনুবিভাগভিত্তিক কার্যাবলি

৩.১ প্রশাসন অনুবিভাগ

৩.১.১ প্রশাসন অধিশাখা

৩.১.১.১ প্রশাসন-১ শাখার কার্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ/পদ সৃষ্টি/ পদ সংরক্ষণ/পদ বিলুপ্তি সংক্রান্ত কার্যাবলি।

২. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্য:

(ক) ১ থেকে ১০ নম্বর গ্রেডের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি, যোগদান, পদায়ন, বদলি, অব্যাহতি, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, এসিআর, পিআরএল, পেনশন, অর্জিত ছুটি (বহি:বাংলাদেশ ছুটি ও দেশের অভ্যন্তরের ছুটি) ও অন্যান্য ব্যক্তিগত কার্যাবলি;

(খ) ১১ থেকে ২০ নম্বর গ্রেডের কর্মচারীদের নিয়োগ, যোগদান, বদলী, পদোন্নতি, উচ্চতর গ্রেড (সিলেকশন গ্রেড/ টাইমস্কেল), সার্ভিস বুক হালনাগাদকরণ, এসিআর সংরক্ষণ, অর্জিত ছুটি (বহি: বাংলাদেশ ছুটি ও দেশের অভ্যন্তরে ছুটি/শ্রান্তি বিনোদন ছুটি), পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরিসহ যাবতীয় ব্যক্তিগত কার্যাবলি;

(গ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুকূলে অগ্রিম মঞ্জুরি (গৃহ নির্মান/মোটর সাইকেল অগ্রীম/কম্পিউটার ক্রয় অগ্রিম) এবং সাধারন ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরি/চূড়ান্ত উত্তোলন সংক্রান্ত কার্যাবলি;

(ঘ) কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের চাকুরি, বিভাগীয় মামলা ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

৩. মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/সচিব/অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তার বিদেশ ভ্রমণের জি.ও. জারি এবং প্রটোকল সংক্রান্ত কার্যাবলি (সরকারি দায়িত্ব পালন/প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার/ উচ্চতর অধ্যয়ন/ব্যক্তিগত কারণে) ।

৪. মন্ত্রণালয়ের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা নিয়োগ এবং ব্যাংকে পরিচালিত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চলতি হিসাবসমূহের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলি।

৫. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব বন্টন এবং প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি।

৬. মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় প্রেষণে নিয়োগ/বদলিকৃত ১ম শ্রেণির (ক্যাডার সার্ভিস) কর্মকর্তাগণের যোগদান, পদায়ন, বদলি, অব্যাহতি, পিআরএল, পেনশন, অর্জিত ছুটি (বহি: বাংলাদেশ ছুটি ও দেশের অভ্যন্তরের ছুটি) এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত কার্য;

৭. বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব এর কাউন্সিলর (হজ)/কনসাল (হজ)/উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক পদে কর্মকর্তা প্রেষণে নিয়োগ এবং স্থানীয় কর্মচারীদের প্রশাসনিক কার্যাবলি;

৮. হজ্জ অফিস, ঢাকার পদ সৃষ্টি/পদ আপগ্রেডেশন/নিয়োগ বিধি হালনাদকরণ ইত্যাদি প্রশাসনিক কার্যাবলি।

৯. মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/সচিব/অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব/ উপসচিব/ সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান/হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের প্রাধিকার অনুযায়ী স্টেশনারী পণ্য সামগ্রী ও আসবাবপত্র ক্রয়/সরবরাহ এবং ক্রয়কৃত স্টেশনারী পণ্যসামগ্রী/আসবাবপত্রের স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ।

১০. মন্ত্রণালয়ের ফটোকপিয়ার/ফ্যাক্স/কম্পিউটার ক্রয় এবং এ সংক্রান্ত টোনার/যন্ত্রাংশ ক্রয়/মেরামত, সরবরাহ এবং স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ।

১১. মন্ত্রণালয়ের ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের লিভারিজ প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি।

৩.১.১.২ প্রশাসন-২ শাখার কার্যাবলি

1. মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/সচিব/অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব/ উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান/ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের প্রাধিকার অনুযায়ী স্টেশনারি পণ্য সামগ্রী ও আসবাবপত্র ক্রয়/সরবরাহ এবং ক্রয়কৃত স্টেশনারি পণ্য সামগ্রী/আসবাবপত্রের স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ;
2. বিভিন্ন দপ্তর/শাখার চাহিদার প্রেক্ষিতে বিজি প্রেস হতে বিভিন্ন ফরম ছাপানো/স্টেশনারি পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ, স্টোররুমে সংরক্ষণ, স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ এবং বিতরণ;
3. মন্ত্রণালয়ের ফটোকপিয়ার/ফ্যাক্স/কম্পিউটার ক্রয় এবং এ সংক্রান্ত টোনার/যন্ত্রাংশ ক্রয়/মেরামত, সরবরাহ এবং স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ;
4. ব্যবহার অনুপোযোগী আসবাবপত্র/ফটোকপিয়ার/ফ্যাক্স/কম্পিউটার এবং এ সংক্রান্ত টোনার/যন্ত্রাংশ ইত্যাদি অকেজো ঘোষণাকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
5. মন্ত্রণালয়ের ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের লিভারিজ প্রদান;
6. মন্ত্রণালয়ের ১০ এবং ১১ থেকে ২০ তম গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুকূলে মন্ত্রণালয়ের কোটাভুক্ত বাসা বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
7. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক/আবাসিক টেলিফোন মঞ্জুরি/সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও টেলিফোনের খাত পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যাবলি;
8. মাননীয় মন্ত্রী, সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিবগণের প্রাধিকারভুক্ত/লাইব্রেরির প্রত্রিকার বিল পরিশোধ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
9. মন্ত্রণালয়ের যানবাহন ব্যবস্থাপনা/ক্রয়/মেরামত/জ্বালানি বিল পরিশোধ অকেজো ঘোষণা/অকেজো ঘোষিত যানবাহন বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় কায;
10. মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থায়ী/অস্থায়ী প্রবেশপত্র ইস্যু সংক্রান্ত কার্যাবলি;
11. মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার যানবাহনের স্টিকার সংক্রান্ত কার্যাবলি;
12. মন্ত্রণালয়ের অফিসের জন্য স্থান বরাদ্দ ও অফিস কক্ষসমূহের পূর্ত কাজ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য;
13. মন্ত্রণালয়ের করিডোরের শোভাবর্ধন সংক্রান্ত কার্যাবলি;
14. পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি-
    (ক) স্ট্যাম্প ক্রয়, ব্যবহার এবং স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ।
    (খ) চিঠিপত্র বিলি বন্টন ও তদারকি।
    (গ) অন্যান্য

15. জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় উৎসব পালন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য;
16. বিদেশী মিশনারীগণের M/FM ক্যাটাগরির ভিসা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য;
17. লাইব্রেরি রক্ষণাবেক্ষণ।

৩.১.১.৩ সমন্বয় শাখার কার্যাবলি

১. জাতীয় সংসদ ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য;
২. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা/চাহিদা অনুযায়ী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে মতামত/প্রতিবেদন প্রেরণ;
৩. মাসিক সমন্বয় সভা ও বিভিন্ন বিষয়ক আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৪. মন্ত্রির স্বেচ্ছাধীন তহবিল সংক্রান্ত কাজ;
৫. জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় উৎসব পালন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য;
৬. বিদেশী মিশনারিগণের M/FM ক্যাটাগরির ভিসা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য;
৭. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য কার্য।

৩.১.১.৪ সংস্কার শাখার কার্যাবলি

১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS), ইনোভেশন (Innovation), অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত (GRS) এবং তথ্য অধিকার আইন (RTI) সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য;
২. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) এবং ইনোভেশন (Innovation) সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;
৩. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত সভা/ওয়ার্কশপ/সেমিনার/প্রশিক্ষণে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ/মনোনয়ন প্রদান;
৪. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিষয়ের ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ ও প্রেরণ।
৫. ই-ফাইলিং ও ই-জিপি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;
৬. মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন ও ষান্মাসিক বুকলেট প্রস্তুত ও প্রচার;
৭. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য কার্য।

৩.১.১.৫ আইসিটি শাখার কার্যাবলি

- আইসিটি বিষয়ক পত্রাদি গ্রহণ ও প্রেরণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- আইসিটি সংক্রান্ত কাজে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;
- তথ্য বাতায়ন ব্যবস্থাপনা, কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও হালনাগাদকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের সার্ভার ও নেটওয়ার্ক পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
- ইন্টারনেট, ডাটা কানেক্টিভিটি, ডাটা শেয়ারিং বিষয়ক সেবা প্রদান;
- ই-হজ ব্যবস্থাপনা ও অনুদান প্রদান সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/শাখায় ব্যবহৃত কম্পিউটার সামগ্রীর ট্রাবল-শ্যুটিং ও সিস্টেম সাপোর্ট;
- প্রোগ্রাম প্রণয়ন, ডেটাবেইজ তৈরি ও ব্যবহার;
- বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিতে আইসিটি বিষয়ে পরামর্শ/সহায়তা প্রদান;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- মন্ত্রণালয়ের ই;জিপি সংক্রান্ত কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদান-নথি ও ই-
- কম্পিউটার সামগ্রী, কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ক্রয়ে মতামত ও পরামর্শ প্রদান;

- মন্ত্রণালয়ে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় সাধন;
- সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার ও হালনাগাদকরণ;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন এবং সংস্কার ও সুশাসনমূলক কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদান।

৩.২ হজ অনুবিভাগ

৩.২.১ হজ অধিশাখা

৩.২.১.১ হজ-১ শাখা, হজ-২ শাখা ও ওমরাহ শাখার কার্যাবলি

(ক) হজ-১ শাখার কার্যাবলি:

- হজযাত্রী রিফান্ড, প্রতিস্থাপন, স্থানান্তর ও আর্কাইভকরণ;
- হজ ক্যালেন্ডার প্রস্তুতকরণ;
- সরকারি হজযাত্রীদের বাড়িভাড়াকরণ ও অর্থ প্রেরণ সংক্রান্ত;
- সরকারি হজযাত্রীদের বাড়িভাড়াকরণ ও অর্থ প্রেরণ সংক্রান্ত;
- হজযাত্রীদের অর্থ ফেরত প্রদান সংক্রান্ত;
- নিয়োগ (আইটি বিষয়ক কার্যাবলি এবং মৌসুমী হজ অফিসার+ মালামাল পরিবহন সংক্রান্ত ইত্যাদি) টিকেটিং সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম;
- পদ সংরক্ষণ (মৌসুমী);
- সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের বাড়ি ভাড়া কমিটি গঠন;
- হজ প্রতিনিধি দল+ হজ প্রশাসনিক দল+ কারিগরি দল গঠন সংক্রান্ত কাজ;
- হজ সংক্রান্ত দ্রব্য সামগ্রী ছাপানো, সংগ্রহ এবং সৌদি আরবে প্রেরণ (মেডিকেল/ট্রিটমেন্ট কার্ড/রুম স্টিকার/হাউজ স্টিকার/পতাকা ও জার্সি);
- হজযাত্রীদের ইলেকট্রনিক হেলথ প্রোফাইল;
- দ্বি-পাক্ষিক হজ চুক্তি;
- সকল প্রকার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত;
- আইটি প্রতিষ্ঠানের বিল পরিশোধ;
- হজ শাখা কর্তৃক পরিচালিত ব্যাংকের কার্যক্রম;
- হজ নিবন্ধন সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং এজেন্সিভিত্তিক হজযাত্রীর সংখ্যা ও মোনাজ্জেমদের তথ্য সৌদি ই-হজ সিস্টেমে রেজিস্ট্রেশন;
- এজেন্সি ভিত্তিক তথ্য সৌদি আরবে প্রেরণ;
- হজ আইন প্রণয়ন;
- পর্যালোচনা, ফিডব্যাক, হজ সেমিনার;
- হজ অফিস, জেদ্দার বিবিধ কার্যক্রম;
- এছাড়া সময়ে সময়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা প্রতিপালন;

(খ) **হজ-২ শাখার কার্যাবলি:**

- সমন্বয় সভা সংক্রান্ত (প্রশাসন শাখার যাবতীয় চাহিদা/তথ্য);
- জাতীয় সংসদ+স্থায়ী কমিটি+মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিত জবাব+ মাসিক রিপোর্ট+তথ্য প্রদান;
- হজ লাইসেন্স সংক্রান্ত (নিয়োগ+নবায়ন+বাতিলকরণ+ঠিকানা পরিবর্তন+এফ.ডি.আর. পরিবর্তন+একক মালিকানা থেকে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর + ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে;
- সহায়ক দল+হজ চিকিৎসক দল গঠন সংক্রান্ত কাজ;
- পদ সংরক্ষণ (হজ অফিস, ঢাকা);
- এজেন্সিসমূহের ক্রাইটেরিয়া + র‍্যাংকিং;
- ব্যাংকসমূহের তালিকা প্রকাশ;
- অনুমোদিত ব্যাংকসমূহের সাথে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের MoU/চুক্তি স্বাক্ষর;
- এজেন্সির ডাটাবেইজ;
- বৈধ হজ এজেন্সির তালিকা প্রকাশ;
- হজ গাইড নিয়োগ, হজ গাইডদের পোষাক ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- হজ এজেন্সিজ এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) সংক্রান্ত;
- হজ অফিস, ঢাকার যাবতীয় কাজ;
- হজ অফিস, ঢাকার কন্ট্রোল রুম;
- এছাড়া সময়ে সময়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা প্রতিপালন;

(গ) হজ-৩ (ওমরাহ) শাখার কার্যাবলি:

- ওমরাহ লাইসেন্স সংক্রান্ত (নিয়োগ+নবায়ন+ বাতিলকরণ+ঠিকানা পরিবর্তন+এফ.ডি.আর. পরিবর্তন+ একক মালিকানা থেকে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর +অফিস ঠিকানা পরিবর্তন+ ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু+ওমরাহ এজেন্সির কাগজপত্র সত্যায়ন) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে;
- ওমরাহ এজেন্সির তালিকা প্রকাশ;
- হজ ও ওমরাহ এজেন্সির অভিযোগ, রিভিউ ও শাস্তি;
- হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত মামলা+রীট+আপীল;
- অভিযোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত (GRS);
- রাজস্ব বাজেট সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ক্রয় সংক্রান্ত সকল কাজ;
- হজ শাখার স্টেশনারি সামগ্রী/কমন সার্ভিস সংক্রান্ত;
- সকল প্রকার খরচের বিল পরিশোধ সংক্রান্ত;
- হজ পুস্তিকা প্রকাশ/ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ;
- বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা, আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা + বিমানের সকল সভা;
- রাজস্ব বরাদ্দ সংক্রান্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- রাষ্ট্রীয় খরচে হজযাত্রী প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- হজ-১ ও ২ শাখায় বর্ণিত বিদেশ ভ্রমণ ব্যতিত অন্যান্য বিদেশ ভ্রমণ/ট্যুর সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- এছাড়া সময়ে সময়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা প্রতিপালন

৩.৩ অনুদান ও বাজেট অনুবিভাগ

৩.৩.১ অনুদান শাখার কার্যাবলি

১. মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং দুস্থদের অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে নির্ধারিত ফরম বিজি প্রেসের মাধ্যমে ছাপানো কার্যক্রম;
২. মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, ও খ্রিস্টান ধর্ম বিষয়ক প্রতিষ্ঠান এবং মুসলিম ও হিন্দু দুস্থদের অনুদান মঞ্জুরির লক্ষ্যে ফরম বিতরণ/সংগ্রহ;
৩. মাননীয় সংসদ সদস্যের সুপারিশে মসজিদ ও মন্দিরে অনুদান মঞ্জুরির লক্ষ্যে G2P পদ্ধতিতে সরাসরি প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে অনুদান প্রদানের নিমিত্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রির ডিও পত্রসহ নির্ধারিত ফরম মাননীয় সংসদ সদস্যদের নিকট প্রেরণ এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুদান প্রদান;
৪. প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাইয়ের পর অনুমোদিত আবেদনের তথ্য iBAS++ সিস্টেমে Entry, Approve, Bill preparation, Bill Submission এবং জিও জারিকরণ;
৫. বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে G2P পদ্ধতিতে সরাসরি প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে অনুদান প্রেরণ;
৬. দুস্থ মুসলিম ও দুস্থ হিন্দু ব্যক্তির অনুকূলে G2P পদ্ধতিতে সরাসরি ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবে অনুদান প্রেরণ;
৭. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/দুস্থদের Return EFT পুনরায় প্রয়োজনীয় Correction, Approve, Re-submission ও Re- transmission পূর্বক অনুদান পুন:প্রেরণ;
৮. বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রতি কোয়ার্টারের শেষে বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন;
৯. জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক অনুদান প্রদান বিষয়ক তথ্যাদি প্রেরণ;
১০. অনুদান শাখা সংশ্লিষ্ট অডিট আপত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
১১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এবং শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;
১২. সময়ে সময়ে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

৩.৩.২ বাজেট শাখার কার্যাবলি

1. মন্ত্রণালয়ের বাজেট সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী নীতি এবং পরিকল্পনা/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ ;
2. মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ ;
3. সচিবালয় ও অধিনস্থ দপ্তর /সংস্থার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা নির্ধারণ ;
4. রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত ও সকল তথ্য iBAS++ এ এন্ট্রি ;
5. রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব প্রণয়ন/পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন ;
6. আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (Advance Procurement Plan)-সহ মন্ত্রণালয় এবং অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থার জন্য বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন ;
7. রাজস্ব আহরণ ও অর্থ ছাড়সহ বাজেটে বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;
8. পরিকল্পনা/উন্নয়ন অনুবিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থার সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন (Financial and Non-Financial) অগ্রগতি পর্যালোচনা ;

9. প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক এবং ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জনসহ বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
10. অর্থ বিভাগ প্রণিত নির্দেশনা এবং ছক অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ;
11. পুনঃউপযোজনসহ মন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ;
12. অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব (প্রয়োজন হলে) পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ;
13. অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা ;
14. বিভাগীয় হিসাবের (Departmental Accounts) সাথে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাবের সংগতিসাধন ;
15. মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উপযোজন হিসাব প্রণয়ন এবং নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণ ;
16. সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (PAC) এবং অন্যান্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির জন্য বাজেট ও আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ;
17. বাজেট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সাথে সমন্বয় রক্ষা করা ;
18. বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি, বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ ;
19. আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার/উন্নয়ন এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন ;
20. আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ;
21. বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক, ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Management Information System (MIS) স্থাপন এবং পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা ;
22. নিয়মিত আয়ের উৎসবিহীন মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় উপসনালয়ের মাসিক ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ এবং মাসিক ২০,০০০ (বিশ হাজার) গ্যালন পানির বিলে রেয়াত প্রদান ;
23. ওআইসিভুক্ত প্রতিষ্ঠান International Islamic Fiqah Academy (IIFA) এবং Islamic Solidarity Fund (ISF) এ বার্ষিক চাঁদা প্রদান ; এবং
24. বাজেট প্রণয়ন,বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

৩.৩.৩ হিসাব শাখার কার্যাবলি

- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় অংশের সংশোধিত, মূল ও মধ্যমেয়াদী বাজেট প্রস্তুতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- ত্রৈমাসিক ব্যয় প্রতিবেদন প্রস্তুত;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য ভাতার বিল IBAS++ এর মাধ্যমে CAFO কার্যালয়ে প্রেরণ;
- সৌদি আরবে হজ কার্যাবলি সম্পাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য বিভিন্ন দলের (প্রতিনিধি, প্রশাসনিক, চিকিৎসক, কারিগরি, প্রশাসনিক সহায়তাকারী ও রাষ্ট্রীয় খরচে হজ) সদস্যদের ভ্রমণ ও দৈনিক ভাতা বাবদ অগ্রিম প্রদানের বিল প্রস্তুতকরণ ও প্রদত্ত অগ্রিমের সমন্বয়;
- হজ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সময় সৌদি আরবসহ অন্যান্য দেশে ভ্রমণের বিল প্রস্তুত;
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ ভ্রমণের বিল প্রস্তুতকরণ;

- মন্ত্রণালয়ের প্রাধিকারভুক্ত কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন বিলের আর্থিক আদেশ জারি ও বিল প্রস্তুত করে CAFO কার্যালয়ে প্রেরণ;
- পণ্য ও সেবার ব্যবহার, আর্থিক সম্পদ, বাংলাদেশ সচিবালয় কেন্দ্রীয় জামে সমজিদ, এবং সরকারি কর্মচারীদের ঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিল প্রস্তুতপূর্বক CAFO কার্যালয়ে প্রেরণ;
- সচিবালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশের বাইরে হজ বাবদ রাজস্ব প্রাপ্তি ও পরিচালন ব্যয়ের ক্যাশ বই সংরক্ষণ;
- নন গেজেটেড কর্মচারীদের ছুটির হিসাব ও বেতন নির্ধারণী প্রস্তুত;
- CAFO কার্যালয়ের সাথে সচিবালয় অংশের মাসিক ব্যয়ের হিসাবের Reconciliation করা;
- CAFO কার্যালয়ে বিভিন্ন চিঠিপত্র এবং বিল ভাউচার আদান প্রদান;
- হিসাব শাখার অন্যান্য আনুষাংগিক কাজ;
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কাজ।

৩.৩.৪ অডিট শাখার কার্যাবলি

1. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের উপর উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ;
2. অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রেরণ এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্র/কার্যবিবরণী প্রাপ্তির পর সভা আহবান এবং দ্বি-পক্ষীয়/ত্রি-পক্ষীয় সভার সুপারিশসমূহ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ ;
3. অডিট সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়;
4. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কাজ।

৩.৪ সংস্থা অনুবিভাগ

৩.৪.১ সংস্থা অধিশাখা

৩.৪.১.১ সংস্থা-১ শাখার কার্যাবলি

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন, যাকাত বোর্ড, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ এর জন্য বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় বিভাজন অনুমোদন, অর্থ ছাড়/ অর্থ অবমুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী।
২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট এবং ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইসলামিক মিশন এর জন্য বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় বিভাজন অনুমোদন, অর্থ ছাড়/ অর্থ অবমুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী।
৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর যাকাত বোর্ড এবং ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাষ্ট বোর্ড গঠন।
৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর বোর্ড অব গভর্নরস গঠন।
৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের স্থায়ী কর্মকর্তাদের মধ্যে ৯ম হতে তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমনের অনুমতি ও বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর।
৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর অধীন সকল অফিসের পদ সৃজন সংক্রান্ত কার্যাবলী।
৭.ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর অধীন সকল অফিসের শূন্য পদের ছাড়পত্র প্রদান ও প্রথম শ্রেণীর পদে লোক নিয়োগ এবং পদোন্নতি সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী।
৮. ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর অধীন সকল অফিসের নিয়োগবিধি প্রণয়ন, নীতিমালা প্রণয়ন, বিভিন্ন নির্দেশিকা প্রণয়ন ও অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যাবলী।
৯. বাংলাদেশ সচিবালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সকল কার্যাবলী।
১০. আন্তর্জাতিক হিফজ কুরআন প্রতিযোগিতা, হিফজ ও তাফসির প্রতিযোগিতা কার্যাবলী।

১১.বিভিন্ন ধর্মীয় পর্বের ছুটির তালিকা সংক্রান্ত কার্যাবলী ।
১২. বায়তুল মোকাররম মসজিদ এবং বায়তুল মোকাররম মসজিদ মার্কেট সংক্রান্ত কার্যাবলী।
১৩. রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মের পাঠকারী মনোয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী।
১৪.বাংলাদেশের সাথে সৌদি আরব, ইরান, তুরস্ক ও অন্যন্য মুসলিম দেশের সাথে যৌথ কমিশন সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী।
১৫. চাঁদ দেখা কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলী।
১৬.বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে মতামত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী।
১৭.বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সংস্থা সমূহের সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী।
১৮. বিভিন্ন দেশের সাথে ধর্মীয় সম্প্রীতিসহ অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী।
১৯. সময়ে সময়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত কার্যাবলী।

৩.৪.১.২ সংস্থা-২ শাখার কার্যাবলি

১. ওয়াক্ফ এস্টেট সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যাবলি;
২. ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের নিয়োগ বিধি প্রণয়ন, সংশোধন, পদসৃজন,অর্গানোগ্রাম অনুমোদন সংক্রান্ত;
৩. ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা পদে নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত;
৪. হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের নিয়োগ বিধি প্রণয়ন, সংশোধন, পদসৃজন, নিয়োগ, অর্গানোগ্রাম অনুমোদন সংক্রান্ত;
৫. দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
৬. বিদেশ হতে মূর্তি আনয়ন ও বিদেশে মূর্তি প্রেরণ সংক্রান্ত;
৭. হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালন সংক্রান্ত বিষয়াদি;
৮. হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় বিবিধ কার্যাবলি;
৯. বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বাজেট বরাদ্দ,অর্থ বিভাজন ও অবমুক্তি;
১০. হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড গঠন সংক্রান্ত;
১১. শারদীয় দুর্গাপূজা, বুদ্ধ পূর্ণিমা, কঠিন চীবরদান উৎসব এবং শুভ বড়দিন উদযাপনে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে অনুদান মঞ্জুরি সংক্রান্ত;
১২. হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণ;
১৩. হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের তীর্থযাত্রা সংক্রান্ত।

৩.৪.১.৩ আইন শাখার কার্যাবলি

1. মন্ত্রণালয়ের মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য
2. মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার প্যানেল আইনজীবীদের সাথে সমন্বয় সাধন;
3. এটর্নি জেনারেল অফিসের সাথে মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক যোগাযোগ;
4. আইন, বিধি, অধ্যাদেশ ও নীতিমালার উপর মতামত প্রদান;
5. আইন সংক্রান্ত বিবিধ কার্য;
6. মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর সংস্থার বিদ্যমান/অর্ডিন্যান্স আইনে রূপান্তর সংক্রান্ত কার্যাবলি;
7. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য কার্য।

৩.৫ উন্নয়ন অনুবিভাগ

৩.৫.১ উন্নয়ন অধিশাখা

৩.৫.১.১ পরিকল্পনা- ১ শাখার কার্যাবলি

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অননুমোদিত নতুন/সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- নতুন প্রকল্প প্রস্তাবের এ্যাপ্রাইজাল যাচাই ,কমিটির কর্মপত্র প্রণয়ন ও সভা আহবান;
- যাচাই কমিটির সুপারিশকৃত প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের জন্য অর্থ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ;
- ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি, জনবল নিয়োগ ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ;
- অননুমোদিত প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের বিভাজন ও অর্থছাড় সংক্রান্ত;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সংক্রান্ত;
- ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অনুমোদিত প্রকল্পের অগ্রগতি তদারকি, পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যাবলি;
- মসজিদ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক অনুদান গ্রহণের বিষয়/সম্পর্কিত কার্যাবলি;
- প্রকল্প সংক্রান্ত মতামত প্রদান এবং প্রকল্পের বিভিন্ন কমিটির সভায় অংশগ্রহণ;
- মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান এবং প্রশাসন শাখা কর্তৃক যাচিত বিভিন্ন তথ্য প্রেরণ;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সম্পর্কিত কার্যাবলি;
- মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেট নির্ধারণে বাজেট শাখা-কে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কার্য সম্পাদন;
- বিভিন্ন কর্মসূচি অনুমোদন;
- পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, এসডিজি ইত্যাদি পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা-২ শাখার সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, অর্থ বিভাগ এবং আইএমইডি কর্তৃক যাচিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের SDG সংক্রান্ত কার্যাবলি।

৩.৫.১.2 পরিকল্পনা- 2 শাখার কার্যাবলি

- বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন, ঢাকা হজ অফিস, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং মন্ত্রণালয়ের অননুমোদিত নতুন/সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- নতুন প্রকল্প প্রস্তাবের এ্যাপ্রাইজাল যাচাই, কমিটির কর্মপত্র প্রণয়ন ও সভা আহবান;
- যাচাই কমিটির সুপারিশকৃত প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের জন্য অর্থ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ;

- বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন, ঢাকা হজ অফিস, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি, জনবল নিয়োগ ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ;
- অনুমোদিত প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের বিভাজন ও অর্থছাড় সংক্রান্ত;
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহের মনিটরিং এবং প্রকল্পের বিভিন্ন কমিটির সভায় অংশগ্রহণ;
- বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন, ঢাকা হজ অফিস, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত প্রকল্পের অগ্রগতি তদারকি, পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যাবলি;
- মহান জাতীয় সংসদ সংক্রান্ত সকল কার্যের প্রশ্নোত্তর প্রদান;
- মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিমের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, এসডিজি ইত্যাদি পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা-১ শাখার সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা;
- মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা আহবান, সভার কর্মপত্র প্রণয়ন, সভার কার্যবিবরণী প্রণয়ন ও জারি;
- উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সমাপ্ত প্রতিবেদন সংক্রান্ত;
- উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত রিপোর্টসমূহ প্রদান এবং এনইসি একনেক/সম্পর্কিত সকল কাজ;
- প্রকল্পসমূহের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ;
- প্রকল্পসমূহের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ।

৪। আইন ও অধ্যাদেশ

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রয়োগযোগ্য আইন/অধ্যাদেশ নিম্নরূপ:

- The Mussalman Wakf Validating Act, 1913 (Act No. VI of 1913);
- Wakf Validating Act, 1930 (Act. No. xxxii of 1930);
- The Waqfs Ordinance, 1962;
- The Islamic Foundation Act, 1975;
- The Zakat Fund Ordinence, 1982;
- চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদ আইন, ২০২৩;
- হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮
- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮;
- খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮;
- ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ৫৬নং আইন);
- ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৫নং আইন)।
- Islamic Foundation (Amendment) Act, 2013
- হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১;

- যাকাত তহবিল ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩

উপর্যুক্ত আইনগুলো ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবাসাইট www.mora.gov.bd আপলোড করা আছে এবং উক্ত ওয়েবসাইট থেকে যে কেউ ডাউনলোড করতে পারবেন।

৫. ২০22-23 অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি

৫.১ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের ১৩ টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৩৭৫৩৬৯.৬৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অর্ন্তভুক্ত প্রকল্পসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	২০২২-২৩ অর্থবছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
	ইসলামিক ফাউন্ডেশন		
১.	প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৪	২৪৯৮৬২.০০
২.	মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৭ম পর্যায় প্রকল্প	জানুয়ারি, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪	৮৩৪১৭.০০
৩.	দারুল আরকাম ইবতেদায়ি মাদ্রাসা স্থাপন ও পরিচালনা	জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪	১০৯৩৮.০০
৪.	গোপালগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩	৫২৭.০০
৫.	হাওর এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪	১১৮৮.০০
৬.	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানায় নতুন মেশিনারীজ সংযোজনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪	১৮৩৫.০০
৭.	মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ-৩য় পর্যায় প্রকল্প	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪	১২৭৮.০০
৮.	ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (নিজস্ব অর্থায়নে)	জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৪	১০৬১.৬৬
	হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট		
৯.	সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	মার্চ, 2019 হতে জুন, 2024	৬১২৮.০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	২০২২-২৩ অর্থবছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
১০.	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় প্রকল্প	জুলাই, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫	১২৪৬৪.০০
১১.	ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত প্রকল্প)	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪	২৩০০.০০
	বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট		
১২.	প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প-৩য় পর্যায়	জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৫	৫০০.০০
	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়		
১৩.	ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩	৩৮৭১.০০

৫.২ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
১.	শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে গাড়ী পার্কিংসহ একটি বহুমুখী সেবাকেন্দ্র নির্মাণ কর্মসূচি	জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩	৩৪৭.০০

৫.3 ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এডিপিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিম্নোক্ত ০৮টি অননুমোদিত নতুন প্রকল্প:

সংস্থা	ক্রম	প্রকল্পের নাম	অনুমোদনের পর্যায়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন	০১.	দারুল আরাকাম এবতেদায়ি মাদ্রাসা স্থাপন ও পরিচালনা প্রকল্প (জানুয়ারি-২০২১-ডিসেম্বর ২০২৪)	অনুমোদিত
	০২.	"ইসলামিক মিশন কেন্দ্র-বড়কাপন (মৌলভীবাজার), বাবুগঞ্জ (বরিশাল), তিতাস (কুমিল্লা), জোকা (মাগুড়া), মধুপুর (কুষ্টিয়া), নকলা (শেরপুর), নাইক্ষ্যাংছড়ি (বান্দরবান) এবং বোরহান উদ্দিন (ভোলা) স্থাপন" প্রকল্প (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫)	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নাধীন রয়েছে।
	০৩.	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডিজিটাল ইনফরমেশন	প্রকল্পের জনবল নির্ধারণ সভা গত

সংস্থা	ক্রম	প্রকল্পের নাম	অনুমোদনের পর্যায়
		সিস্টেম শক্তিশালীকরণ ও আরবি ভাষা ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫)	১৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অর্থ বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণের জন্য অক্টোবর/২০২১ তারিখে অর্থ বিভাগে পত্র দেওয়া হয় । এর প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পটি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে ।
	০৪.	কুমিল্লা (মডেল) ও ময়মনসিংহ ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি কমপেক্স স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫)	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নাধীন রয়েছে।
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	০৫.	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-(৬ষ্ঠ পর্যায়) প্রকল্প (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৫)	অনুমোদিত
বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	০৬.	লুম্বিনী কনজারভেশন এলাকায় প্যাগোডা ও বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫)	আলোচ্য প্রকল্পটির ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে ২৬ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয় । আগামী ০১/০৮/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।
	০৭.	প্যাগোডাভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৩য় পর্যায় প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২২ - ডিসেম্বর ২০২৪)	অনুমোদিত
বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়	০৮.	২০ তলা ভিত বিশিষ্ট ওয়াক্ফ ভবনের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের অবশিষ্ট কাজ সম্পন্নকরণ প্রকল্প (ফেব্রুয়ারি ২০২২-জানুয়ারি ২০২৩)	নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত ।

৫.৪ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

৫.৪.১ "প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প

"প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৬-০৬-২০১৮খ্রি. তারিখে সম্পূর্ণ জিওবি'র অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এই প্রকল্পের আওতায় নবসৃষ্ট ৪টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে ৫৬৪টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষে প্রকল্পটির ২য় সংশোধন ০৭-১২-২০২১খ্রি. তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

৫৬৪ মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্নসহ এ পর্যন্ত মোট ২৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট মসজিদগুলির বিভন্ন পর্যায়ে নির্মাণ কাজ ও জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান আছে। উক্ত মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহ সারা দেশে ইসলামী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির যথাযথ বিকাশে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

৫.৪.২ **''মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৭ম পর্যায়)'' প্রকল্প**

''মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম" প্রকল্প ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর অন্যতম গুরুত্বপূণ একটি বৃহৎ প্রকল্প। জানুয়ারি/১৯৯৩ থেকে শুরু হয়ে ধারাবাহিকভাবে ৭ম পর্যায়ে চলমান রয়েছে। বর্তমানে "মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম" প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের মসজিদের ইমামগণ মসজিদ কেন্দ্রে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদেরকে বাংলা, অংক, ইংরেজি, আরবি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দানের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৯ হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত মোট ১৪ বছরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় প্রাক-প্রথমিক শিক্ষাস্তরে ১ কোটি ৯ লক্ষ ২ হাজার, সহজ কুরআন শিক্ষাস্তরে ১ কোটি ২২ লক্ষ ৭১ হাজার এবং বয়স্ক শিক্ষাস্তরে ২ কোটি ৬৮ হাজার ৮শত জন শিক্ষার্থীকে সাক্ষরতার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রকল্পের

নব্য ও স্বল্প শিক্ষাপ্রাপ্তদের জন্য জীবনব্যাপী (অব্যাহত) শিক্ষা চর্চা ও বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সারাদেশে ২০৫০টি রিসোর্স সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে।

৫.৪.৩ ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৩৭৮.৬৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১৮টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে ১১৭৬৮ জন পুরোহিত/সেবাইতকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫.৪.৪ প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)

কোমলমতি বৌদ্ধ শিশুদের স্কুলমুখী করে তোলা ও তাদের ধর্মীয় ও নৈতিকতাসম্পন্ন যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ''প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প'' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের ১ম ফেইজের আওতায় চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলায় এ পর্যন্ত মোট ১০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬ হাজার বৌদ্ধ শিশু ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রাক- প্রথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। এ প্রকল্পের শতকরা ৮০ ভাগ শিশু মূল ধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এ প্রকল্প গ্রহণের ফলে তৃণমূল পর্যায়ে ১০০জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

জানুয়ারি, ২০১৮ হতে উক্ত প্রকল্পের ২য় ফেইজের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ ফেইজের ২য় পর্যায়ের আওতায় ১২টি বৌদ্ধ অধ্যুষিত জেলার ৬২টি উপজেলায় মোট ৩০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৮ হাজার বৌদ্ধ শিশু ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রাক-প্রথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে মুল ধারায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ১ম সংশোধনীর মাধ্যমে এক বছর বৃদ্ধি করা হয় যা ডিসেম্বর/২০২১-এ শেষ হয়। বর্তমানে ৩য় পর্যায়ে ৪০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৮০০০ বৌদ্ধ শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি প্রাক-প্রাথমিক এবং সহজ ত্রিপিটক শিক্ষা কোর্সে অধ্যয়ন করছে। এ প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে ৪০০ জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহিলা ও পুরুষের শিক্ষক হিসেবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

5.৪.৫ ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

- **প্রকল্পের পটভূমি এবং অন্যান্য তথ্য :**

বাংলাদেশ বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও জাতি-গোষ্ঠির মানুষের সমন্বয়ে বৈচিত্রময় এক শান্তিপ্রিয় দেশ। দেশের সংবিধানে প্রতিটি নাগরিকের নিজ নিজ ধর্মীয় অনুশাসন, বিধি-বিধান স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে প্রতিপালনের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। দেশের মানুষ ধর্মভীরু বা ধর্মের প্রতি সংবেদনশীল। জনগণের ধর্মের প্রতি এই আবেগ-অনুভূতিকে ব্যবহার করে দেশি-বিদেশী অপশক্তির মদদে গোষ্ঠীবিশেষ দেশকে নিয়ে সর্বদা চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। এরা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বক্তব্য উপস্থাপন করে এবং ধর্মীয় উস্কানি দিয়ে তরুণ প্রজন্মকে বিপথে পরিচালিত করছে, যা বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধর্মনিরপেক্ষতার মহান আদর্শের আলোকে তাঁর যোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বর্তমান সময়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডের পরিধি যেমন বেড়েছে তেমনি উন্নততর হয়েছে মন্ত্রণালয় প্রদত্ত সেবার মান। তারই ধারাবাহিকতায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ্জ ব্যাবস্থাপনাতে স্বয়ংক্রিয়তার ছোঁয়া লেগেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। এছাড়া,

ধর্মীয় উপাসনালয় ভিত্তিক শিক্ষা ব্যাবস্থা, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যাবস্থাকে আধুনিকীকরণসহ সারা দেশে ধর্মীয় উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা ও মেরামতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ ও ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করছে। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের দর্শন এবং তাঁর নিজ স্লোগান-'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার' এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি ধর্মীয় সচেতনতামূলক সমাজ গঠন এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটির প্রস্তাব করা হয়েছে।

২। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- ❖ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও অপপ্রচার প্রতিরোধ এবং দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষার জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি;
- ❖ জনগণের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ বিরোধী সচেতনতা তৈরি;
- ❖ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্বল এবং সামাজিক বৈষম্য নিরসন করা;
- ❖ বিভিন্ন রকমের কন্টেন্ট ডেভলপমেন্টের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে সহজেই ধর্মীয় অনুশাসনগুলো উপস্থাপন করা এবং সর্বস্তরের মানুষের কাছে সহজেই মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে প্রকৃত ধর্মীয় তথ্যাবলি পৌঁছে দেওয়া।

৩। প্রকল্পের কার্যাবলি:

ক) প্রচার ও বিজ্ঞাপণ (রেডিও, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, লোকাল ক্যাবল অপারেটর, সোশ্যাল মিডিয়া, ব্যানার, ভিডিও এড, এসএমএস, আইভিআর):

খ) কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট (লেখা, প্রামাণ্যচিত্র, প্রতিবেদন, টকশো);

গ) সফটওয়্যার ও এপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট (ধর্ম বিষয়ক এন্ড্রয়েড ও আইওএস অ্যাপস);

ঘ) সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট (ইউটিউব, ফেইসবুক, টুইটার);

ঙ) ডিজিটাল মার্কেটিং (লাইভ স্ট্রিমিং, কন্টেন্ট প্রমোশন, ক্যাম্পেইন এনগেজমেন্ট, কুয়েরি ম্যানেজমেন্ট);

চ) পিআর কার্যক্রম (ইনফ্লুয়েন্সার ম্যানেজমেন্ট, অনলাইন/অফলাইন পিআর);

ছ) এক্টিভেশন/ইভেন্ট (সার্ভিস বুথ, ইনডোর/আউটডোর ইভেন্ট);

জ) প্রশিক্ষণ;

ঝ) সেমিনার/ওয়ার্কশপ;

৬। ২০22-23 অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

৬.১ হজ বিষয়ক কার্যাবলি:

হজ ইসলাম ধর্মের একটি অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে হজ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় ২০১৬ সাল হতে ই-হজ ব্যবস্থাপনা চালু হয়েছে। এর ফলে হজ কার্যক্রম সহজ ও উন্নততর হয়েছে। যা দেশে বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

১. **হজ চুক্তি ২০২৩:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় সৌদি সরকারের মধ্যে ০৯ জানুয়ারি জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে দ্বি-পাক্ষিক হজ চুক্তি সম্পাদিত হয়।

২. **হজ প্যাকেজ ঘোষণা:**

হজযাত্রীদের সৌদি পর্বের খরচের চূড়ান্ত হিসাব পেতে দেরি হওয়ায় এবং সময় স্বল্পতার কারণে হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটির 0১.০2.২০২3 তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ২০২3 সনের হজের জন্য হজ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। সরকারি মাধ্যমে ০1 টি এবং বেসরকারি মাধ্যমে হজযাত্রীদের জন্য ০১ টি প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়।

(ক) সরকারি মাধ্যমের প্যাকেজ এর মূল্য ৬,৮৩,০১৫.০০ (ছয় লক্ষ তিরাশি হাজার পনের) টাকা।

(খ) সরকারি মাধ্যমের হজ প্যাকেজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেসরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীদের জন্য ৬,৭২,৬১৮.০০ (ছয় লক্ষ বাহাত্তর হাজার ছয়শত আঠারো) টাকা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়।

পরবর্তীতে সৌদি পর্বের খরচের চূড়ান্ত হিসাব পাওয়ার পর উভয় ব্যবস্থাপনায় ঘোষিত প্যাকেজ মূল্য হতে ১১,৭২৫.০০ (এগারো হাজার সাতশত পঁচিশ) টাকা উভয় প্যাকেজের প্যাকেজ মূল্য কমানো হয়।

৩. **হজ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন:** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৯ মে ২০২৩ তারিখ সকাল ১০.৩০ টায় হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকায় উপস্থিত হয়ে হজ কার্যক্রম ২০২3 এর শুভ উদ্বোধন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের জন্য এ সময় দোয়া করার জন্য হাজীসাহেবদের অনুরোধ জানান। তাছাড়া তিনি হজে গিয়ে সৌদি আরবের নিয়ম ও আইন মেনে চলাসহ নিজেদের সুস্থতা নিশ্চিত করে যাবতীয় কার্যক্রম করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, ই-হজ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, এতে করে হাজিদের কষ্ট লাগব হয়েছে। তাই তিনি সকল হাজীসাহেবদের সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ করে দেশে ফেরত আসার প্রত্যাশা করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী এনামুল হাসান এনডিসি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. ফরিদুল হক খান এমপি।

৪. **হজ ফ্লাইট:** হজযাত্রী পরিবহনে এ বছর ৩২৫টি ফ্লাইট পরিচালিত হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ১৫৯টি, সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স লি: ১১৩টি এবং ফ্লাইনাস এয়ারলাইন্স ৫৩টি ফ্লাইটে হজযাত্রী পরিবহন করেছে।

৫. **রুট-টু-মক্কা ইনিশিয়েটিভ (Route to Makkah Initiative-**RTM**):** এই কর্মসূচির আওতায় হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা হয়ে সৌদি আরব গমনেচ্ছু হজযাত্রীদের Pre-Arrival Immigration ঢাকায় সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমে সৌদি আরবের একটি টিম কাজ করছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে পরিচালিত সকল ফ্লাইটকে শতভাগ রুট টু মক্কা ইনিশিয়েটিভ এর আওতায় আনা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় সৌদি আরব অংশের ইমিগ্রেশন জেদ্দা ও মদিনার পরিবর্তে ঢাকায় সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও হজযাত্রীদের লাগেজ সরাসরি হজযাত্রীর মক্কাস্থ হোটেলে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছে। এ কার্যক্রমের ফলে সৌদি আরবের জেদ্দায় বাংলাদেশী হজযাত্রীদের বিমান বন্দরে পৌঁছে ৭-৮ ঘন্টা অপেক্ষার সময় ও কষ্ট লাঘব হয়েছে।

৬. **হজ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ অংশে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ:**

(১) হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধন সম্পাদন

(২) রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক হজচুক্তি সম্পাদন

(৩) হজ প্যাকেজ ঘোষণা

(৪) হজযাত্রী নিবন্ধন

(৫) হজ গাইড নিয়োগ

(৬) সৌদি আরবে সৌদি অংশের ব্যয়ের অর্থ প্রেরণ

(৭) হজ ফ্লাইট সিডিউল চূড়ান্তকরণ

(৮) হজযাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ভ্যাকসিন প্রদান ও কোভিড ভ্যাকসিনের সার্টিফিকেটের আন্ত:সংযোগ স্থাপন
(৯) ভিসা প্রক্রিয়াকরণ
(১০) বিমানের টিকিট সংগ্রহ
(১১) হজ কার্যক্রম উদ্বোধন
(১২) ঢাকায় প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশন সম্পন্নকরণ
(১৩) সিডিউল হজ ফ্লাইট পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান।

৭. হজযাত্রী প্রেরণের তথ্য:

(ক) সরকারি মাধ্যমের হজযাত্রী ১০,৩৬০ জন
(খ) বেসরকারি মাধ্যমের হজযাত্রী ১,১২,১৯৮ জন।
(গ) মোট হজযাত্রী সংখ্যা ১,২২,৫৫৮ জন।
(ঘ) ২০২৩ সনে হজ কার্যক্রম পরিচালনাকারী হজ এজেন্সির সংখ্যা ৬০৩ টি।

৮. সৌদি আরব পর্বের প্রস্তুতি কার্যক্রম:

(১) সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর জন্য মোট ১৬টি বাড়ি/হোটেল ভাড়াকরণ
(২) হজযাত্রীদের সেবা প্রদানের জন্য হজকর্মী নিয়োগ করা
(৩) মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য বাড়ি ভাড়াকরণ
(৪) মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র স্থাপন
(৫) মিনা, আরাফা ও মুজদালিফায় যাতায়াত, আবাসন/তাঁবু ও খাবারের ব্যবস্থা গ্রহণ
(৬) উন্নতমানের বাস ভাড়াকরণ

৯. সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ:

(১) হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ প্রণয়ন
(২) হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২২ প্রণয়ন
(৩) আশকোনা হজক্যাম্প হজযাত্রীদের জন্য উপযোগীকরণ
(৪) ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সংগ্রহ ও সৌদি আরবে প্রেরণ
(৫) ২০২৩ সালের হজ প্যাকেজ ঘোষণা
(৬) ফ্লাইট সিডিউল নির্ধারণ
(৭) মৌসুমী সহকারি হজ অফিসার নিয়োগ ও সৌদি আরবে প্রেরণ
(৮) হজ সংক্রান্ত বিভিন্ন দল গঠন ও সৌদি আরবে প্রেরণ
(৯) হজ অফিসে সেবাদানকারী সংস্থাসমূহের অস্থায়ী অফিস স্থাপন

১০. বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি:

(১) সোনালী ব্যাংক এর সাথে এপিএ এর মাধ্যমে চালান ভেরিফিকেশনের লক্ষ্যে আন্তসংযোগ স্থাপন
(২) নির্বাচন কমিশন (NID) সার্ভারের সাথে আন্তসংযোগ স্থাপন
(৩) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এর সার্ভারের সাথে আন্তসংযোগ স্থাপন
(৪) রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সার্ভারের সাথে আন্তসংযোগ স্থাপন
(৫) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ (সুরক্ষা এ্যাপস) এর সাথে আন্তসংযোগ স্থাপন
(৬) আইটি প্রতিষ্ঠান বিজনেস অটোমেশন লিমিটেড এর সাথে চুক্তি সম্পাদন।

১১. হজ অফিস, ঢাকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন: হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকা এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য হজ ক্যাম্পের সাত তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ প্রায় সম্পন্ন হওয়ার পথে। আধুনিক মানের ৫০০ আসন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন হল রুম নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। হজযাত্রীদের অবস্থানের জন্য ডরমেটরিগুলোতে এসির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং মশার উপদ্রব থেকে হজযাত্রীদের নিরাপদ রাখার জন্য প্রতিটি ডরমেটরিতে উন্নতমানের মশকিটো কেচার সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া হজযাত্রী পরিবহণের লক্ষ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি:, সাউদিয়া এয়ারলাইন্স লি: এবং ফ্লাইনাস এয়ারলাইন্সের ইমিগ্রেশন কাউন্টারের মান ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১২. হজ ব্যবস্থাপনায় ২০২৩ সনের কার্যক্রমসমূহ:

(১) বছরব্যাপী সার্বক্ষণিক প্রি-রেজিস্ট্রেশন সেবা চালু

(২) আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর জন্য বাড়ি ভাড়া সম্পন্নকরণ

(৩) রুট টু মক্কা কর্মসূচির অধীনে ডেডিকেটেড ফ্লাইটের হজযাত্রীদের সৌদি ইমিগ্রেশন ঢাকায় সম্পন্নকরণ

(৪) ডেডিকেটেড ফ্লাইটের হজযাত্রীদের লাগেজ সরাসরি তাঁদের হোটেলে পৌঁছানো

(৫)হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটির সভায় হজ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়

(৬) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে পবিত্র হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভায় হজ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান

(৭) এয়ারলাইন্সের টিকেট বিক্রয় মনিটরিং ব্যবস্থাপনা চালু করা

(৮) এসএমএসের মাধ্যমে হজযাত্রীদের সকল তথ্য অবহিত করা

(৯) হজ ভিসার জন্য সৌদি আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর পাসপোর্ট ও IBAN এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ এবং ভিসা ইস্যু কার্যক্রম মনিটরিং

(১০) প্রতিদিন হজ ফ্লাইট ডিপারচার ও এরাইভাল মনিটরিং এবং ইমিগ্রেশন তথ্য অনলাইনে আপলোড করা

(১১) হজযাত্রীর ভিসার জন্য এজেন্সির IBAN এ টাকা প্রেরণের তথ্য মনিটরিং

(১২) প্রতিটি জেলায় হজযাত্রী প্রশিক্ষণের জন্য ToT তৈরি। ToT এর সদস্যদের প্রশিক্ষণ এবং তাদের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে সকল হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

(১৩) হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণের জন্য Audiovisual মডিউল তৈরি

(১৪) দায়েরকৃত অভিযোগ নিষ্পত্তি করে অভিযুক্ত এজেন্সির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৩. হজ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন অংশীজন :

১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩। বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
৪। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, পুলিশের ভেরিফিকেশন ও ইমিগ্রেশন শাখা)
৫। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৬। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ দূতাবাস, সৌদি আরব
৭। নির্বাচন কমিশন (জাতীয় পরিচয়পত্র তথ্যভান্ডার)
৮। বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকসমূহ
৯। রাজকীয় সৌদি দূতাবাস
১০। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
১১। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
১২। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
১৩। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
১৪। এটুআই (ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার)
১৫। সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ
১৬। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও সৌদি এরাবিয়ান এয়ারলাইন্স
১৭। ইসলামিক ফাউন্ডেশন
১৮। হাব ও আটাব
১৯। বৈধ হজ এজেন্সি
২০। গণমাধ্যম

১৪. হজ ব্যবস্থাপনায় অংশীজনের সহযোগিতা:

(১) হজযাত্রীদের যথাযথ সেবা নিশ্চিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সার্বক্ষণিক দিক নির্দেশনা প্রদান
(২) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান
(৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান
(৪) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বেবিচক ও বিমান বাংলাদেশ এয়ালাইন্স এর সহযোগিতা
(৫) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সামরিক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর সহযোগিতা
(৬) জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, আইসিটি বিভাগ, পাসপোর্ট অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ ও বিশেষ বাহিনীসমূহের সহযোগিতা
(৭) বিভিন্ন সংস্থার সাথে মন্ত্রণালয়ের টেকসই আন্তসংযোগ স্থাপনের কারণে যে কোন প্রকারের যোগাযোগ ও তথ্য আদান প্রদানের ফলে Time, Cost and Visit হ্রাস পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে অতি অল্প সময়ে সামগ্রিক হজ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে।
(৮) হজ ব্যবস্থাপনায় সকল অংশীজনের সহযোগিতা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভবিষ্যৎ হজ ব্যবস্থাপনা আরো ব্যাপক বিস্তৃতি ও সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।
(৯)সম্মানিত হজযাত্রীদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধি পেয়েছে
(১০) ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ সকল দপ্তর/সংস্থার সহযোগিতায় হজ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

১৫. হজ ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা:

(১) আশকোনা হজ অফিস, ঢাকা এবং জেদ্দা হজ অফিসের জনবলের অপ্রতুলতা
(২) বেসরকারি এজেন্সির হাজী সংগ্রহে অসম ও অস্বচ্ছ প্রতিযোগিতা এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম
(৩) কতিপয় বেসরকারি এজেন্সির অধিক মুনাফা অর্জনের প্রবণতা
(৪) হজ অনুবিভাগে জনবল স্বল্পতা।
(৫) হজযাত্রীদের সচেতনতার অভাব
(৬) হজযাত্রীদের সাথে লিখিত সেবা চুক্তি সম্পাদনে এজেন্সির অনিহা

১৬. হজ ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধকতা:

টিকেটিং সিন্ডিকেটের তৎপরতা অতীতের তুলনায় কম হলেও বর্তমানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। উক্ত সিন্ডিকেটের কারণে নির্দিষ্ট কিছু তারিখে টিকেট প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে; যা সমাধানে মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

১৭. **হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২:** প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ ও ওমরাহ এজেন্সিসমূহের এ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম স্বচ্ছ, জবাবদিহি এবং কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনায়নের লক্ষ্যে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন-২০২১ প্রকাশ করা হয়; তারই ধারাবাহিকতায় ০৪.০৭.২০২২ খ্রি. তারিখে গেজেট আকারে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২ প্রকাশ করা হয়।

১৮. হজ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে www.hajj.gov.bd ওয়েবসাইটটি হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এর ফলে অতীতের

যে কোন সময়ের তুলনায় হজ ব্যবস্থাপনা সাফল্যের মাপকাঠিতে শীর্ষে উন্নীত হয়েছে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে সার্বিক হজ ব্যবস্থাপনায় যাবতীয় কার্যাবলী অত্যন্ত স্বচ্ছতা ও অতি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে হজযাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ প্রতিদিন তথ্য প্রযুক্তির সুফল ভোগ করছেন। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক সকল হজযাত্রীর তথ্য ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করে অনলাইনে ভিসা লজমেন্ট ও হজের আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী সৌদি দূতাবাস ও মোয়াচ্ছাছা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত আইটি প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে BOT (Build Operate & Transfer) পদ্ধতিতে হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হচ্ছে।

- হজযাত্রী ও হজ সংক্রান্ত সকল প্রকার সেবা নিশ্চিত করার জন্য ঢাকা হজ অফিস, সৌদি আরবের মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় আই.টি. হেল্পডেস্ক স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদান।
- ঢাকা হজ ক্যাম্পে ডাটাবেইজ ও ইন্টারনেট সার্ভারসহ স্ক্যানার, প্রিন্টার ও হাইস্পিড ইন্টারনেট ব্যান্ড উইথ ওয়েব-বেইজড হজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার তৈরি ও ব্যবহার।
- অনলাইনে হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন এবং নিবন্ধন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্যের ডাটাবেইজ তৈরি এবং সংরক্ষণ।
- অনলাইনে সৌদি দূতাবাসের ভিসা লজমেন্ট সফটওয়্যার,বারকোড ট্র্যাকিং আইডি এবং এম্বারকেশন কার্ড ও প্রিন্টিং সফটওয়্যার ইত্যাদি তৈরি ও ব্যবহার।
- হজ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও পরিচালনার জন্য হজ এজেন্সিসমূহকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া দ্রুত করতে পুলিশের ব্যবহার উপযোগী বারকোড স্টিকার প্রস্তুত ও হজযাত্রীদের ছবিসহ ডাটাবেইজ সরবরাহ।
- সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমের সকল হজযাত্রী ও তাঁদের স্বজনদেরকে বিমান যাত্রার তারিখ সম্পার্কিত তথ্য, মোয়াল্লেম নম্বর, সংশ্লিষ্ট এজেন্সির সৌদি আরবে আবাসনের তথ্য প্রদান ও তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
- সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত সহজতর করতে হজযাত্রীদের আবাসন চিহ্ন সম্বলিত মক্কা, মদিনা ও মিনার ম্যাপ প্রস্তুতপূর্বক হাজীদের মধ্যে সরবরাহ।
- মক্কা এবং মিনায় আইটি হেল্পডেস্ক থেকে হজযাত্রীদের চাহিদা মোতাবেক ম্যাপ বিতরণসহ সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান।
- হজ অফিসের চাহিদা মোতাবেক স্থির ও ভিডিও চিত্র ধারণ ও প্রচার।
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ অফিসের চাহিদা মোতাবেক MIS (Management Information System) রিপোর্ট তৈরি এবং হজযাত্রীদের মৃত্যু সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
- এসএমএস ব্রডকাস্টিং এবং পুশপুল সার্ভিসের মাধ্যমে হজযাত্রী এবং তাঁদের আত্নীয় স্বজনদের হজ সংক্রান্ত তথ্য জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- IVR (Interactive Voice Response) সিস্টেমের মাধ্যমে হজযাত্রী এবং তাঁদের আত্নীয় স্বজনদের হজ সংক্রান্ত তথ্য সেবা প্রদান।
- ঢাকা ও জেদ্দা বিমানবন্দরের হাজীদের আগমন ও প্রত্যাগমনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
- ডাটাবেইজ মার্জ ও ফটোসার্চ পদ্ধতি ব্যবহার করে ছবিসহ হজযাত্রী, মোয়াল্লেম, এজেন্সি/আবাসন সংক্রান্ত তথ্য কন্ট্রোল রুমের সহায়তায় হজযাত্রীকে সরবরাহ।
- আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ যে কোন হজযাত্রীর সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে সার্বক্ষণিক তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম।
- বছরব্যাপী হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধন করার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সিস্টেমসহ অবকাঠামো বিনির্মাণ ও পরিচালনা করা। হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে জেলা

প্রশাসকের কার্যালয়, ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যালয় ও হজ অফিস, ঢাকায় সম্পন্ন করা যায়।

- প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম বছরব্যাপী চলমান থাকায় হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী প্রাক-নিবন্ধন করতে পারেন এবং প্রাক-নিবন্ধনের পরে প্রথম বছরে হজে গমন না করলে পরবর্তী বছরে হজে গমনের জন্য অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হন।

১৯. <u>সেবার মান-উন্নয়নে কার্যক্রম:</u> যথাযথভাবে পরীক্ষাপূর্বক পুরণকৃত তথ্য অনুমোদন দেয়া এবং নিয়মিত হালনাগাদকরণ

সেবা সহজকিরণের তালিকা-		
ক্রম	সেবার নাম	সহজিকরণের বিবরণ
১.	হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন	হজে গমনের প্রথম পদক্ষেপ হল প্রাক-নিবন্ধন। হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন সেবা (এনআইডি তথ্য) প্রদানে নির্বাচন কমিশনের সাথে আন্তঃসংযোগ (Integration) এর মাধ্যমে হজের প্রাক-নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয়। https://prp.pilgrimdb.org/
২.	হজযাত্রীদের নিবন্ধন	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক হজ প্যাকেজ ঘোষণার পরে ঐ বছরের হজে যাবার নির্ধারিত ক্রমিক/সিরিয়ালের মধ্যে থাকলে প্যাকেজ অনুযায়ী ব্যাংকে টাকা জমা প্রদান এবং পাসপোর্টের তথ্য দিয়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হয়। হজযাত্রী ব্যাংক থেকে নিবন্ধন সনদ সংগ্রহ করেন এবং মোবাইলে নিবন্ধিত হবার একটি SMS পান। https://prp.pilgrimdb.org/
৩.	হজ গাইড মোবাইল App (Android এবং iOS)	মোবাইল অ্যাপসটি থেকে ম্যানেজমেন্ট ইউজার বিভিন্ন তথ্য যেমন প্রাক্-নিবন্ধন, নিবন্ধন, ফ্লাইটের তথ্য, ভিসার তথ্য ইত্যাদি হালনাগাদ সারসংক্ষেপ তথ্য দেখতে পারেন। অ্যাপসটি Google Play Store এবং App Store থেকে ডাউনলোড করা যাবে। https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bat.pilgrimguide&hl=en&gl=US
৪.	তথ্য সেবায় হজ বিষয়ক কল সেন্টার ও হেল্প ডেস্ক	হজ বিষয়ক কল সেন্টার 09602666707 হজ বিষয়ক তথ্যাদি প্রদান করে থাকেন। এছাড়াও হজ অফিস ঢাকা (আশকোনা) তে হজ সংক্রান্ত হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত হেল্প ডেস্কে হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, ফ্লাইটের তথ্য থেকে শুরু করে হজ বিষয়ক যে কোন তথ্যাদি প্রদান করা হয়। হজ বিষয়ক কল সেন্টার চালুর ফলে দেশের লক্ষাধিক হাজযাত্রী ছাড়াও দেশে-বিদেশের যে কেউ হজ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যের সর্বশেষ তথ্যাদি পাচ্ছেন।
৫.	হজযাত্রীদের ক্ষুদেবার্তা (SMS) প্রেরণ হজযাত্রীদের SMS প্রদান	প্রতি বছর হজ মৌসুমে প্রত্যেক হজযাত্রীকে হজপূর্ব SMS প্রেরণ করে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, পিআইডি, প্রশিক্ষণ, টিকা, ফ্লাইট, ভিসা সংক্রান্ত অবগতি ও করণীয় বিষয়সমূহ তাদেরকে অবহিত করা হয়।
৬.	তথ্য সেবায় হজ বিষয়ক হেল্পডেস্ক সেবা (সৌদি আরব)	হজ মৌসুমে বাংলাদেশ হজ মিশন মক্কা ও মদিনায় হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়। উক্ত হেল্প ডেস্কে হজযাত্রীদের হারানো হাজি, হারানো লাগেজ, ফ্লাইট, পরিবহন সংক্রান্ত তথ্য এবং হজ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যাদি প্রদান করা হয়। এছড়াও মিনাতে তথ্য সেবায় হজ বিষয়ক হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়।
৭.	কিওস্ক মেশিনের মাধ্যমে সরকারি হজযাত্রীদের রিপোটিং সেবা	সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীগন হজ ফ্লাইটের কয়েকদিন পূর্বে হজ অফিস ঢাকায় কিওস্ক মেশিনের মাধ্যমে রিপোর্ট করেন এবং যাবতীয় দিকনির্দেশনা গ্রহন করেন। এর ফলে যে সকল হজযাত্রীগন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিপোর্ট করল না তাদের অতি দ্রুত অনুসন্ধান করা সহজ হয়

		এবং রিপোর্টিং করার জন্য অবহিত করা হয়।
৮.	হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য সেবায় ইলেক্ট্রনিক হেলথ প্রোফাইল	হজযাত্রীরা তাদের মেডিকেল প্রোফাইল এর তথ্য ফরম অনলাইন থেকে ডাউনলোড করতে পারেন। হজযাত্রী প্রিন্টকৃত হেলথ প্রোফাইল প্রিন্ট করে অনুমোদিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসবেন। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ইউজার (ডাক্তার/ নার্স/ স্বাস্থ কর্মী) সিস্টেমে প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে স্বাস্থের রিপোর্ট যাচাই করে তা এন্ট্রি করেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ইউজার ফরমের তথ্য নিশ্চিত করার পরই হজযাত্রীদের ইলেক্ট্রনিক হেলথ প্রোফাইল এর ডিজিটাল প্রত্যয়নপত্র তৈরি হয় এবং প্রিন্ট করা যায়। https://prp.pilgrimdb.org/web/pilgrim-search?q=N (N =হজযাত্রীর ট্র্যাকিং নম্বর)
৯.	সৌদি আরবে অসুস্থ হজযাত্রীদের চিকিৎসা সেবায় Kiosk মেশিনের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় চিকিৎসা প্রদান	হজ মৌসুমে বাংলাদেশ হজ মিশন মক্কা ও মদিনায় একজন হজযাত্রী Kiosk মেশিনে পিআইডি প্রদানের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক হেলথ প্রোফাইল সম্বলিত স্বয়ংক্রিয় চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র প্রিন্ট হচ্ছে।
১০.	হজযাত্রীদের চিকিৎসা সেবায় কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	লক্ষাধিক হজযাত্রীর চিকিৎসা সেবা সুশৃঙ্খল ও দ্রুত করার লক্ষ্যে কিউ সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ফলে সম্মানিত হজযাত্রীদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হয় না। যা হজযাত্রীদের বিশেষ করে বয়স্ক হাজিদের মেডিকেল সেবা দ্রুত দেয়া সম্ভব হচ্ছে।
১১.	হজযাত্রীদের অনুকূলে Details Information Letter প্রদান	সরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীদের অনুকূলে Details Information Letter সরাসরি হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম হতে প্রিন্ট করে প্রেরণ/প্রদান করা হয়ে থাকে।
১২.	প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশন	২০১৯ সালে সর্বপ্রথম Route to Makkah এর আওতায় সৌদি আরবের পরিবর্তে বাংলাদেশে প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করা হয়। যার মাধ্যমে বাংলাদেশী হজযাত্রীদের পূর্বে যেখানে ৭-৮ ঘণ্টা জেদ্দা বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশনের জন্য অপেক্ষা করতে হতো, সেখানে উল্লিখিত সিস্টেমের কারণে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সৌদি পর্বের ইমিগ্রেশন দেশে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এ সেবা ভবিষ্যতেও চালু রাখা হবে।
১৩.	হজযাত্রীদের আবাসন, ফ্লাইট ও ভিসা এবং গাইডের তথ্য	হজ বিষয়ক পোর্টাল (www.hajj.gov.bd) থেকে একজন হজযাত্রী ট্রাকিং নম্বর প্রদানের মাধ্যমে আবাসন, ফ্লাইট ও ভিসা এবং গাইড সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য অনুসন্ধান করতে পারেন।
১৪.	হজযাত্রীদের GPS ট্রাকিং এর মাধ্যমে তাবু খুঁজে বের করা	হজ গাইড মোবাইল App এ প্রতিবছর মিনা, আরাফার তাবুর হালনাগাদ তথ্য প্রদান করা হয়। এর ফলে একজন হজযাত্রী খুব সহজেই তার কাংক্ষিত তাবু GPS ট্রাকিং এর মাধ্যমে খুঁজে বের করতে পারেন।
১৫.	হারনো হজযাত্রী ও হজযাত্রীদের হারনো লাগেজ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম	বাংলাদেশ হজ মিশন মক্কা ও মদিনায় হেল্প ডেস্ক হজ মৌসুমে হজযাত্রী হারিয়ে গেলে তার তথ্য অনুসন্ধান করেন এবং হজযাত্রীকে কাংক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে দিতে সহায়তা করেন। একইভাবে হারনো লাগেজ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করা হয়।
১৬.	হজযাত্রীদের প্রাক্-নিবন্ধন রিফান্ড সংক্রান্ত অনলাইন সেবা	সরকারি মাধ্যমে একজন প্রাক্-নিবন্ধিত হজযাত্রী অনলাইনে তাঁর প্রাক্-নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করতে পারছেন এবং ব্যাংক কর্তৃক যাচাই পূর্বক Disbursement সম্পন্ন করে BEFTN এর মাধ্যমে হজযাত্রীর ব্যাংক হিসেবে অর্থ স্থানান্তর করা হচ্ছে। https://hajj.gov.bd/bn/application-of-govt-pilgrim-pre-registration-refund/

১৭.	হজ এজেন্সির ই-প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	হজ এজেন্সির ই-প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর মাধ্যমে সকল এজেন্সির যাবতীয় তথ্য হালনাগাদ থাকবে পাশাপাশি এজেন্সির বিগত বছরের বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশিত থাকবে।
১৮.	সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের অনলাইনে প্রাক-নিবন্ধন আবেদন	সরকারি মাধ্যমে হজযাত্রীগন অনলাইনে প্রাক-নিবন্ধন আবেদন আবেদন করতে পারবেন। https://prp.pilgrimdb.org/pilgrim-reg-request/create
১৯.	হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন সেবা (এনআইডি তথ্য) প্রদানে নির্বাচন কমিশনের সাথে আন্তঃসংযোগ (Integration)	হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন সেবা (এনআইডি তথ্য) প্রদানে নির্বাচন কমিশনের সাথে আন্তঃসংযোগ (Integration) এর মাধ্যমে হজের প্রাক-নিবন্ধন সম্পন্ন করার মাধ্যমে হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন সেবা সহজ হয়েছে।
২০.	পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সাথে আন্তসংযোগ (Integration) স্থাপন	হজযাত্রীদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজতর করতে এবং ভিসা প্রক্রিয়ায় জটিলতা নিরসনে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সাথে আন্তসংযোগ (Integration) স্থাপন করা হয়েছে।
২১.	হজযাত্রীদের তথ্য সেবায় ডিসপ্লে মনিটর/ডিসপ্লে কিওস্ক	হজযাত্রীদের তথ্য সেবা ও হজ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে হজ অফিস, ঢাকায় ডিসপ্লে/মনিটর ডিসপ্লে কিওস্ক স্থাপন করা হয়েছে।
২২.	হজ নির্দেশিকা সংবলিত ভিডিও ডকুমেন্টারি (প্রশিক্ষণ মডিউল)	হজযাত্রীদের জন্য হজ নির্দেশিকা, করণীয় ও বর্জনীয় ইত্যাদি সংবলিত ভিডিও ডকুমেন্টারি (প্রশিক্ষণ মডিউল) চালু করার কারণে হজযাত্রীদের হজে গমনের পূর্বে এখন ঘরে বসেই প্রশিক্ষণ নিতে পারছেন। https://hajj.gov.bd/bn/hajj-training-2019/

২০০৯ - ২০২৩ সাল পর্যন্ত হজযাত্রীর তথ্য

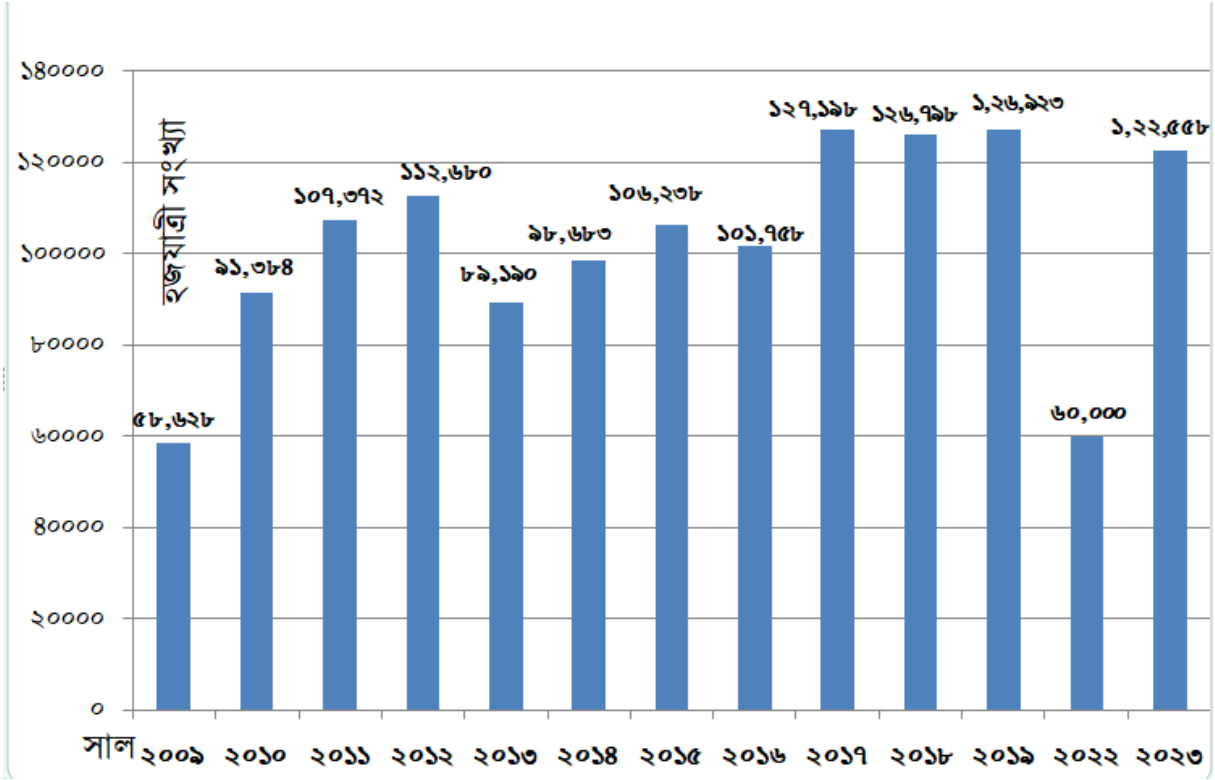

বিভাগ অনুযায়ী হজযাত্রী (২০২৩)

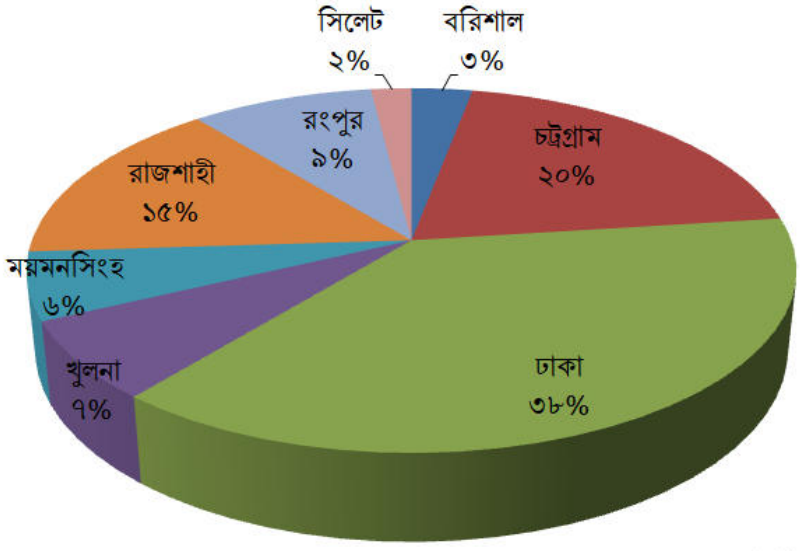

বয়সভিত্তিক হজযাত্রী(২০২৩)

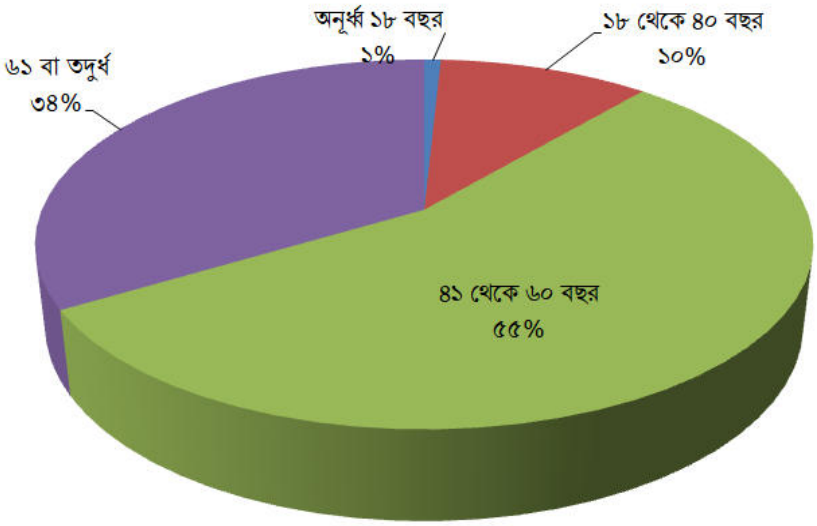

বছরভিত্তিক চিকিৎসা সেবা নেওয়ার হার

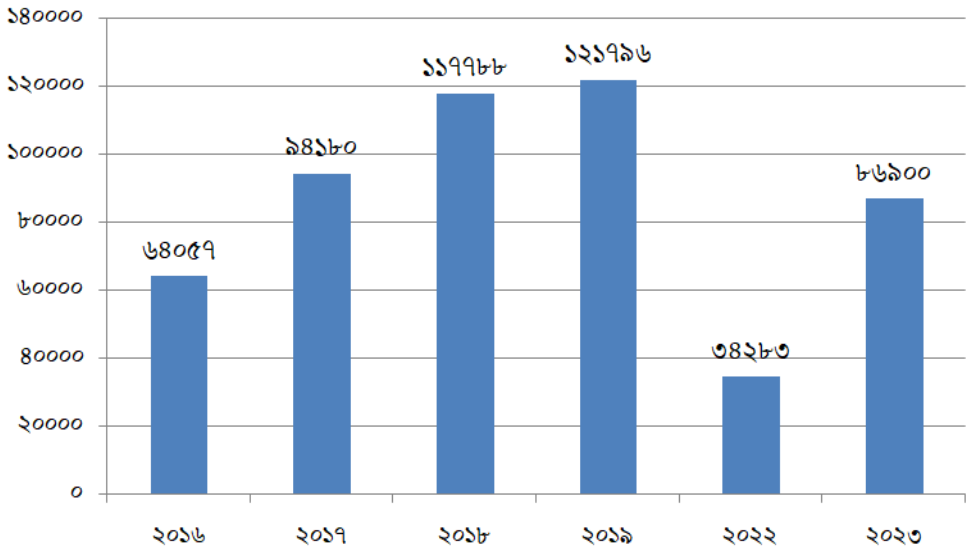

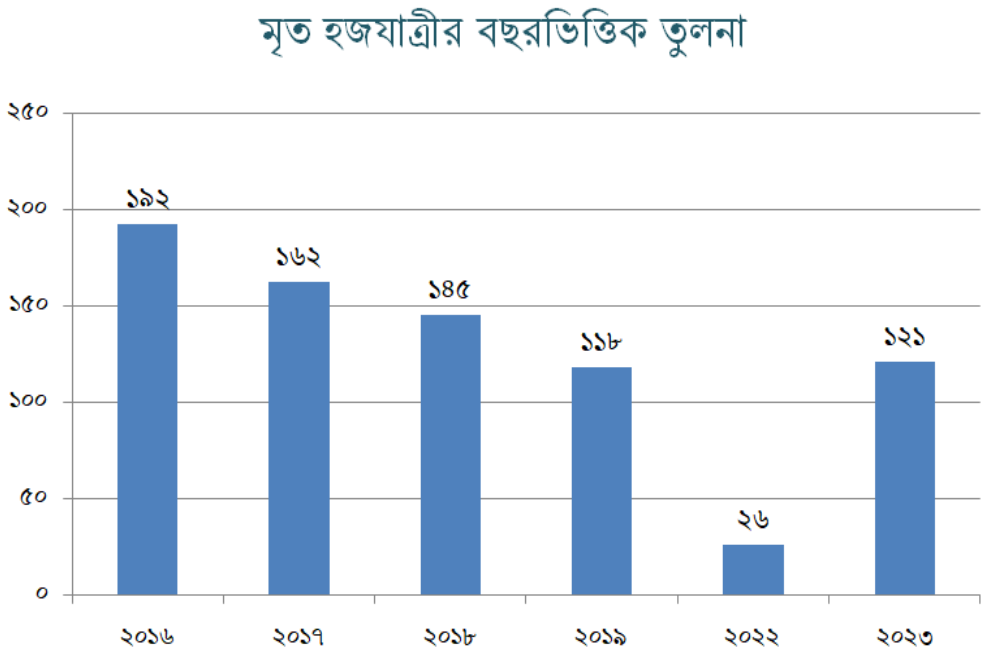

২১.<u>ভবিষ্যতে সেবার মান-উন্নয়নে কার্যক্রম</u> : যথাযথভাবে পরীক্ষাপূর্বক পুরণকৃত তথ্য অনুমোদন দেয়া এবং নিয়মিত হালনাগাদকরণ

সেবা সহজকিরণের তালিকা-		
ক্রম	সেবার নাম	সহজিকরণের বিবরণ
১.	সরকারি/বেসরকারি হজযাত্রীদের প্রি-রেজিস্ট্রেশন অর্থ অনলাইনে ফেরত প্রদান সংক্রান্ত;	সরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীদের অনলাইনে রিফান্ড প্রদান পদ্ধতির ন্যায় বেসরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীদের প্রি-রেজিষ্ট্রেশন রিফান্ড অনলাইনে পরিশোধের উদ্যোগ গ্রহণ। বেসরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীদের প্রি-রেজিষ্ট্রেশনের অর্থ অনলাইনে ফেরত প্রদান করলে এজেন্সি এবং হজে গমনেচ্ছুক ব্যক্তিগণ উপকৃত হবেন।
২.	প্রি-রেজিষ্ট্রেশন এর অর্থ জমা প্রদান পদ্ধতির বিষয়ে আলোচনা;	হজযাত্রীদের প্রি-রেজিষ্ট্রেশন এর অর্থ প্রচলিত পদ্ধতিতে অর্থ্যাৎ (ক) ব্যাংকে সরাসরি জমাদান (খ) ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে জমা প্রদান (গ) Mobile Financial Services (MFS) এর মাধ্যমে জমাদানের পদ্ধতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ। এতে করে হজে গমনেচ্ছুক ব্যক্তিগণ উপকৃত হবেন।

হজ কার্যক্রম ২০২3 এর কিছু স্থির চিত্র

২০২৩ সনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় সৌদি সরকারের মধ্যে সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক হজ চুক্তি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় আশকোনা হজ অফিসে 'হজ কার্যক্রম-২০২৩' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মোনাজাতে অংশ নেন (শুক্রবার, ১৯ মে ২০২৩)।-পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় আশকোনা হজ অফিসে 'হজ কার্যক্রম-২০২৩' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মোনাজাতে অংশ নেন (শুক্রবার, ১৯ মে ২০২৩)।-পিআইডি

হজ ফ্লাইট ২০২3 এর শুভ উদ্বোধন

রুট টু মক্কা ইনিশিয়েটিভ এর কার্যক্রম

ইমিগ্রেশন কার্যক্রম

৬.২ ইগভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন-

৬.২.১ ২০২২/অর্থবছরে সেবা সহজিকরণ ২৩-ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত নতুন ধারণা: সেবার নামঃ প্রাকহজ-ই) নিবন্ধন সেবা সহজিকরণ- মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে হজের প্রাক(নিবন্ধন-

সেবাটি সহজিকরণের যৌক্তিকতা

- ই-হজ ব্যবস্থাপনা (উদ্ভাবনে রূপান্তর)-এর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে হজ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেবাকে হজযাত্রীদের দোরগোঁড়ায় এবং হাতের মুঠোয় পৌঁছে দিতে "ই-হজ মোবাইল অ্যাপ" চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যা হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্যভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন এর পাশাপাশি একটি ইন্টিগ্রেটেড প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে; যেমন প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, বিভিন্ন ধরনের আবেদন, রিফান্ড সেবা ইত্যাদি।
- ইনিবন্ধন সেবা যুক্ত করার উদ্যোগ -হজ মোবাইল অ্যাপ চালুকরনের প্রথম ফিচার হিসেবে হজযাত্রীদের প্রাক-গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে একজন হজযাত্রী সরকারি ব্যবস্থাপনার প্রাকনিবন্ধন সম্পন্ন করতে প-ারবেন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার অনুমোদিত হজ এজেন্সির বিভিন্ন তথ্য দেখতে পারবেন।
- ব্যবহারকারী বান্ধব এই অ্যাপ্লিকেশনে ইহজ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ফিচার পর্যায়ক্রমে যুক্ত করা হবে-, ফলে হজ সেবা হাতের মুঠোয় চলে আসবে যা উদ্ভাবনে রূপান্তরে সরকারের সাফল্যকে আরো নিগূঢ় করবে।

পূর্বের পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ

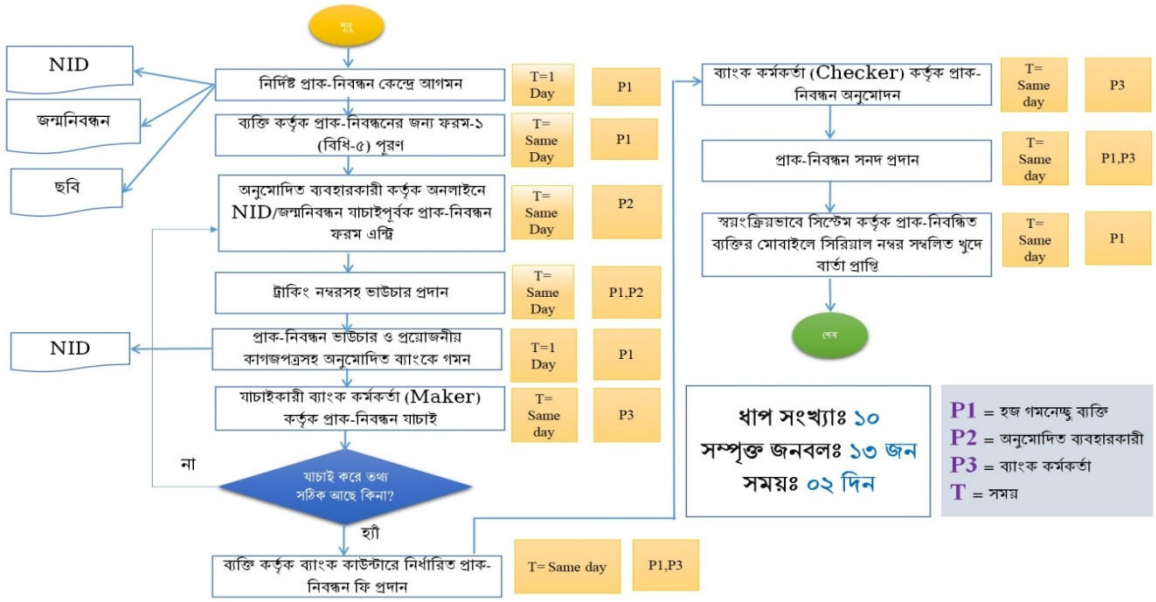

সমস্যা ও সমাধান (ক্যাটাগরিভিত্তিক):

ক্রম	ক্ষেত্র	সমস্যার বর্ণনা	সমাধান
১.	আবেদনপত্র	-	-
২.	আবেদন দাখিল/গ্রহণ	আবেদন করার ক্ষেত্রে হজযাত্রীদের প্রাকনিবন্ধন-সেন্টারে গমন করতে হয় ফলে তাদের সময়, ভিজিট এবং খরচ বেশি লাগছে।	মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে ঘরে বসেই হজের প্রাকনিবন্ধন- সকল কাজ সম্পন্ন করা। এতে TCVQ বাস্তবায়ন হবে।
৩.	আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিলীয় কাগজপত্রের সংখ্যা বিশ্লেষণ (নাগরিক ও দাপ্তরিক)	জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্মনিবন্ধন ও ছবি (১৮ বছরের নিচে), ভাউচার	দাখিলীয় কাগজপত্রের প্রয়োজন হবে না যেহেতু মোবাইল অ্যাপস এর সঙ্গে জাতীয় পরিচয়পত্র সার্ভার এর আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে তথ্য সক্রিয়ভাবে চলে আসবে। তবে ১৮ বছরের নিচে হলে জন্মনিবন্ধন ও ছবি প্রয়োজন হবে।

৪.	সেবার ধাপ	১০টি	০৪টি
৫.	সম্পৃক্ত জনবল স্বাক্ষরকারী/ অনুমোদনকারী	১৩ জন	০৫ জন
৬.	সেবা সহজিকরণের ঝুকি	সিস্টেমের নিরাপত্তা, ইন্টারনেট স্পিড, কারিগরি ত্রুটি ইত্যাদি।	সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। যথাসম্ভব কম গতি সম্পন্ন ইন্টারনেট স্পিডেও যাতে অ্যাপসটি পরিচালিত হতে পারে, কারিগরি ত্রুটির ক্ষেত্রে ত্রুটির কারন অনুসন্ধান করে দ্রুত সমাধান।
৭.	মধ্যস্বত্বভোগী	-	-
৮.	আইন/বিধি/ প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি	প্রজ্ঞাপন	প্রয়োজন অনুসারে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি
৯.	অবকাঠামো	-	-
১০.	রেকর্ড/তথ্য সংরক্ষণ	-	-
১১.	অন্যান্য	জনবল ও যাতায়াত প্রয়োজন হয়।	সেবা প্রদানে কোন জনবলের প্রয়োজন হবে না।

বাস্তবায়িত পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ

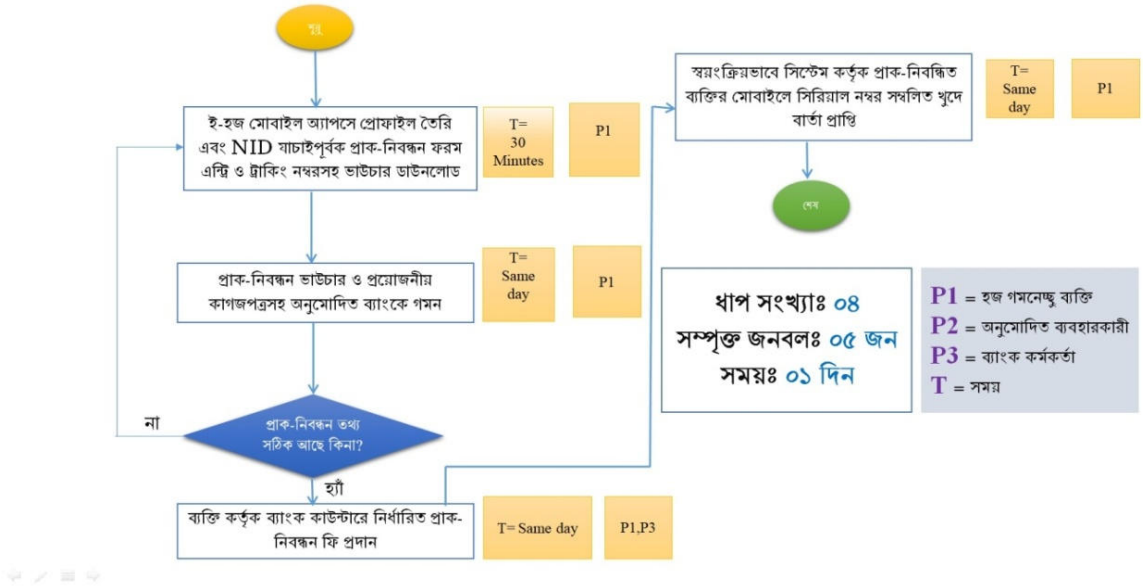

TCVQ (Time, Cost, Visit & Quality) অনুসারে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা

বিষয়	বিদ্যমান পদ্ধতি	বাস্তবায়িত পদ্ধতি
ধাপ (সংখ্যা)	১০টি	০৪টি
সময় (দিন/ঘন্টা)	০২ দিন	০১ দিন
খরচ (নাগরিক ও অফিসের)(টাকা)	যাতায়াত ৬০০ টাকা (প্রায়)	যাতায়াত ৩০০ টাকা (প্রায়)
যাতায়াত (সংখ্যা)	০২টি	০১টি
জনবল (জন)	১৩ জন	০৫ জন
দাখিলীয় কাগজপত্র	জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্মনিবন্ধন ও ছবি (১৮ বছরের নিচে), ভাউচার	জাতীয় পরিচয়পত্র সার্ভার এর আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে তথ্য সক্রিয়ভাবে চলে আসছে তাই ১৮ বছরের উপরে দাখিলীয় কাগজপত্র প্রয়োজন নেই। ১৮ বছরের নিচে জন্মনিবন্ধন ও ছবির স্ক্যান কপি আপলোডকরণ।
সেবার মান	নিকটস্থ প্রাক নিবন্ধন কেন্দ্র থেকে মানসম্মত সেবা গ্রহন।	ঘরে বসেই মোবাইল App এর মাধ্যমে মানসম্মত সেবা গ্রহণ।

মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার

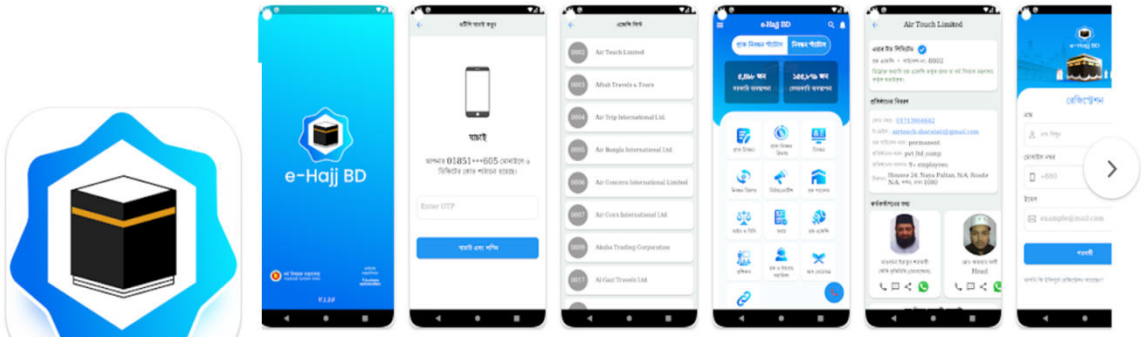

e-Hajj BD

About this app →

The eHaj Apps is to manage Bangladeshi pilgrims. Users will be able to input the information of lost pilgrim, lost luggage of HAJ pilgrim, Travel information and other information related to HAJ.

Since this is a new initiative, some content may be old or incomplete, however it will update automatically before the first haj flight. Please help us with your suggestions, all of our efforts are for your better haj management.

...

Updated on
Apr 27, 2023

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bat.hmis&hl=en&gl=US&pli=1

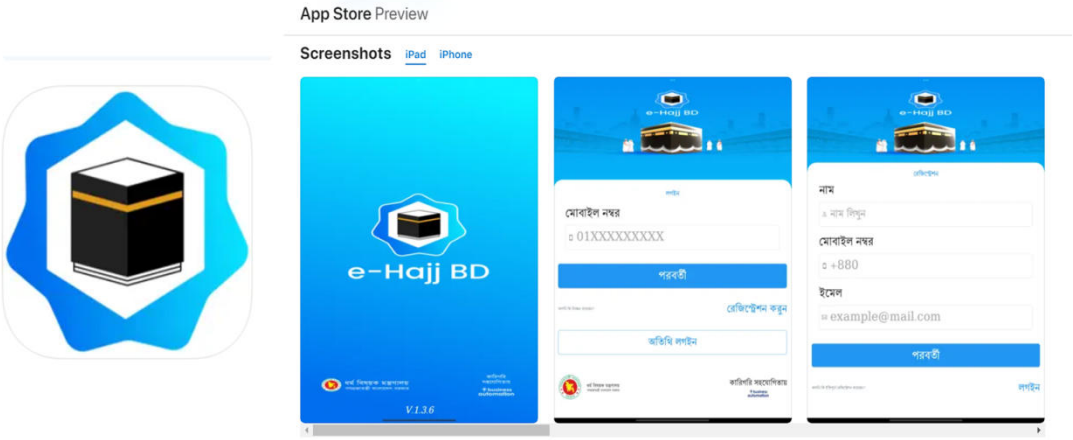

Download on the App Store

https://apps.apple.com/pk/app/ehaj/id1625546283

মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে প্রাকনিবন্ধন প্রক্রিয়া-

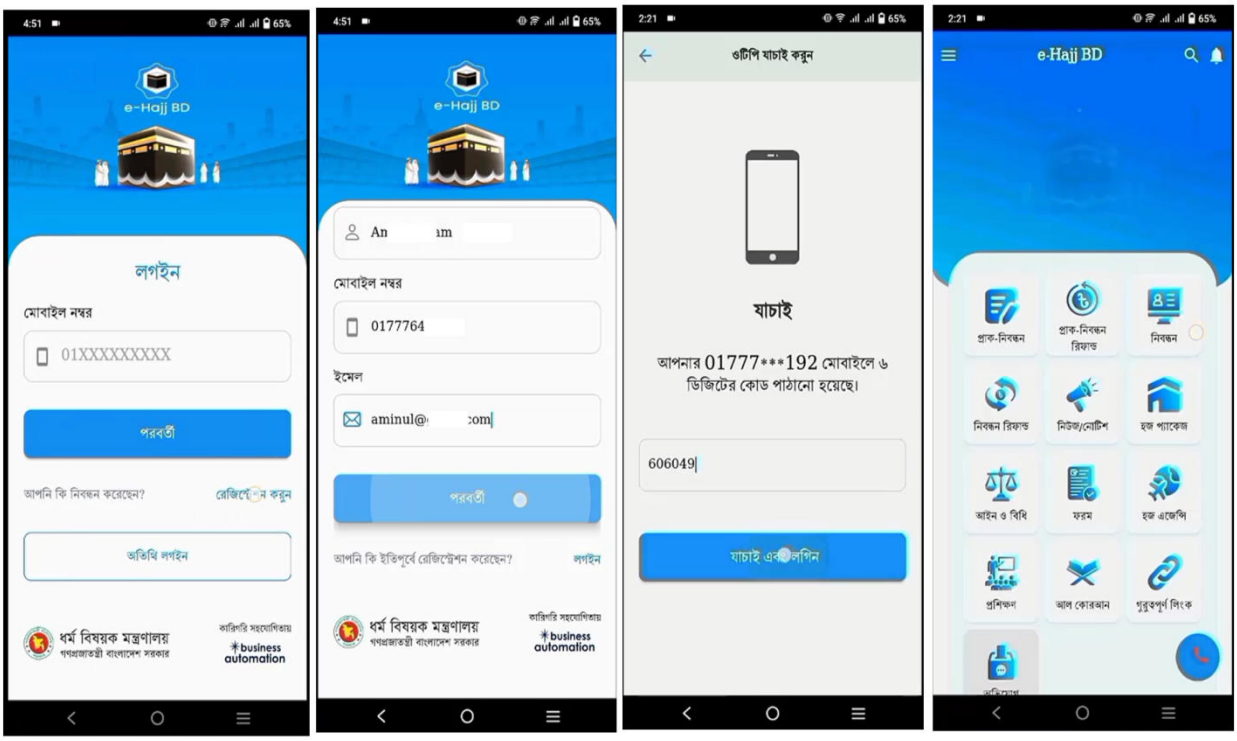

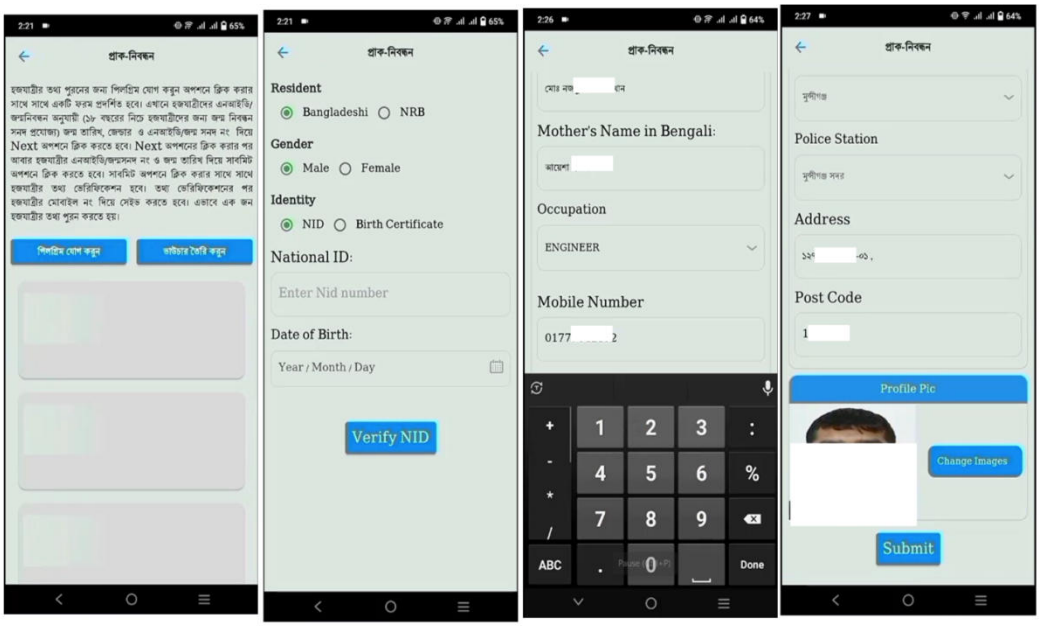

হজযাত্রীদের হাতের মুঠোয় হজ সেবা প্রাপ্তির ফলে হজযাত্রা সহজ ও সুন্দর হবে। e-Hajj BD মোবাইল অ্যাপটি ভবিষ্যতের স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট হজ ব্যবস্থাপনায় হজ সেবার সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আত্মঃপ্রকাশ করবে। যা হবে এক অনন্য মাইলফলক।

৬.২.২ ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ/সহজিকৃত/ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত:

২০২২ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা ও ২৩-ইগভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন- কর্মপরিকল্পনা আলোকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিতডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে। ডাটাবেজে/সহজিকৃত/ হজযাত্রীদের প্রাকএ্যারাইভাল -হজযাত্রীদের প্রি ,মোবাইল অ্যাপ ,কল সেন্টার ,হেলথ প্রোফাইল-ই ,নিবন্ধন ,নিবন্ধন-লেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে দুঃস্ই ,ইমিগ্রেশনথ ব্যক্তি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদানসহ বিগত অর্থবছরসমূহে বাস্তবায়িত ৩১টি আইডিয়াসেবাই বর্তমানে চালু রয়েছে। প্রতি অর্থবছরেই নতুন /সেবা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। সবগুলো আইডিয়া/ সেবাস/এবং নিয়মিত আইডিয়া ডিজিটাইজেশন করা হচ্ছে/আইডিয়া গ্রহণের পাশাপাশি সেবা সহজিকরণমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদ করা হচ্ছে।

৬.২.৩ নথির ব্যবহার-ই:

ডিজিটাল বাংলাদেশ ও আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে পেপারলেস অফিস বাস্তবায়নে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বদ্ধপরিকর। মন্ত্রণালয়ের সকল শাখানথি ব্যবহার ক-দাপ্তরিক কাজে ই নথি চালু রয়েছে এবং-দপ্তরে ই/অধিশাখা/রা হচ্ছে। ইনথি ব্যবহারের অগ্রগতি -কর্মচারীদের উপস্থিতে ই/নথির ব্যবহার বৃদ্ধিতে প্রতি পাক্ষিকে সকল শাখার কর্মকর্তা-নথি ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়ে থাকে। -সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা হয়ে থাকে। এছাড়া নিয়মিত ই নথি ব্যবহারের হার শ-ণালয়ে ইধর্ম বিষয়ক মন্ত্রতকরা ৮৫এরও অধিক %।

৬.২.৪ র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন৪:

৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অক্টোবর ২০২২ মাসে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় ৮টি বিষয়ক্ষেত্রের আলোকে গৃহিতব্য /ক্ষেত্র চিহ্নিত করে বর্ণিত বিষয়/ মধ্য ,(বছর ২-১) বিস্তারিত কার্যক্রম সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়া কর্মপরিকল্পনায় এসকল কার্যক্রমে স্বল্প মেয়াদি (বছর ৫-৩) মেয়াদিও দীর্ঘ মেয়াদি (বছরের অধিক ৫)লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় যথানিয়মে ও নির্ধারিত সময়ে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের অগ্রযাত্রায় সরকারের ভিশনের সাথে তাল মিলিয়ে যুগপোযোগী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

২০২২র্থ শিল্প৪ ণালয় কর্তৃকঅর্থবছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্র ২৩-বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক ০২টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালায় AI, Robotics, IoT, Big Data, Block Chain ,Metaverse ,Cyber Security সহ ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। এ কর্মশালাগুলোতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তরসংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেছেন।/

৬.২.৫ তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ:

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালানাগাদ ও তথ্য সমৃদ্ধ করা হয়ে থাকে। দেশের যেকোন নাগরিক যেকোন প্রান্ত থেকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য বাতায়নে)www.mora.gov.bd(প্রবেশ করে খুব সহজে প্রয়োজনীয় তথ্য দেখতেতথ্যসমূহ সুশৃঙ্খল ও সহজবোধ্যভাবে জানতে ও সংগ্রহ করতে পারেন। তথ্য বাতায়নে , সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অর্থছরের প্রতি ত্রৈমাসিকে তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়ে থাকে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল করা হয়ে থাকে।

৬.২.৬ ইগভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন- কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন:

২০২২ অর্থবছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৩-ইগভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন- কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে/ইগভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন- কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতি ত্রৈমাসিকে ১টি করে মোট ৪টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনার আলোকে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের ৮০ ব্যয় করা হয়েছে। %ইগভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন- কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। একইসাথেআওতাধীন দপ্ ,তর সংস্থার/ইগভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন- কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হয়েছে। পরবর্তীতে দপ্তরসংস্থার অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন / মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের কর্ম প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বককর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত ৪টি টিম দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গৃহিত ও বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন করেছে।

৬.৩ অনুদান বিষয়ক কার্যাবলি :

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির, ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ঈদগাহ ও কবরস্থান, হিন্দু শ্মশান, বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, খ্রিস্টান ধমীয় প্রতিষ্ঠান (গির্জা), খ্রিস্টান ধর্মীয় (সেমিট্রি) সংস্কার এবং দুস্থ মুসলিম ও দুস্থ হিন্দু পুনর্বাসন এর জন্য নিম্নরূপ অর্থ বরাদ্দ/বিতরণ করা হয়:

ক্রমিক	অনুদান	সংখ্যা	বরাদ্দকৃত টাকা
1.	মসজিদ ও মাদ্রাসা সংস্কার বাবদ	৩৯৭২টি	২৩,৯৭,৫০,০০০
2.	ঈদগাহ ময়দান ও কবরস্থান সংকার	৫৭৩টি	৩,৭৯,৫০,০০০
3.	হিন্দু ধর্মীয় মন্দির সংস্কার	৬৫১টি	২,০৮,৫৮,০০০
4.	হিন্দু ধর্মীয় শ্মশান সংস্কার	১১৩টি	৬২,৫০,০০০
5.	বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার	৭০ টি	৪৬,৬০,০০০
6.	বৌদ্ধ ধমীয় শ্মশান সংস্কার	১৮টি	১৪,৫০,০০০
7.	খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (গির্জা) সংস্কার	৫৫টি	২৫,১০,০০০
8.	খ্রিস্টান ধর্মীয় সেমিট্রি সংস্কার	০৬টি	২,৮০,০০০
9.	দুস্থ মুসলিম পুনর্বাসন	২২৮৩ জন	৩,৯৪,৮০,০০০
10.	দুস্থ হিন্দু পুনর্বাসন	৩৪৩ জন	৬২,৮৫,০০০

৬.৪ প্রশাসনিক কার্যাবলি :

৬.৪.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০22-23 অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর এবং চুক্তি অনুযায়ী ১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২2), ২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২2), ৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২3) ও ৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন, ২০২3) এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

৬.৪.২ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০22-23 অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর;

৬.৪.৩ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০22-23 অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং ১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২2), ২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২2), ৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২3) ও ৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন, ২০২3) এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ ;

৬.৪.৪ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০22-23 প্রণয়ন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং ১ম রাউন্ড (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২2), ২য় রাউন্ড (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২2), ৩য় রাউন্ড (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২3) ও ৪র্থ রাউন্ড (এপ্রিল-জুন, ২০২3) এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

৬.৪.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী প্রতি মাসের মাসিক কার্যাবলির প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

৬.৪.৬ অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ

বিভাগে প্রেরণ;

৬.৪.৭ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতে তৃতীয় শ্রেণির অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-১টি ও অফিস সহায়কের ২টি মোট ৩টি পদে জনবল নিয়োগের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ। বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব-এর উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক পদে প্রেষণে কর্মকর্তা নিয়োগের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

৬.৪.৪ হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ সংশোধনীর কার্যক্রম চলমান।

৬.৪.১০ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ই-নথি সিস্টেম কার্যক্রম, Electronic Mail (e-mail) and Internet Usage, Basic Computer and Office Application, Understanding Grievance Redress System (GRS) ,নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, Understanding of National Integrity Strategy (NIS) and Ethical Practices, Understanding Right to Information (RTI), প্রশাসনিক কর্মকান্ড, -প্রশাসনিক বিধি বিধান ও নিয়ম শৃঙ্খলা এবং Training on Public Procurement Act and Public Procurement Rules শীর্ষক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে;

৭। ২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

ই-হজ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তিত পরিস্থিতির নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয় ও আধুনিকায়ন, স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে মানসম্মত সেবা প্রদান, প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মডেল মসজিদ নির্মাণ, প্রাথমিক বিদ্যালয় (দারুল আরকাম) এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি জোরদারকরণ এবং সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধের নিমিত্ত উদ্বুদ্ধকরণ। একনজরে ২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপ:

- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ;
- বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা, শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা;
- সামাজিক সচেতনতা ও ধর্মীয় জ্ঞান প্রসারের লক্ষ্যে ২ লক্ষ ৯২ হাজার মানসম্মত ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ;
- ৮২ হাজার ধর্মীয় শিক্ষক, ইমাম ও মুয়াজ্জিন এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত, ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন এবং দুঃস্থ পুনর্বাসনে প্রায় ১৮ কোটি টাকা অনুদান প্রদান;

- ৫৬০ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মানের জন্য স্থান নির্বাচন ও নির্মাণ কাজের পরীবিক্ষণ;
- ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি;
- যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের মাধ্যমে যাকাত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং সে লক্ষ্যে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ আয়োজন ;
- ই-ফাইলিং (নথি) সিস্টেমের বাস্তবায়ন;
- সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনলাইন সেবা এবং সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে সেবাসমূহের তালিকা প্রণয়ন;
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিষয়ভিত্তিক ইনহাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- ওয়েবসাইট তথ্য সমৃদ্ধ ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ;
- হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮, যাকাত আইন, ২০১৮ এবং বৌদ্ধ পারিবারিক আইন, ২০১৮ সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তিকরণ।

৮। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের বিবরণ

উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত তথ্যাদি নিম্নরূপঃ-

ক্রম	প্রকাশিত তথ্যের শিরোনাম	বিস্তারিত
১।	মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত	মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি, ভিশন ও মিশন, অর্গ্রানোগ্রাম ও জনবল, সিটিজেন চার্টার, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, সাবেক মন্ত্রী ও সচিবগণের তালিকা এবং কর্মরত কর্মকর্তাদের তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও, মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য, কর্মপরিধি, কার্যাবলি, শাখাসমূহ ও শাখার কার্যাবলি প্রকাশ করা হয়েছে।
২।	হজ ব্যবস্থাপনা	হজ নির্দেশিকা, হজ পোর্টাল ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।
৩।	অনুদান	মন্ত্রণালয়ের অনুদান প্রদান সংক্রান্ত তথ্য, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান সংক্রান্ত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট ফরম প্রাপ্তির জন্য ট্রাস্টের ওয়েবসাইটের সাথে লিংক স্থাপন করা হয়েছে।
৪।	বাজেট ও অডিট	চলমান অর্থবছরের বাজেট, বাজেট এমবিএফ, প্রকৃত ব্যয় বিবরণী, অডিট রিপোর্ট ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।
৫।	প্রকল্প ও কর্মসূচি	চলমান প্রকল্পসমূহ, প্রাক্কলিত ব্যয়, অননুমোদিত প্রকল্পসমূহ, প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প যোগাযোগ ও সাম্প্রতিক সাফল্য প্রকাশ করা হয়েছে।
৬।	আইন ও অধ্যাদেশ	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান আইন, ওয়াক্ফ ও অন্যান্য আইন প্রকাশ করা হয়েছে।

৭।	কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা	চলমান অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এপিএ টিম, এপিএ সংশ্লিষ্ট পরিপত্র/নীতিমালা প্রকাশ করা হয়েছে।
৮।	শুদ্ধাচার কার্যক্রম	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট, নৈতিকতা কমিটি, শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়েছে।
৯।	আদেশ/বিজ্ঞপ্তি/প্রজ্ঞাপন	অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি ও দরপত্র নিয়মিত প্রকাশ করা হয়ে থাকে।
১০।	উদ্ভাবনী কার্যক্রম	উদ্ভাবনী কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ও নির্দেশিকা, ইনোভেশন টিম, ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা, বাৎসরিক উদ্ভাবনী প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।
১১।	প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্যাদি	বার্ষিক প্রতিবেদন, ষান্মাসিক বুকলেট, বিভিন্ন নির্দেশিকা ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।
১২।	অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্যাদি	সংশ্লিষ্ট নীতিমালা/নির্দেশিকা, অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য, প্রসেস ম্যাপ এবং অভিযোগ দাখিলের জন্য জিআরএস সিস্টেমের সাথে লিংক স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন, তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, তথ্য প্রাপ্তির ফরম ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।
১৩।	অভ্যন্তরীণ ই-সেবা	অভ্যন্তরীণ ই-সেবা অংশে প্রাক-নিবন্ধন সিস্টেম, হজ পোর্টাল, আল-কোরআন: ডিজিটাল, অভিযোগ ও পরামর্শ, ওয়েবমেইল ইত্যাদি লিংক স্থাপন করা হয়েছে।
১৪।	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটের সাথে লিংক স্থাপন করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ এবং দপ্তর/সংস্থার সাথে যোগাযোগের তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।
১৫।	সামাজিক যোগাযোগ	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ফেইসবুক পেইজের সাথে লিংক স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং নাগরিক সমস্যা সমাধান করা হচ্ছে।

৯। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter)

৯.১) নাগরিক সেবা

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
১.	হজ লাইসেন্স প্রদান	(১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন (২) সরজমিনে তদন্ত/ পরিদর্শনের	(১) ট্রেড লাইসেন্স (২) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) (৩) ট্রাভেল এজেন্সি সনদ	বিনামূল্যে	৩ মাস	এস. এম. মনিরুজ্জামান সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ ইমেইল: morahajsection@gmail.com hajj_sec2@mora.gov.bd

		পর পজেটিভ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে লাইসেন্স ইস্যু	(৪) TIN সনদ (৫) হালনাগাদ আয়কর সনদ (৬) ৪ কপি ছবি (৭) অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্র (৮) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তালিকা (৯) আসবাবপত্রের তালিকা (১০) যোগাযোগের মাধ্যম			
২.	হজ লাইসেন্স নবায়ন	(১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন (২) কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে লাইসেন্স নবায়ন	(১) হালনাগাদ ট্রাভেল এজেন্সি সনদ (২) আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র (৩) হজ লাইসেন্সের মুলকপি (৪) নবায়ন ফি জমাদানের চালানের কপি	বিনামূল্যে	১০ দিন	এস. এম. মনিরুজ্জামান সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ ইমেইল: morahajsection@gmail.com hajj_sec2@mora.gov.bd
৩.	ওমরাহ্ লাইসেন্স প্রদান	(১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন	(১) ট্রেড লাইসেন্স (২) জাতীয় পরিচয়পত্র	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	জনাব আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন উপসচিব

		(২) সরজমিনে তদন্ত/ পরিদর্শনের পর পজেটিভ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে লাইসেন্স ইস্যু	(NID) (৩) ট্রাভেল এজেন্সি সনদ (৪) TIN সনদ (৫) হালনাগাদ আয়কর সনদ (৬) IATA সনদ (৭) ৪ কপি ছবি (৮) অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্র (৯) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তালিকা (১০) আসবাবপত্রের তালিকা (১১) যোগাযোগের মাধ্যম			ফোন: +৮৮-০২-৯৫৪৬৫৯০ ইমেইল: hajj_sec1@mora.gov.bd
৪.	ওমরাহ্ লাইসেন্স নবায়ন	(১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন (২) কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে লাইসেন্স নবায়ন	(১) হালনাগাদ ট্রাভেল এজেন্সি সনদ (২) আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র (৩) হজ লাইসেন্সের মুলকপি (৪) নবায়ন ফি জমাদানের চালানের কপি	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩০ দিন	জনাব আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন উপসচিব ফোন: +৮৮-০২-৯৫৪৬৫৯০ ইমেইল: hajj_sec1@mora.gov.bd

৫.	সরকারী ভাবে গমনেচ্ছু হজযাত্রী নিবন্ধন	(১) নির্ধারিত নিবন্ধন ফর্মে আবেদন (২) যাচাই-বাছাই করে নিবন্ধন	(১) ছবি (২) পাসপোর্টের ফটোকপি (৩) প্রযোজ্যক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের কপি (৪) টাকা জমা প্রদানের রশিদ	বিনামূল্যে	হজ নীতিমালা অনুযায়ী	এস. এম. মনিরুজ্জামান সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ ইমেইল: morahajsection@gmail.com hajj_sec2@mora.gov.bd
৬.	মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা সংস্কার/ পুর্নবাসন সংক্রন্ত অনুদান প্রদান	(১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন (২) যাচাই-বাছাই ও অনুদান প্রদান	স্থানীয় চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রত্যয়ন সুপারিশ এবং সীল ও স্বাক্ষরসহ আবেদন	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	মো. মোস্তফা কাইয়ুম সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০১৪৭ ইমেইল: moragovbd@gmail.com anudan_sec@mora.gov.bd
৭.	ঈদগাহ, কবরস্থান, শশ্মান, সিমেট্রি সংস্কার/ মেরামত/ পুর্নবাসন সংক্রান্ত অনুদান প্রদান	(১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন (২) যাচাই-বাছাই ও অনুদান প্রদান	স্থানীয় চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রত্যয়ন সুপারিশ এবং সীল ও	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	

			স্বাক্ষরসহ আবেদন			
৮.	দুঃস্থ পুর্নবাসনে অনুদান প্রদান	(১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন (২) যাচাই-বাছাই ও অনুদান প্রদান	(১) ছবি (২) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) (৩) স্থানীয় চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রত্যয়ন সুপারিশ এবং সীল ও স্বাক্ষরসহ আবেদন	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	
৯.	বিদেশী মিশনারী/ এনজিও কর্মকর্তা/ কর্মচারী দেরদের এম ক্যাটাগরি ভিসা প্রদানের সম্মতি/ ছাড়পত্র	প্রতিষ্ঠানের প্যাডে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	জনাব মো:আজম উদ্দীন তালুকদার সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮-০২-৫৫১০১১৬৮ ইমেইল: cord_sec@mora.gov.bd
১০.	হজ প্যাকেজ ঘোষণা	ওয়েবসাইট, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	নির্ধারিত তারিখ	জনাব আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন

		মিডিয়ার মাধ্যমে				উপসচিব ফোন: +৮৮-০২-৯৫৪৬৫৯০ ইমেইল: hajj_sec1@mora.gov.bd

৯.২) প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
১.	নিয়মিত আয়ের উৎসবিহীন মসজিদ ও অন্যান্য উপসনালয়ের মাসিক ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ এবং মাসিক ২০ হাজার গ্যালন পানির বিলে রেয়াত প্রদান।	ই-মেইলে ও ডাকযোগে	(১) রেয়াত প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা (২) বিলের কপি	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	জনাব মোঃ শাহ আলম সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৫৫১০০১৬৩ ইমেইল: budget_sec@mora.gov.bd
২.	ইসলামিক ফিকাহ একাডেমি এবং সলিডারিটি ফান্ডে চাঁদা প্রদান।	ই-মেইলে ও ডাকযোগে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	জনাব মোঃ শাহ আলম সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৫৫১০০১৬৩ ইমেইল: budget_sec@mora.gov.bd
৩.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর পদ সৃজন/সংরক্ষণ/স্থায়ীকরণ।	ই-মেইলে ও ডাকযোগে	প্রস্তাব অনুমোদনের পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।	বিনামূল্যে	৩ মাস – ৬ মাস	জনাব মো. তফিকুল ইসলাম সহকারী সচিব ফোন: +৮৮-০২-৯৫৪৫৩০৬ ইমেইল: moragovbd@gmail.com org_sec@mora.gov.bd

৪.	ইসলামিক মিশনের পদ সৃষ্টি/ স্থায়ীকরণ/সংরক্ষণ।	ই-মেইলে ও ডাকযোগে	প্রস্তাব অনুমোদনের পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।	বিনামূল্যে	৩ মাস – ৬ মাস	
৫.	ইমান ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট/ আন্দর কিল্লা শাহী জামে মসজিদ/যাকাত ফান্ড-এর পদ সৃজন/সংরক্ষণ স্থায়ীকরণ।	ই-মেইলে ও ডাকযোগে	প্রস্তাব অনুমোদনের পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।	বিনামূল্যে	৩ মাস – ৬ মাস	
৬.	নতুন প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই বাছাইকরণ	ডিপিপি/টিপিপি ফরম্যাটে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব নির্ধারিত কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাইকরণ	ডিপিপি/টিপিপি	বিনামূল্যে	৫ – ১০ দিন	জনাব মো. সাখাওয়াত হোসেন উপসচিব ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৬৬৬০ ইমেইল: moragovbd@gmail.com ds_dev@mora.gov.bd
৭.	নতুন প্রকল্প প্রস্তাব জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণ	প্রকল্পের ডিপিপিসহ অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ	ডিপিপি ও যথাযথ ভাবে পুরণকৃত ছক	বিনামূল্যে	১৫ – ২০ দিন	
৮.	নতুন প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	ডাকযোগে	প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	

৯.	অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি	ডাকযোগে	অনুমোদিত প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি ও অনুমোদন আদেশের কপি	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
১০.	অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ	ডাকযোগে	পরিকল্পনা কমিশনের নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
১১.	অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দের বিভাজন আদেশ জারি	ডাকযোগে	অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
১২.	অনুমোদিত প্রকল্পের অর্থ অবমুক্ত	ডাকযোগে	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
১৩.	ইমাম প্রশিক্ষণ একডেমির অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দের বিভাজন ও অর্থ ছাড়	ডাকযোগে	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	জনাব মো. সাখাওয়াত হোসেন উপসচিব ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৬৬৬০ ইমেইল: moragovbd@gmail.com ds_dev@mora.gov.bd

১৪.	এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মাধ্যমে প্রাপ্ত বেসরকারী সেচ্ছাসেবী সংস্থার উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়ে মতামত	ডাকযোগে	প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
১৫.	হজযাত্রীদের ভিসা লজমেন্ট	হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	জনাব আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন উপসচিব ফোন: +৮৮-০২-৯৫৪৬৫৯০ ইমেইল: hajj_sec1@mora.gov.bd
১৬.	ভিসার জন্য সকল হজযাত্রীদের ডিও পত্র প্রদান	হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	২০ – ৩০ দিন	
১৭.	হজ ক্যাম্পে হজ মৌসুমে দোকান বরাদ্দ	হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	১ মাস	
১৮.	হজযাত্রীদের তথ্য হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে অন্তর্ভুক্তির জন্য হজ এজেন্সীর মালিক ও প্রতিনিধিদের আইটি প্রশিক্ষণ	হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
১৯.	ধর্মীয় পর্যায়ে সাধারণ/নির্বাহী আদেশে ছুটি ঘোষণা সংক্রান্ত	দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব/ছুটির তালিকা	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	জনাব মো. তফিকুল ইসলাম সহকারী সচিব ফোন: +৮৮-০২-৯৫৪৫৩০৬ ইমেইল: moragovbd@gmail.com org_sec@mora.gov.bd

২০.	অডিট আপত্তির ব্রডশীড জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ	নির্ধারিত ফরম্যাটে	প্রযোজ্য প্রমাণপত্র	বিনামূল্যে	১৫- ২০ দিন	জনাব মহ: আব্দুর রশিদ মোল্লাহ সহকারী সচিব ফোন: +৮৮-০২-৫৫১০০৫৮৯ ইমেইল: reform_sec@mora.gov.bd

৯.৩) অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
১.	মন্ত্রণালয়ের ৩য়/৪র্থ শ্রেণির কর্মচারিদের নিয়োগ/পদোন্নতি।	(১) আবেদন (২)DPC'র সুপারিশ (৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	(১) চূড়ান্ত নির্বাচনের ফলাফল (২) প্রযোজ্যক্ষেত্রে ছাড়পত্র (৩) ACR (৪) DPC'র সুপারিশ	বিনামূল্যে	৪- ৬ মাস	জনাব মুহাঃ আবু তাহির সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন:+৮৮-০২-৫৫১০১৩৫৪ ইমেইল: admin_sec1@mora.gov.bd
২.	২য় শ্রেণির কর্মকর্তা ও ৩য়/৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের পেনশন কেস প্রক্রিয়াকরণ /মঞ্জুরকরণ।	(১) নির্ধারিত পেনশন ফর্মে আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	(১) এস এস সি সনদ (২) ছুটির রিপোর্ট (৩) প্রযোজ্য না-দাবী পত্র	বিনামূল্যে	১৫ – ৩০ দিন	
৩.	মৃত ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা ও ৩য়/৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীগণের গ্রুপ ইনস্যুরেন্স/ ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত টাকা প্রাপ্তি/আদায়ের ব্যবস্থা	(১) আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের	প্রযোজ্য প্রত্যয়নপত্র	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	

	গ্রহণ ও ঋণ মওকুফ।	অনুমোদন				
৪.	অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি/ এলপিআর-এ যাওয়ার জন্য সকল শ্রেণির কর্মকর্তা কর্মচারির আবেদনপত্রের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ/এল পি সি না-দাবিনামা প্রদান।	(১) আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	(১) এস এস সি'র সনদ (২) ছুটির রিপোর্ট	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
৫.	ক্যাডার/নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারীগণের পেনশন কেস, বকেয়া পাওনা/নিষ্পত্তিকরণ।	(১) আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	(১) এস এস সি সনদ (২) ছুটির রিপোর্ট (৩) প্রযোজ্য না-দাবী পত্র	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
৬.	মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের বাসা বরাদ্দ/সময়সীমা বর্ধিতকরণ প্রসঙ্গে আবেদন বিবেচনাকরণ।	(১) আবেদন (২) বাসা বরাদ্দ কমিটির সুপারিশ (৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	বর্তমান মুল বেতন ও স্কেল	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
৭.	সকল শ্রেণির কর্মকর্তা/ কর্মচারিগণের বিভিন্ন অগ্রিম মঞ্জুরী	(১) আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	প্রযোজ্যক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
৮.	মন্ত্রণালয়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের টেলিফোন ব্যক্তিগতকরণ/ নতুন সংযোগ/ অনুমোদন	(১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
৯.	কর্মচারীদের পাওনা/ লিভারেজ	(১) আবেদন	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	১৫ – ২০ দিন	

		(২) ক্রয় কমিটির সুপারিশ (৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন				

৯.৪) আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা প্রদানের ওয়েব পেজ

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (www.islamicfoundation.gov.bd)
- বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয় (www.waqf.gov.bd)
- হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট (www.hindutrust.gov.bd)
- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট (www.brwt.gov.bd)
- খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট (www.crwt.gov.bd)
- হজ অফিস, ঢাকা (www.hajj.gov.bd)

৯.5) আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা

ক্রম	প্রতিশ্রুত/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়
১	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান
২	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফিস পরিশোধ করা
৩	সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা

৯.6) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তার কাছ থেকে সমাধান পাওয়া না গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ক্রম	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	মো: রবিউল ইসলাম যুগ্মসচিব ফোনঃ ২২৩৩৮১৮৮৪ ই-মেইলঃ	তিন মাস

			ds_budget@mora.gov.bd moragovbd@gmail.com ওয়েবঃ www.mora.gov.bd	
২.	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা	মো: নায়েব আলী মন্ডল (৫৭৬৩) যুগ্মসচিব ফোনঃ ০২২২৩৩৫৬৩৫৪ ই মেইলঃ-ads_admin@mora.gov.bd moragovbd@gmail.com ওয়েবঃ www.mora.gov.bd	এক মাস
৩.	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র ৫ নম্বর গেইট, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ওয়েব: www.grs.gov.bd	তিন মাস

১০. আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার কার্যক্রমের বিবরণ

১০.১ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচিতি

ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশবলে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সালে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট' প্রণীত হয়। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। সুপ্রাচীনকাল থেকে এ দেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের লালন ও চর্চা হয়ে আসছে। ইসলামের এই সমুন্নত আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এ্যাক্ট অনুযায়ী এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(ক) মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইন্স্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(খ) মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইন্স্টিটিউট এবং সমাজসেবায় নিবেদিত সংগঠনসমূহকে আর্থিক সহায়তা দেয়া;

(গ) সংস্কৃতি, চিন্তা, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের উপর গবেষণা পরিচালনা;

(ঘ) ইসলামের মৌলিক আদর্শ বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি প্রচার করা ও প্রচারের কাজে সহায়তা করা এবং সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের সুপারিশ করা;

(ঙ) ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণার আয়োজন করা ও তার প্রসার ঘটানো। জনপ্রিয় ইসলামী সাহিত্য সুলভে প্রকাশ করা এবং সেগুলির বিলি-বণ্টন উৎসাহিত করা;

(চ) ইসলাম ও ইসলামের বিষয় সম্পর্কিত বই-পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচার পুসিত্মকা অনুবাদ করা, সংকলন করা ও প্রকাশ করা;

(ছ) ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর সম্মেলন, বক্তৃতামালা, বিতর্ক ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা;

(জ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন করা;

(ঝ) ইসলাম সম্পর্কিত প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়া, প্রকল্প গ্রহণ করা কিংবা তাতে সহায়তা করা;

(ঞ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করা;

(ট) বায়তুল মুকাররম মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নতিবিধান করা; এবং

(ঠ) উপর্যুক্ত কার্যাবলির যেকোনটির ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক বা আপতিক সকল কাজ সম্পাদন করা।

বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন এখন সরকারী অর্থে পরিচালিত মুসলিম বিশ্বের অন্যতম একটি বৃহৎ সংস্থা হিসেবে নন্দিত। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর ছাড়াও বায়তুল মোকাররমস্থ অফিসে প্রধান কার্যালয়ের কয়েকটি বিভাগীয় কার্যালয় রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রীয়ভাবে ১৭টি বিভাগ, ৭টি প্রকল্প, ১টি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, মাঠপর্যায়ে ৮টি বিভাগীয়সহ ৬৪টি জেলা কার্যালয় এবং আর্তমানবতার সেবায় ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী কেন্দ্রের মাধ্যমে সারাদেশে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

বোর্ড অব গভর্নরস

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা-এটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। ফাউন্ডেশনের সার্বিক নীতি নির্ধারণ, নির্দেশনা প্রদান, কার্যক্রম গ্রহণ, তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের জন্য মাননীয় সংসদ সদস্য, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সম্মানিত মহাপরিচালক উক্ত বোর্ডের সদস্য-সচিব।

সাংগঠনিক কাঠামো

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর প্রধান নির্বাহী হলেন মহাপরিচালক। তিনি সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী। বোর্ড অব গভর্নরসের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকে। কার্য সম্পাদনে তাঁকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য প্রেষণে নিযুক্ত ১ জন সচিব, ১৮ জন পরিচালক, ১জন প্রকল্প ব্যবস্থাপক (প্রেস), ১ জন তত্ত্বাবধায়ক এবং ৫ জন প্রকল্প পরিচালক রয়েছেন। মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণে তাঁরা প্রত্যেকে এক-একটি বিভাগ/প্রকল্পের প্রধান।

জনবল

বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে ১৮১৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সম্মানী/ভাতার ভিত্তিতে ৭৫,৮৮৩ জন সহ সর্বমোট ৭৭,৬৯৬ জন কর্মরত রয়েছে।

তহবিল

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর তহবিল-এর উৎস হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত অনুদান ও ঋণ, বিদেশি রাষ্ট্র অথবা সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্ত সাহায্য ও ঋণ, দান ও অনুদান, বিনিয়োগ, রয়্যালটি ও সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয়।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী :

প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬৪ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প :

"প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬৪টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত)"শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৬/০৬/২০১৮ খ্রি. তারিখে সম্পূর্ণ জিওবি'র অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। গত ২৮/০১/২০২২খ্রি. তারিখে ২য় সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পটি জুন/২০২৪ পর্যন্ত অনুমোদিত হয়।

প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬৪টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫৬৪টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মধ্যে ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

১০০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অবকাঠামো ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে ফিনিসিং কাজ চলমান আছে। অবশিষ্ঠ অবশিষ্ট ২১৪টি মসজিদের মধ্যে ১০৫টির ভৌত কাজ চলমান আছে। যার মধ্যে ভিতের কাজ চলমান ৭১টি, গ্রেড বীম ঢালাই হয়েছে ১০টি, নীচ তলার কলাম ঢালাই হয়েছে ২০টি, ১ম তলার ছাদ ঢালাই হয়েছে ০৪টি।

বাকী ১০৯টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের জমির দখল সম্পন্ন না হওয়া, জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন না হওয়া, জমি নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া এবং মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারনে কাজ শুরু হয়নি/কাজ বন্ধ রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ১০ জুন ২০২১ তারিখে প্রথম পর্যায়ে ৫০টি, গত ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫০টি, গত ১৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে তৃতীয় পর্যায়ে ৫০টি, গত ১৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে চতুর্থ পর্যায়ে ৫০টি এবং গত ৩০ জুন ২০২৩ তারিখের মধ্যে নির্মাণকাজ সমাপ্তকৃত যা; ৩০ জুলাই ২০২৩ তারিখে পঞ্চম পর্যায়ে উদ্বোধনকৃত ৫০টিসহ মোট ২৫০টি মডেল মসজিদের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন মসজিদের মধ্যে ৫টি মসজিদের ছবি নিম্নরুপ:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র

২০২২-২৩ অর্থবছরে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন মসজিদের মধ্যে ৭টি মসজিদের ছবি নিম্নরূপ:

১৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে দ্বিতীয় পর্যায়ে উদ্বোধনকৃত ফরিদপুর জেলার ভাংগা উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

১৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে দ্বিতীয় পর্যায়ে উদ্বোধনকৃত খুলনা জেলার রুপসা উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

১৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে দ্বিতীয় পর্যায়ে উদ্বোধনকৃত রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

১৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে তৃতীয় পর্যায়ে উদ্বোধনকৃত বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

১৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে চতুর্থ পর্যায়ে উদ্বোধনকৃত বান্দরবান জেলার সদর উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

১৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে চতুর্থ পর্যায়ে উদ্বোধনকৃত পটুয়াখালী জেলার জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

১৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে চতুর্থ পর্যায়ে উদ্বোধনকৃত গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প :

(ক) সারাদেশে ২৮৮০০টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, ৪৪২০০টি সহজ কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে বিদ্যালয়গামী ও ঝরেপড়া কিশোর-কিশোরীদেরকে নৈতিকতা ও পবিত্র কুরআন শিক্ষা প্রদান এবং ৭৬৮টি বয়স্ক কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৯২০০জন বয়স্ক নারী ও পুরুষকে সাক্ষরতা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করার মাধ্যমে সর্বমোট ১ কোটি ২১ লক্ষ ৫১ হাজার শিক্ষার্থীকে প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী করা ;

(খ) ২০৫০জন কেয়ারটেকার ও ৫৩৫জন ফিল্ড সুপারভাইজারের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম নিবিড় পরিদর্শন ও মনিটরিং নিশ্চিত করা এবং

(গ) প্রকল্পের আওতায় ৭৩ হাজার ৭৬৮জন শিক্ষক, ২০৫০জন কেয়ারটেকার, ৬৫জন কর্মীসহ মোট ৭৫ হাজার ৮৮৩জন কওমী ও আলিয়া নেসাবের আলেম-ওলামা এবং সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত বেকার নারী-পুরুষের মাসিক সম্মানী ভিত্তিক এবং ৭৮৭জন নিয়মিত জনবলের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের পাঠদান

সহজ কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের পাঠদান

বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের পাঠদান

হাওড় এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ প্রকল্প : লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে হাওর অঞ্চলের ০৭টি জেলার ইমাম, খতীব, ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ জণগণের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট জেলার মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, মহাপরিচালক ইমলামিক ফাউন্ডেশন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও গণ্যমান্য ব্যক্তি বর্গের অংশগ্রহণে ০৭ টি সেমিনার বাস্তবায়ন করা হয়।

<u>৩ দিন মেয়াদি ইমাম প্রশিক্ষণ</u>:

লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে হাওর ঞ্চলের ০৭টি জেলায় ডিপিপির প্রভিশন অনুসারে ৩৩০০ জন ইমামকে ০৩ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

<u>পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ</u> :

হাওর অঞ্চলের জনগণকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে মসজিদে টাঙানোর নিমিত্ত ৬৬০০ টি পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়।

<u>প্রাক খুতবা মুদ্রণ ও বিতরণ</u> : হাওর অঞ্চলের মসজিদসমূহে বয়ান করার লক্ষ্যে ৫২টি প্রাক-খুতবা সম্বলিত ৩৩০০ কপি প্রাক-খুতবার বই মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়।

"ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানায় নতুন মেশিনারীজ সংযোজনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের **২০২২-২৩** অর্থবছরে সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ১টি চার রং-এর শীডফিড অফসেট প্রিন্টিং মেশিন ক্রয় করে ইতোমধ্যে ইন্সটলেশন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ১টি বাই কালার ওয়েব অফসেট মেশিনের এলসি খোলা হয়েছে। বর্তমানে মেশিনটি শিপমেন্টের জন্য প্রস্তুতি চলছে। তাছাড়া উল্লেখ্য যে, উক্ত মেশিনটি প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশনের জন্য জার্মান সফর করা হয়েছিল।

চার রং শিটফেড অফসেট প্রিন্টিং মেশিন ইন্সটলেশনের কাজ চলমান

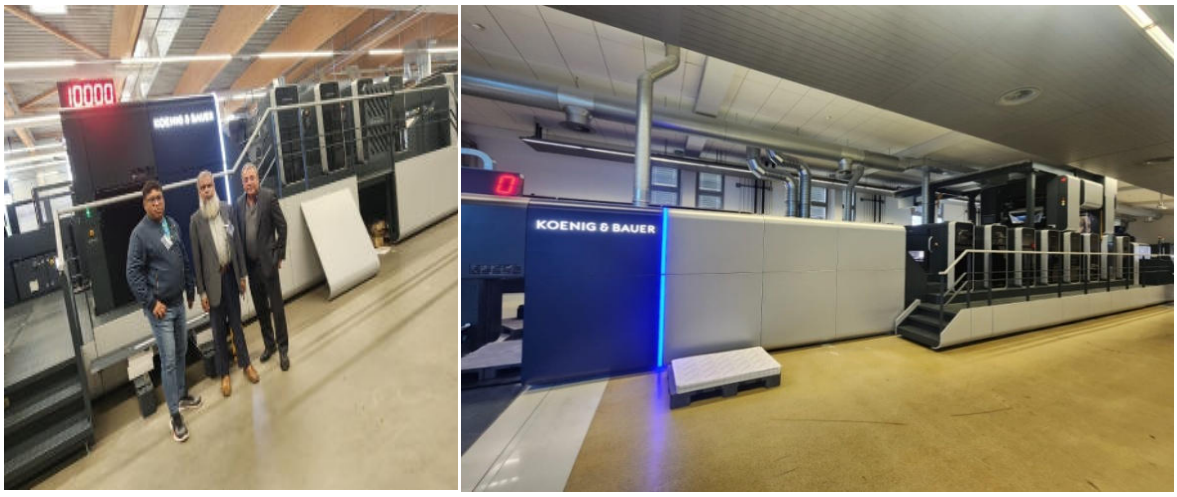

চার রং শিটফেড অফসেট প্রিন্টিং মেশিনের প্রি-শীপমেন্ট ইন্সপেকশন

ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্প ৩য় পর্যায় **১ম সংশোধিত প্রকল্পের ২০২২-২৩** অর্থবছরে সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন।

ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্প ৩য় পর্যায় ১ম সংশোধিত প্রকল্পের আওতায় ৩৭২২ ফর্মার ৮১টি শিরোনামের ২৭৮২৫০ কপি পুস্তক মুদ্রণ করা হয় এবংমূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে ইসলামী প্রকাশনার ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়।

মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে ইসলামী প্রকাশনার ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার

'দারুল আরকাম ইবতেদায়ী মাদ্রাসা স্থাপন ও পরিচালনা' শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলী সম্পর্কিত প্রতিবেদন -

মাঠ পর্যায়ে ১৮১৭ জন শিক্ষক এবং ৬২০ জন সহায়ক কর্মী নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। ১৮১৭ জন শিক্ষকের বকেয়া বেতন ভাতা পরিশোধ করা হয়। প্রকল্প দপ্তরের জন্য কম্পিউটার, আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করা হয় এবং মাঠ পর্যায়ে ৯৯১ টি মাদ্রাসা ভবন মেরামত ও চালু করা হয়। ৯৯১টি ইবতেদায়ি মাদ্রাসায় মোট ২৯৭৩টি ফ্যান সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া, যে সকল মাদ্রাসায় বিদ্যুৎ সংযোগ নেই, সে সকল মাদ্রাসায় বিদ্যুৎ সংযোগ ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর দীনী দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক গত ০৯/১০/২০২২ খ্রি. তারিখে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ১৪৪৪ হিজরি উদযাপন উপলক্ষে ১৫দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করা হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব মো: ফরিদুল হক খান এম.পি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। পক্ষকাল ব্যাপী অনুষ্ঠান মালায় ওয়াজ মাহফিল, ক্বেরাত মাহফিল, রাসুলুল্লাহ (স.) এর শানে স্বরচিত কবিতা মাহফিল, হামদ ও নাত মাহফিল, বাংলাদেশ বেতারের সাথে যৌথভাবে ৭ দিন ব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠান, ইসলামিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন ও বাস্তবায়ন করা হয়।ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মুকাররমস্থ মিলনায়তনে অনুষ্ঠান প্রচার ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। দেশের বিশিষ্ট ওয়ায়েজীন, ক্বারী, সাহিত্যিক, নবীণ ও প্রবীণ শিল্পি, ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক,ওলামাগণ এবং সর্বস্তরের জনগণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী উপস্থিতছিলেন।

ধর্মীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস, আন্তজার্তিক দিবস ও বিশেষ পর্ব পালন :

জাতীয় ও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস, আন্তজার্তিক দিবস ও বিশেষ পর্ব যেমন: পবিত্র লাইলাতুল মিরা'জ, পবিত্র লাইলাতুল বরাত, শবে ক্বদর, পবিত্র ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম, আখেরী চাহার সোম্বা, পবিত্র আশুরা, জুমা'তুল বিদা, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস,ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ, মহান মে দিবস, বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ,মেট্রো রেল উদ্বোধন উপলক্ষে বিশেষ দোয়া ইত্যাদি যথাযথ মর্যাদায় প্রায় ২০ টি অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করা হয় এবং অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০০ জন অংশগ্রহণ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালন

জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭ তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালন উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আগারগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয়, বায়তুল মুকাররম কার্যালয়, সকল বিভাগীয়/জেলা কার্যালয়, ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র ও ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিসহ অন্যান্য সকল অফিস ভবনে ১৫ আগস্ট সোমবার সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে।

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭ তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালন উপলক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান এমপি'র নেতৃত্বে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

১৫ আগস্ট ২০২২ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭ তম শাহাদাতবার্ষিকীতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন করছেন মাননীয় ধর্মপ্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান এমপি

বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে ১০০ কুরআন খতম ও বিশেষ দোয়া

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে ১৫ আগস্ট সোমবার সকালে ১০০ জন কুরআনে হাফেজের মাধ্যমে ১০০ বার কুরআন খতম সম্পন্ন হয়েছে। কুরআন খতম শেষে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় ধর্মপ্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান এমপি। সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ৫৬৪ মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের পরিচালক মোঃ নজিবর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব মোহাম্মদ আবদুল কাদেও শেখ, প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক ড. মুহাম্মদ আবদুস সালাম, সমন্বয় বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ মহীউদ্দিন মজুমদার ও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর পরিচালক ড. সৈয়দ শাহ এমরান। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব হাফেজ মুফতি মাওলানা রুহুল আমীন।

১৫ আগস্ট ২০২২ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭ তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে খতমে কোরআন, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় ধর্মপ্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান এমপি

দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭ তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালন উপলক্ষ্যে ১৫ আগস্ট সোমবার বাদ যোহর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদসহ সারা দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। দোয়া ও মোনাজাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা হয়।

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার মাজারে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া মাহফিল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭ তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালন উপলক্ষ্যে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে ১৫ আগস্ট সকালে ১০০ জন হাফেজের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন খতম ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দোয়া ও মুনাজাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করা হয়।

বনানী কবরস্থানে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে ১৫ আগস্ট সকাল ৯.৩০ টায় বনানী কবরস্থানে পবিত্র কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

গুরুত্বপূর্ণ মসজিদসমূহে কোরখান খতম ও বিশেষ দোয়া

জাতির পিতার ৪৭তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ ও জমিয়তুল ফালাহ্ মসজিদ, রাজশাহীর হাতেম খাঁ জামে মসজিদ ও নবনির্মিত ৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দিনব্যাপি বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭ তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আগারগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয় ও বায়তুল মুকাররম কার্যালয়সহ ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্রে ১৫ আগস্ট দিনব্যাপি প্রায় ১০ হাজার ৯৪৪ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া বায়তুল মুকাররমে দিনব্যাপী স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি পালিত হয়।

১৫ আগস্ট ২০২২ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭ তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি উদ্বোধন করেন মাননীয় ধর্মপ্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান এমপি

মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে আলোচনা সভা কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭ তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালনের উদ্দেশ্যে ১৫ আগস্ট ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়, ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র ও ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম শীর্ষক আলোচনা সভা এবং কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৭ম পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ৭৩ হাজার ৭৬৮টি প্রাক-প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রেও বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। এছাড়া এ দিন ইসলামিক ফাউন্ডেশন যাকাত বোর্ড কর্তৃক দুঃস্থ ও অসহায়দের মাঝে যাকাতের অর্থ বিতরণ করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭ তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন সিরাজগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত খতমে কোরআন, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন অধ্যাপক ডাঃ হাবিবে মিল্লাত এমপি

মাসিক অগ্রপথিক ও সবুজপাতার শোক দিবস সংখ্যা প্রকাশ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালন উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়মিত প্রকাশনা মাসিক অগ্রপথিক ও সবুজপাতা পত্রিকার সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় জাতীয় শোক দিবসের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর দেশের প্রসিদ্ধ বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাহিত্যিক ও গবেষকগণের তথ্যবহুল লেখনীর মাধ্যমে সাময়িকীকে সমৃদ্ধ করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদযাপন

জাতীয় পতাকা উত্তোলন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আগারগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয়, বায়তুল মুকাররম কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহ, ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র ও ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিসহ অন্যান্য সকল অফিস ভবনে ১৭ মার্চ ২০২৩ শুক্রবার সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মহাঃ বশিরুল আলম এর নেতৃত্বে ধানম-ির ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন করছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মহাঃ বশিরুল আলম

১৭ মার্চ বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে আলোচনা সভা, কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ শুক্রবার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে আলোচনা, কোরআন খতম, বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মহাঃ বশিরুল আলম। আলোচনা করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নরসের গভর্নর ও বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব হাফেজ মুফতি মাওলানা রুহুল আমীন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব মোঃ মনিরুজ্জামান, প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক ড. মুহাম্মদ আবদুস সালাম, সমন্বয় বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ মহীউদ্দিন মজুমদার, দীনী দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের পরিচালক আনিসুর রহমান সরকার ও যাকাত ফান্ড বিভাগের পরিচালক ড. মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ প্রমুখ। সভায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসল্লি অংশ নেন।

১৭ মার্চ ২০২৩ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৩ জন্মবার্ষিকীতে খতমে কোরআন, আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মহাঃ বশিরুল আলম

দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ শুক্রবার বাদ জুমা বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদসহ সারাদেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোনাজাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে মহান আল্লাহর দরবাওে দোয়া করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

দিনব্যাপি চিকিৎসা সেবা প্রদান

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আগারগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয় ও বায়তুল মুকাররম কার্যালয়, ঝালকাঠি ইসলামিক মিশন হাসপাতাল ও ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্রে দিনব্যাপি প্রায় ১১ হাজার ৬'শ ৩০ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও প্যাথলজি সেবাসহ বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করা হয়।

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিস্থলে ১০০ বার কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে পবিত্র কুরআন খতম ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দোয়া ও মুনাজাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। সভায় মাননীয় সংসদ সদস্য, গোপালগঞ্জ আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ ও সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

গুরুত্বপূর্ণ মসজিদসমূহে কোরখান খতম ও বিশেষ দোয়া

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষে চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ ও জমিয়তুল ফালাহ্ মসজিদ, রাজশাহীর হেতেম খাঁ জামে মসজিদ ও উদ্বোধনকৃত মডেল মসজিদসমূহে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বনানী কবরস্থানে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে ১৭ মার্চ সকাল ৮.০০ টায় বনানী কবরস্থানে পবিত্র কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসে কোরআন খতম, আলোচনা সভা ও বিশেষ দোয়া

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে ১৭ মার্চ ২০২৩ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ে ও ৫০টি ইসলামিক মিশন ও ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি ও মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৭ম পর্যায়) প্রকল্পের ৭৩ হাজার ৭৬৮টি শিক্ষাকেন্দ্রে পবিত্র কুরআন খতম ও বিশেষ দোয়া এবং 'বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৩তম জন্মবার্ষিকীতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের উদ্যোগে আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন সিলেট জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আলহাজ শফিকুর রহমান চৌধুরী

ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন

স্কুল, আলিয়া, কওমি, ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নিয়ে দেশের প্রতিটি উপজেলায় রচনা ও ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। ১ম-৫ম শ্রেণির রচনা প্রতিযোগিতার বিষয়: 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' এবং ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির জন্য 'ইসলামের প্রচার ও প্রসারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান'। এছাড়া ক্বিরআত, আযান ,ই মার্চের ভাষণের অনুকৃতি৭ ,হামদ-নাত ও ' উপস্থিত বক্তৃতা ইভেন্টে ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে।

অগ্রপথিক ও সবুজপাতার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ

জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়মিত প্রকাশনা মাসিক অগ্রপথিক ও সবুজপাতা পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।

তামাক ও মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম

১. জুমআর প্রাক খুতবায় তামাক ও মাদকদ্রব্যের ভয়াবহতা সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান :

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে তামাক ও মাদকের কুফল, ক্ষতিকর দিক এবং ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশের প্রতিটি মসজিদে জুমআর খুতবার পূর্বে খতিব/ইমাম সাহেবদের বয়ান/বক্তব্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২. ইমাম প্রশিক্ষণের সিলেবাসে তামাক ও মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ক্লাশ অন্তর্ভুক্তকরণ:

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত ইমাম সাহেবদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ সিলেবাসে 'মাদক, তামাক ও ধুমপানের ক্ষতিকর দিক ও প্রতিরোধে করণীয়' এবং 'মানবদেহের বিভিন্ন

অংশে মাদকের প্রভাব ও মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন' ২টি ক্লাশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তামাক ও মাদকদ্রব্যের কুফল ও ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থী ইমাম সাহেবদের ধারণা প্রদান করা হয় যাতে তাঁরা জুমআর বয়ানে এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করতে পারে।

৩. মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের শিক্ষকদের মাসিক সমন্বয় সভায় আলোচনা:

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে প্রায় ৭৩,৩৬৮ জন শিক্ষক শিশুদের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্কদের পবিত্র কোরআন শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। শিক্ষকদের নিয়ে প্রতি মাসে উপজেলা পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় তামাক ও মাদকদ্রব্যের কুফলসহ অন্যান্য সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় যাতে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে তাঁরা ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি কার্যক্রম

১) সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ
২) জুমআর প্রাক খুতবায় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী বক্তব্য প্রদান
৩) জুমআর প্রাক খুতবায় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী বক্তব্য প্রদান নিশ্চিত করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে দেশের সকল মসজিদের সম্মানিত খতিব/ ইমাম এবং মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকদের মাধ্যমে প্রচারণা অব্যাহত রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। এজন্য পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে কাউন্টার ন্যারেটিভ অর্থাৎ মডেল বক্তৃতা প্রস্তুত করে বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভা আয়োজন

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা ও ৪৯০টি উপজেলায় আলেম-ওলামা, খতিব-ইমাম সাহেবদের অংশগ্রহণে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, দিনাজপুর ও সিলেট এই ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে নিয়মিত ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্সে 'সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ইসলাম' এই বিষয়টি আব্যশ্যকীয় কোর্স হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের জনবল কর্তৃক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষা, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধী প্রচার প্রচারণা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ৫০৫ জন ফিল্ড সুপারভাইজার, ২০০০ জন সাধারণ ও মডেল কেয়ারটেকার, ৬৪ জন মাস্টার ট্রেইনার এবং ৭৩ হাজার ৭৬৮ জন গণশিক্ষা/ কুরআন শিক্ষা শিক্ষককে দীনী শিক্ষা প্রদানের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ শিক্ষক/ আলেম-ওলামার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষা এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে প্রচার প্রচারণা চালানো হয়। বিশেষত গণশিক্ষা ও কুরআন শিক্ষার কেন্দ্রের শিক্ষকগণ মসজিদের ইমাম কিংবা মুয়াজ্জিন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট মসজিদে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী বক্তব্য প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইসলামিক মিশনের জঙ্গিবাদবিরোধী প্রচারণা কার্যক্রম

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইসলামিক মিশন বিভাগের তৃণমূল পর্যায়ে অবস্থিত ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র ও ৪৬৫টি মক্তবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষা এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে আলোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষা

বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ও সম্প্রীতি বৃদ্ধিকল্পে কার্যক্রম গ্রহণ

বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা ও করণীয় সম্পর্কে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি মসজিদে জুমআর প্রাক্ খুতবায় খতিব/ইমাম সাহেবদের বয়ান/বক্তব্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

গুজব ও সমাজ অশান্তি সৃষ্টির বিষয়ে জুমআর খুতবায় আলোচনা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক সারাদেশের সকল মসজিদের ইমাম ও খতিবগণকে 'গুজব সৃষ্টির মাধ্যমে স্বার্থান্বেষী মহল যাতে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে সেই লক্ষ্যে মসজিদের মাইক থেকে নিয়মিত প্রচারণাসহ জুমআর প্রাক-খুতবায় গুজব থেকে সর্তক থাকার বিষয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন, মানবপাচার ও যৌতুক প্রতিরোধ

জুমআর প্রাক খুতবায় বক্তব্য প্রদান

নারী ও শিশু নির্যাতন, মানবপাচার ও যৌতুক প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জুমআর প্রাক খুতবায় বক্তব্য প্রদান নিশ্চিত করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে দেশের সকল মসজিদের সম্মানিত খতিব/ইমাম এবং মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকদের মাধ্যমে প্রচারণা অব্যাহত রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়।

জেলা পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন, মানবপাচার ও যৌতুক প্রতিরোধে আলোচনা সভা আয়োজন

নারী ও শিশু নির্যাতন, মানবপাচার ও যৌতুক প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলেম-ওলামা ও খতিব-ইমাম সাহেবদের অংশগ্রহণে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ২টি আলোচনা সভা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

তামাক ও মাদক প্রতিরোধ

তামাক ও মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি

তামাক ও মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে ইসলামের বিধি-বিধান ও অনুশাসনসমূহ তুলে ধরে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্মানিত খতিব/ইমাম সাহেবদের মাধ্যমে দেশের সকল মসজিদে জুমআর প্রাক্ খুতবায় বক্তব্য প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

ইমাম প্রশিক্ষণের সিলেবাসে তামাক ও মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে কোর্স অন্তর্ভুক্তকরণ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত ইমাম সাহেবদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ সিলেবাসে 'মাদক, তামাক ও ধুমপানের ক্ষতিকর দিক ও প্রতিরোধে করণীয়' এবং 'মানবদেহের বিভিন্ন অংশে মাদকের প্রভাব ও মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন' ২টি ক্লাশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তামাক ও মাদকদ্রব্যের কুফল ও ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থী ইমাম সাহেবদের ধারণা প্রদান করা হয় যাতে তাঁরা জুমআর বয়ানে এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করতে পারে।

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের শিক্ষকদের মাসিক সমন্বয় সভায় আলোচনা

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে প্রায় ৭৩,৩৬৮ জন শিক্ষক শিশুদের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্কদের পবিত্র কোরআন শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। শিক্ষকদের নিয়ে প্রতি মাসে উপজেলা পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় তামাক ও মাদকদ্রব্যের কুফলসহ অন্যান্য সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় যাতে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে তাঁরা ভূমিকা পালন করতে পারে।

১০.২ বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়

১) ভূমিকা :

বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসন একটি ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন ভিত্তিক, সামাজিক কল্যাণকর ও সেবামূলক স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। ১৯৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াক্‌ফ এ্যাক্ট অনুসারে এ সংস্থার সৃষ্টি হয়। ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২ অনুযায়ী ওয়াকিফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নসহ ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করাই এ সংস্থার মূল লক্ষ্য। ফলশ্রুতিতে ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ সংশোধনী আইন ২০১৩ এবং ওয়াক্‌ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন ২০১৩ প্রনয়ন করা হয়েছে। Services Delivery দ্রুত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এ কার্যালয়ের Innovative কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

২) দায়িত্ব ও কার্যাবলি :

- ✓ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি চিহ্নিতকরণ ও তালিকাভুক্তকরণ;
- ✓ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির প্রকৃতি, পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন;
- ✓ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয়-ব্যয় হিসাব নিরীক্ষাকরণ;
- ✓ ওয়াক্‌ফ দলিলের শর্তাবলী প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ;
- ✓ ওয়াক্‌ফ দলিলের শর্তানুযায়ী এস্টেটসমূহের মোতাওয়াল্লী নিয়োগ ও কমিটি অনুমোদন;
- ✓ ওয়াক্‌ফ দলিলের শর্তানুযায়ী বৃত্তিভোগীদের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ✓ ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্যে ও কল্যাণকর কার্যাদিতে সম্পত্তি ও এর আয়ের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- ✓ ওয়াকিফের নির্দেশনা মতে জনহিতকর কর্মকান্ড সম্প্রসারণসহ আধুনিকায়ন নিশ্চিতকরণ;
- ✓ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে নির্দেশনা প্রদান;
- ✓ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি অধিগ্রহণ বাবদ ক্ষতিপূরণে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগের জন্য নির্দেশ প্রদান;
- ✓ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির উন্নয়নে বাস্তবতা ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ✓ মোতাওয়াল্লীর বেআইনী কার্যকলাপের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ✓ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী উচ্ছেদ করা;
- ✓ কোন সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ কিনা এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান;

✓ ওয়াক্‌ফ সম্পর্কিত বিচারাধীন মামলা মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পরিচালনা ও তদারকি করা, এবং

✓ ওয়াক্‌ফের স্বার্থ যথাযথ নিয়ন্ত্রণ, রক্ষনাবেক্ষণ ও প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন।

৩) সাংগঠনিক কাঠামো:

১৯৮৩ সালে এনাম কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে এ সংস্থার অনুমোদিত জনবল ছিল ৭০টি। পরবর্তীতে ৫৫টি পদের অনুমোদনসহ সর্বমোট ১২৫ পদ বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো সরকার কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

বিভিন্ন সময়ে অনুমোদিত জনবলের বিবরণ

ক্রমিক	পদের নাম	এনাম কমিটি অনুমোদিত পদ	পরবীতে অনুমোদিত পদ	মোট অনুমোদিত
১	২	৩	৪	৫
১.	কর্মকর্তা	২	১২	১৪
২.	কর্মচারী	৬৮	৪৩	১১১
সর্বমোট		**৭০**	**৫৫**	**১২৫**

কর্মরত ও শূন্য পদের বিবরণ

ক্রমিক	পদের নাম	মোট অনুমোদিত	মোট কর্মরত	মোট শূন্য
১	২	৩	৪	৫
১.	কর্মকর্তা	১৪	০৮	০৬
২.	কর্মচারী	১১১	১০৩	০৮
সর্বমোট		**১২৫**	**১১১**	**১৪**

- **মোট কর্মরত জনবল : ১১১ জন**

৪) সার্বিক কর্মকান্ড ও উল্লেখযোগ্য অর্জন

২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যাবলী

ক্রম	কার্যক্রম	অর্জন/অগ্রগতি
০১	ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি চিহ্নিত ও তালিকাভুক্তকরণ	৮০ টি
০২	ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লী নিয়োগ	২১৯ টি
০৩	ওয়াক্‌ফ এস্টেটের কমিটি গঠন	১৫১টি
০৪	ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি অডিটকরণ	১৩৫০টি
০৫	অবৈধ দখলদার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে উচ্ছেদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ	১১টি
০৬	ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির রেকর্ড সংশোধনের গৃহীত ব্যবস্থা	১২ টি
০৭	ওয়াক্‌ফ এস্টেট পরিচালনা সংক্রান্ত অভিযোগ নিস্পত্তি	০৭টি

ওয়াক্ফ চাঁদা আদায়

অর্থ বছর	মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট আদায়	আদায়ের হার
২০২২-২০২৩	১৮,১৩,৫৯,৪১০/-	৯,২০,১৪,০২৮/-	৫০.৭৪

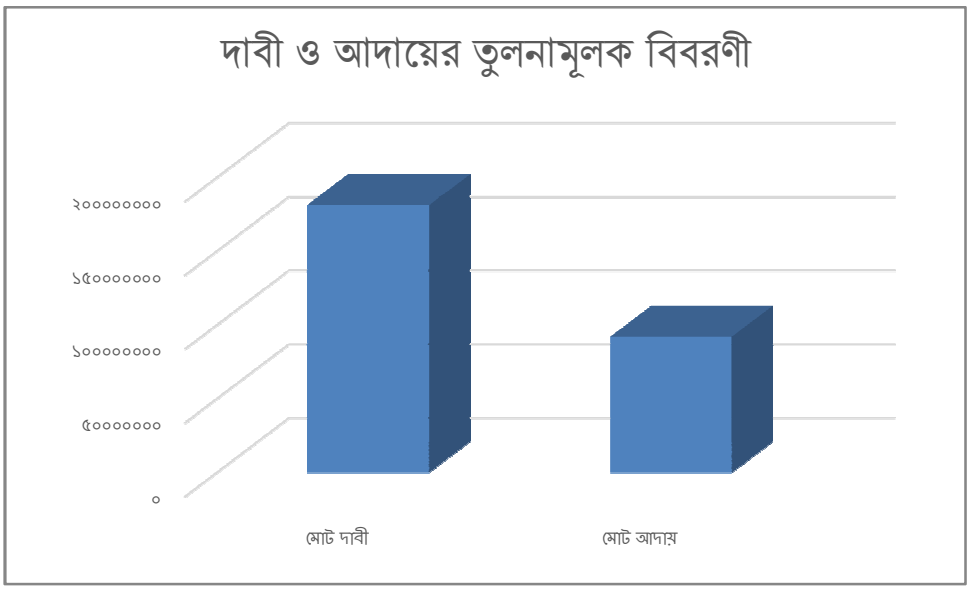

বিভিন্ন ওয়াক্ফ এস্টেট কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবামূলক পদক্ষেপ :

- ✓ এতিম শিক্ষার্থী ও অসহায়দের সহযোগিতা প্রদান;
- ✓ দুস্থ এবং অসহায়দের চিকিৎসা সেবায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;
- ✓ অসহায় এবং দুস্থদের পূর্নবাসনের সহযোগিতা প্রদান;
- ✓ অসহায় এবং দরিদ্রদের বিবাহে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;
- ✓ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
- ✓ বিভিন্ন প্রাসঙ্গীক বিষয়ে জনসচেতনতামুলক লিফলেট বিতরন;
- ✓ প্রতি ঈদে অসহায় ও দরিদ্রদের মাঝে বস্ত্র, সেমাই, চিনি ও গোশ্ত বিতরন;
- ✓ সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন মিরপুরস্থ হযরত শাহ্ আলী বাগদাদী (র:) জেনারেল হাসপাতাল বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে।
- ✓ মানুষের সামনে জঙ্গিবাদ, মানুষ হত্যা, মাদক, দূর্নীতি, বাল্যবিবাহ, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি বিষয়ে জুমার খুতবায় ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনার মাধ্যমে সাধারন মুসল্লী এবং জনসাধারনকে এসকল ঘৃণ্য, গর্হিত কাজ থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানানো হয়;

- ✓ হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ কর্তৃক ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে অসহায় দুস্থ জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসা প্রদান;
- ✓ তাছাড়া, হাজী গোলাম রসুল সওদাগর ওয়াক্ফ এস্টেট, চট্টগ্রাম; আহম্মদ আলী পাটওয়ারী (র:) ওয়াক্ফ এস্টেট, পাগলা মসজিদ ওয়াক্ফ এস্টেট, কিশোরগঞ্জসহ দেশের বড় বড় ওয়াক্ফ এস্টেটগুলো ধর্মীয় শিক্ষাসহ লিল্লাহ খাতে অর্থ ব্যয় করে থাকে।

প্রচার ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম :

- অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয় এবং বিভিন্ন ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রচারণামূলক এবং সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রচারণামূলক এবং সেবামূলক কার্যক্রমের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রমসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ :

  ওয়াক্ফ প্রশাসনের নিজস্ব অর্থায়নে "২০ তলা ভিত বিশিষ্ট ওয়াক্ফ ভবনের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম তলা উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের অবশিষ্ট কাজ সম্পন্নকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম তলা নির্মানের কাজ শুরু করা হয়।কিন্তু বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতার কারণে ২০১৯-২০২১ পর্যন্ত ওয়াক্ফ ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণের কাজ বন্ধ থাকে। ড. খান মোঃ নুরুল আমিন, "ওয়াক্ফ প্রশাসক" হিসেবে ২০ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ তারিখে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন সর্বোচ্চ মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়েছেন। নতুন করে ডিপিপি প্রনয়ণ ও অনুমোদন করে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সহযোগীতায় উক্ত সম্প্রসারিত ওয়াক্ফ ভবনের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম তলার কাজ জুন, ২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ভবনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কিছু সংস্থার অন্যান্য ধর্মের অফিস স্থানান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ওয়াকফ ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ

৫) অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- ✓ "মুজিব শতবর্ষ" উদযাপন উপলক্ষে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে:
- ✓ স্বাধীনতার মহান স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকীকে স্মরণীয়-বরণীয় করার মহান ব্রতে ওয়াক্ফ ভবনের 4র্থ তলায় একটি **"মুজিব কর্নার"** স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে বঙ্গবন্ধুর 07ই মার্চের ভাষণ, বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর লেখা পুস্তকসম্ভারসহ কুরআন-হাদীসের বই-পুস্তক সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- ✓ মুজিব কর্নারের পাশেই একটি ওয়াক্ফ তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে ওয়াক্ফ কি, এর গুরুত্ব, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা এবং আইন-কানুনের সংক্ষিপ্ত বিবরণীসহ দান-সদাকা সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের আয়াতসহ হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যাতে আগত দর্শনার্থীরা ওয়াক্ফ সম্পর্কে অবহিত/সচেতন হতে পারেন। শুধু তাই নয়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন সময়ে দূর্নীতি, সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব-কর্তব্য, জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে যেসব মহামূল্যবান বাণী/উক্তি প্রদান করেছিলেন তা সযত্নে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপশি বিশ্বের বিভিন্ন বরেণ্য নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে যেসব মূল্যবান মন্তব্য ও বাণী প্রদান করেছেন, সেসব বাণীসমূহও যথাযথভাবে এ তথ্য কেন্দ্রে সংরক্ষিত করা হয়েছে;
- ✓ "তালিকাভুক্ত ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের অনলাইন ডাটাবেইজ হালনাগাদ করা হয়েছে;
- ✓ ওয়াক্ফ প্রশাসনকে ঢেলে সাজানোর মহান ব্রতে গত 11.10.2022 খ্রি. তারিখে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে, সংসদীয় কমিটির সম্মানিত সদস্য ও অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে মূল্যবান মতামত ও সুপারিশ পেশ করেন।

"একটি টেকসই উন্নয়ন ভাবনা: বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের সম্ভাবনা ও সমস্যা" শীর্ষক সেমিনার

ওয়াক্‌ফ তথ্য কেন্দ্র

"ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর ওয়াক্ফ তথ্য কেন্দ্র পরিদর্শন"

ওয়াক্ফ প্রশাসন ডিজিটাইজেশন

- ✓ ওয়াক্ফ প্রশাসন কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ সেবগ্রহীতাদের দোর গোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে এবং স্মার্ট ওয়াক্ফ প্রশাসন তথা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে সেবাপ্রাপ্তির আবেদন ফরমসমূহ a2i এর সহযোগিতায় আমার সরকার (MyGov) প্ল্যাটফরমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;
- ✓ ১৬৩৫৩ টি তালিকাভুক্ত ওয়াক্ফ এস্টেটের ডাটাবেইজ হালনাগাদ করা হয়েছে;
- ✓ ওয়াক্ফ প্রশসানের ওয়েবপেইজের সাথে প্রস্তুতকৃত ডাটাবেইজের লিংক স্থাপন;
- ✓ প্রধান কার্যালয়ে ই-নথি ব্যবস্থাপনা চালু করা;

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে কোরআন খতম

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সমাপনী অনুষ্ঠান

৬) ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা :

১। ওয়াক্ফ সম্পত্তিসমূহ উৎপাদনমুখী কাজে ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;

২। 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' ওয়াক্ফ এর ব্যবস্থাপনায় আনয়ন;

৩। অতালিকাভুক্ত সকল ওয়াক্ফ সম্পত্তি পর্যায়ক্রমে তালিকাভুক্তকরণ;

৪। ওয়াক্ফ প্রশাসনের সকল কাজ পেপার লেস করা;

৫। ওয়াক্ফ কন্ট্রিবিউশন আদায় সম্পূর্ণ ক্যাশ লেস করা।

১০.৩ হজ অফিস, ঢাকা

১৯৫১ সালে চট্রগ্রামস্থ পাহাড়তলীতে পোর্ট হজ অফিস স্থাপন করা হয়। শুরুতেই পোর্ট হজ অফিসটি পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ রিলেশনস্ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যাত্র শুরু করে। পরবর্তীতে কালক্রমে ১০টি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হয়ে সর্বশেষ ১৯৮০ সনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হয়। ১৯৮৪ সন পর্যন্ত চট্রগ্রামে সমুদ্রপথে এবং ঢাকায় অস্থায়ী হজক্যাম্প স্থাপন করে আকাশপথে হজযাত্রী প্রেরণ করা হয়। ১৯৮৬ সালে পোর্ট হজ অফিসের নাম পরিবর্তিত হয়ে 'হজ অফিস' নামকরণ করা হয়। ১৯৮৯ সালে হজ অফিস চট্রগ্রাম হতে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। ঢাকায় স্থায়ী হজক্যাম্প না থাকায় হজ অফিসটি ১৯৮৯ হতে ১৯৯৭ সন পর্যন্ত ঢাকার মিরপুর এবং নাবাবকাটারায় ভাড়া করা বাড়িতে অবস্থিত ছিল। ঐ সময়ে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে অস্থায়ী হজক্যাম্প স্থাপন করে হজকার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। ১৯৯৮ সালে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে হজযাত্রীদের আবাসন, কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন সুবিধাসহ ঢাকার বিমানবন্দরস্থ আশকোনায় ৫ একর সম্পত্তির উপর স্থায়ী হজক্যাম্প নির্মাণ করা হয়। এ হজক্যাম্পে স্থায়ী হজ অফিস, ঢাকা এর কার্যক্রম ১৯৯৮ সাল থেকে শুরু হয়। বর্তমানে এ ক্যাম্প থেকে হজ-অপারেশন চলমান রয়েছে।

রুপকল্প (Vision): হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিশ্বমানে উন্তিতকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission): তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হজ ও ওমরাহযাত্রীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বান্ধব আধুনিক উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

সাংগঠনিক কাঠামো

হজ অফিস, ঢাকা এর প্রধান নির্বাহী হলেন পরিচালক। এ পদে সরকারের যুগ্মসচিব/উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত। হজ অফিসের পরিচালক সরকারের হজনীতি বাস্তবায়নের মূখ্য কর্মকর্তা। অফিসের প্রশাসনিক কার্যসম্পাদনে তাঁকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য একজন দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদার সহকারী হজ অফিসার, ১১ জন তৃতীয় শ্রেণি এবং ০৭ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারি রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিবছর হজ মৌসুমে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ২১ জন কর্মচারী তিন মাসের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়। স্থায়ী, অস্থায়ী ও ৩মাস মেয়াদী মৌসুমি কর্মকর্তা এবং কর্মচারি মিলিয়ে হজ অফিসের মোট জনবল ৪১।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Stratigic Objectives)

- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হজ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, সরবরাহ এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদের ব্যবস্থা গ্রহণ, হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রা এর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ওয়েবসাইট হজকালীন নিয়মিত বুলেটিন প্রকাশ ও আপডেটের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ওয়েবসাইট/ইন্টারনেটে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান;
- আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট ও নিবন্ধন সনদ গ্রহণ ও ভিসা সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সরকারি এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজযাত্রীদের হজক্যাম্প, ঢাকা এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে প্রতিটি জেলায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
- হজ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে সমন্বয় ও হজক্যাম্পে সেবাদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অফিস স্থাপন;
- প্রাপ্ত কোটানুয়ায়ী হজযাত্রীদের নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ;
- হজযাত্রী ও সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- হজযাত্রীদের প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ;
- হজযাত্রীদের ভিসা সংগ্রহ ও হজে প্রেরণ।

কার্যাবলি (Functions)

- বৈধ হজ এজেন্সির সাথে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন;
- হজযাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থাপনাসহ হজ ও ওমরাহ্ গমন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- হজক্যাম্প তত্ত্বাবধান, হজ মৌসুমে ক্যাম্প প্রস্তুতকরণ, ক্যাম্পে অবস্থানরত হজযাত্রীদের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা প্রদান;
- হজে গমণেচ্ছুদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন সম্পন্নকরণ;
- সৌদি ভিসা বায়ো অ্যাপের মাধ্যমে হজযাত্রীদের বায়োমেট্রিক ভিসার তথ্য নেওয়া;
- হজযাত্রীদের পিআইডি প্রদান, আইডি কার্ড ও অন্যান্য উপকরণ বিতরণ;
- হজযাত্রী, হজগাইড, হজ এজেন্সি ও অন্যান্য ষ্টেক হোল্ডারদের প্রশিক্ষণ;
- হজযাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থাকরণ;
- হজযাত্রীদের টিকা প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান;
- হজ বিষয়ক অভিযোগ নিস্পত্তি;
- হজ তথ্য সেবায় কল সেন্টার স্থাপন;
- সৌদি আরবে মোনাজ্জেমের তথ্য প্রেরণ;
- বিমান কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত সিডিউল অনুযায়ী হজযাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল প্রস্তুত।

হজ প্রতিবেদন ২০২৩

- বাংলাদেশ বিমান, সৌদি এয়ারলাইন্স ও ফ্লাই-নাস এয়ারলাইন্স যোগে আগত সর্বমোট হজযাত্রী ১,২২,৮৮৪ জন (ব্যবস্থাপনা সদস্য সহ);
- বাংলাদেশ বিমান, সৌদি এয়ারলাইন্স ও ফ্লাই-নাস এয়ারলাইন্সের সর্বমোট ফ্লাইট সংখ্যা ৩২৫টি;
- এ বছর পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হয় ২৭ জুন, ২০২৩ রোজ মঙ্গলবার;
- সর্বমোট ইস্যুকৃত হজযাত্রীর ভিসার সংখ্যা ১,২৩,৩৩০ টি;
- অনলাইনে হেলথ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে ৮৬৯০০ জন হজযাত্রীর;
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হজ এজেন্সির সংখ্যা ৬০৩টি;
- সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় মোট হজযাত্রীর সংখ্যা ১,২৪,৪৬১ জন(ব্যবস্থাপনা সদস্য সহ);
- হজযাত্রীদের সৌদি আরবে যাত্রার প্রথম ফ্লাইট ২১ মে, ২০২৩;
- হজযাত্রীদের সৌদি আরবে যাত্রার শেষ ফ্লাইট ২৪ জুন, ২০২৩;
- হজযাত্রীদের প্রথম ফিরতি ফ্লাইট ০২ জুলাই, ২০২৩;
- হজযাত্রীদের শেষ ফিরতি ফ্লাইট ০২ আগস্ট, ২০২৩।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নাম্বার।

- জনাব মো: সাইফুল ইসলাম, পরিচালক, হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকা। মোবাইল নাম্বার-০১৭১৫০৫৭৫৬৯

হজ অফিস ঢাকার কার্যক্রমের কিছু স্থির চিত্রঃ

১. হজ কার্যক্রম-২০২৩ এর শুভ উদ্বোধন করা হয়

১৯ মে, ২০২৩ তারিখ সকাল ১০ টায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হজ কার্যক্রম ২০২৩ শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। হজ ক্যাম্পে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মো. ফরিদুল হক খান। বিশেষ অতিথি জনাব এম শাহাদত হোসাইন তসলিম, সভাপতি, হজ এজেন্সীজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) ও জনাব ঈসা বিন ইউসুফ আল দুহাইলান, মান্যবর রাষ্ট্রদূত, রাজকীয় সৌদি দূতাবাস, ঢাকা এবং ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ধর্ম বিষয়ক সচিব কাজী এনামুল হাসান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. মতিউল ইসলাম এবং হজ অফিস, ঢাকার পরিচালক মো. সাইফুল ইসলাম।

২. ২০২৩ খ্রি: সনের সরকারি ব্যবস্থাপনার ১ম ফ্লাইটের হজযাত্রীগণের ইমিগ্রেশন

সরকারি ব্যাবস্থাপনার প্রথম ফ্লাইটের হজযাত্রীগণের ইমিগ্রেশন সভফলভাবে সম্পন্ন করেন। এই ফ্লাইটটি রুট্ টু মক্কা ইনিশিয়েটিভ এর অন্তর্ভুক্ত। ইমগ্রেশণ নিয়ে বিড়ম্বনার দূর করার জন্য ২০১৯ সালে রুট টু মক্কা ইনশিয়েটিভ চালু করা হয় এবং ২০২৩ সালে শতভাগ ফ্লাইট রুট টু মক্কার মধ্যামে পরিচালিত হয়। এ সময় হজ অফিস, ঢাকার পরিচালক যুগ্মসচিব মো. সাইফুল ইসলাম ইমিগ্রেশন পরিদর্শন ও সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন।

৩. হজযাত্রীগণ হাজি ক্যাম্পে প্রবেশ ও ইমিগ্রেশনের প্রস্তুতি

হজে যাওয়ার উদ্দেশ্য দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে হজযাত্রীগণ অত্যন্ত নিরাপত্তার মধ্যে হাজি ক্যাম্পে উপস্থিত হচ্ছেন। ইমিগ্রেশনের পূর্বে হজযাত্রীগণ তাদের ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছেন এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। হজযাত্রীদের নিরাপত্তা ও সহযোগিতার দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার, স্কাউটস টীম ও আঞ্জুমানে এ খাদেমুল হজ। হজযাত্রীদের সার্বিক বিষয় তত্ত্বাবয়ান করছেন মোঃ সাইফুল ইসলাম, পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা।

৪. কি-ওস্ক মেশিনের মাধ্যমে সরকারি হজযাত্রীদের রিপোর্টিং করা হয়:

সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের ফ্লাইট অনুযায়ী SMS এর মাধ্যমে রিপোর্টিং টাইম জানানো হয় এবং রিপোর্টিং টাইম অনুযায়ী হজযাত্রীগন কি-ওস্ক মেশিন থেকে তাদের প্রোফাইল প্রিন্ট করে তাদের রিপোর্টিং সম্পন্ন করেন। হজযাত্রীগণ কি-ওস্ক মেশিনের মাধ্যমে রিপোর্টিং করায় ফ্লাইট অনুযায়ী রিপোর্টিং করা এবং রিপোর্টিং না করা হজযাত্রীদের তথ্য খুব সহজেই পাওয়া যায়। রিপোর্টিং না করা হজযাত্রীদের পরবর্তীতে আবার রিপোর্টিং এর SMS পাঠানো হয়।

৫. ২০২৩ সালের হজযাত্রীদের বায়োমেট্রিক ভিসার তথ্য নেওয়া হয়:

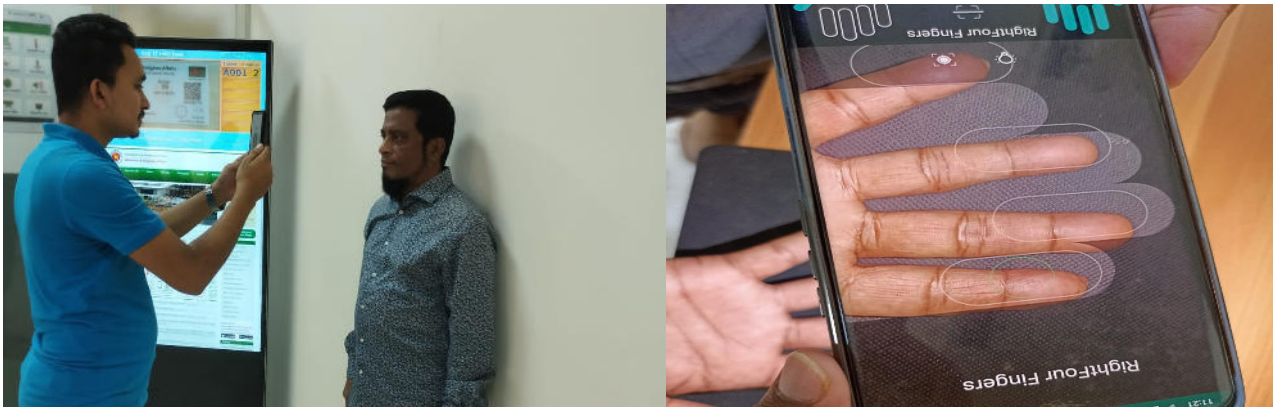

সৌদি আরবের চাহিদামোতামেক ২০২৩ সালের সরকারি ও বেসরকারি হজযাত্রীদের সৌদি ভিসা বায়ো অ্যাপের মাধ্যমে বায়োমেট্রিক তথ্য নেওয়া হয়। নিবন্ধিত হজযাত্রীগণ হজ অফিস, ঢাকায় পাসপোর্ট নিয়ে এসে বায়োমেট্রিক কার্যক্রম সম্পন্ন করেন।

১০.৪ বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা

বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, জেদ্দা সৌদি আরব ২০২৩ সালের হজ্জমৌসুমে সুষ্ঠু হজ্জ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে ২০২২-২৩সনে বছরব্যাপী নিয়মিত দাপ্তরিক কাজের পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়া, নাইজেরিয়াসহ ৫টি দেশের সাথে হোম-অ্যাওয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন/অংশগ্রহণ করেছে। সৌদি হজ্জ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের অধিদপ্তর এবং বিভাগ পর্যায়ে মোট ৪টি দ্বিপাক্ষিক সভায় দেশের হজ্জ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় চাহিদা উত্থাপন করা হয়েছে। ২০২৩ সালের অনুষ্ঠিত হজ্জ ও ওমরা কনফারেন্স ও এক্সিবিশনে বাংলাদেশ হতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের পক্ষে হজ্জ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। করোনা অতিমারির পর, ২০২৩ হজ্জ মৌসুমে বাংলাদেশ হতে মোট ১,২২,৫৫৮জন হজ্জযাত্রী হজ্জব্রত পালন করেন। সরকারি ব্যবস্থাপনায় এ বছর বিগত বছর গুলোর তুলনায় অধিক সংখ্যক (দশ হাজার তিনশত ষাট) বাংলাদেশী মুসলিম জনগোষ্ঠী হজ্জ পালন করেন। সরকারি ব্যবস্থাপনার হজ্জযাত্রীদের জন্য আবাসন, যাতায়াত, চিকিৎসাসহ সকল প্রকার সেবা বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, জেদ্দা এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। হজ্জ ২০২৩ মৌসুমে মৃত্যুবরণকারী শতাধিক হাজির দাফনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অসুস্থ ও হাসপাতালে ভর্তি হাজিদের হজ্জ অফিসের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় হজ্জ সম্পন্ন করা হয়েছে। গুরুতর অসুস্থ ও দীর্ঘমেয়াদে হাসপাতালে অবস্থানকারী হাজিদের সরকারি বিশেষ ব্যবস্থাপনায় দেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেসরকারি এজেন্সিসমূহ কর্তৃক ভাড়াকৃত বাড়ি/হোটেল পরিদর্শন করে হাজিদের বাসস্থান আরামদায়ক ও নিরাপদকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ হতে আগত চিকিৎসক দলের মাধ্যমে ২০২৩ মৌসুমে আগত সকল হাজির চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। হজ্জ ২০২৪ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপলক্ষ্যে অংশীজন পর্যায়ে সভা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সম্মানিত সচিব রাজকীয় সৌদি সরকারের হজ্জ ও ওমরা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশের পক্ষে হাজি সেবা বৃদ্ধিকল্পে চাহিদা সমূহ উপস্থাপন করেন। হজ্জ ও ওমরাহ সফল ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে একটি জাতীয় ও একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করা হয়েছে। বিমানবন্দরসমূহে উপস্থিত থেকে সৌদি আরবস্থ বাংলাদেশ হজ্জ অফিস শতভাগ হাজীদের স্বাগত জানানো এবং বিদায়জানানো কার্যক্রম সম্পাদন করেছে। ঢাকা হতে আগত চিকিৎসক, আইটি, প্রশাসনিক ও কারিগরি দলের সদস্যদের মাধ্যমে ২০২৩ হজ্জ মৌসুমে মোট ৫০,০২৩

জনকে আইটি সেবা,৮৬,৯০০জনহজ্জযাত্রীকে চিকিৎসা সেবাএবং সার্বক্ষণিক হারানো হাজী ও হারানো লাগেজ সংক্রান্ত সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বছরব্যাপী অসংখ্য হারানো ওমরা যাত্রীর অনুসন্ধানে সার্বক্ষণিক বিভিন্ন দপ্তরের সাথে যোগাযোগ এবং সরেজমিন অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া উন্নততর হজ্জ ও ওমরা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে এবং সেবার গুণগত মান বৃদ্ধিকল্পে বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, জেদ্দা ক্ষেত্রভিত্তিক নিম্নরূপ কার্যক্রম সম্পাদন করেছে।

১০.৪.১। বাংলাদেশ প্লাজা, জেদ্দা হজ্জ টার্মিনাল:

বাংলাদেশের হজ্জযাত্রীগণ সাধারণত বাংলাদেশ থেকে যাত্রা করে সরাসরি জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে অবতরণকরে থাকেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশী হজ্জযাত্রীদের সুবিধার্থে ২০১১ সাল হতে জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে একটি প্লাজা ভাড়া করে আসছে। এ ব্যবস্থার ফলে হজ্জযাত্রীরা প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণকরে স্বাচ্ছন্দে মক্কা-মদিনার উদ্দেশ্যে গমণ করেন এবং হজ্জ পরবর্তী সময়ে দেশে ফেরার সময় উক্ত প্লাজায় বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারেন। উল্লেখ্য, জেদ্দা বিমানবন্দরে হজ্জ প্রশাসনিক দলের সদস্য, হজ্জ চিকিৎসক দলের সদস্য এবং আইটি দলের সদস্যগণ হজ্জযাত্রীদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের উপকরণসহ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এতে করে জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে সেবা প্রদানের মান বর্তমানে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। Route to Makkah Initiative চালুর মাধ্যমে সৌদি আরব পর্বের ইমিগ্রেশন বাংলাদেশ সম্পন্ন হওয়ায় হজ্জযাত্রীদের কষ্ট লাঘব হচ্ছে। Route to Makkah Initiative আওতাভূক্ত চলমান ৫০% সুবিধাভোগীর সংখ্যাকে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে ২০২৩ হজ্জ মৌসুমে ১০০% সুবিধাভোগীতেউন্নীত করা হয়েছে। এসেবাচালুরমাধ্যমে হাজিদের নিজেদের লাগেজ ব্যক্তিগতভাবে বহণ করার কষ্ট লাঘব করা সম্ভব হয়েছে। আগামী ২০২৪ সালের হজ্জেআগত সকল ক্যারিয়ারের সকল হাজীদের জন্য শতভাগ Route to Makkah ও Hotel Check-in শতভাগ বাস্তবায়ন Stakeholder পর্যায়ে মতবিনিময় কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ২০২৩ হজ্জ মৌসুমে প্রায় সাড়ে পাঁচশত বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হাজির লাগেজ উদ্ধার করে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। প্রায় ১৩০টি হারানো লাগেজ অভিযোগ বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১০.৪.২। বেসরকারি হজ্জ ও ওমরাহ এজেন্সির সেবা নিশ্চিতকল্পে গৃহীত ব্যবস্থা:

২০২৩ হজ্জ মৌসুমে কার্যক্রম পরিচালনাকারী ৬০৭টি হজ্জ এজেন্সির মোনাজ্জেমসহ যাবতীয় তথ্য সন্নিবেশ করে তালিকা প্রাপ্তির ২৪ ঘন্টার মধ্যে সৌদি ই-হজ্জ সিস্টেমে Activeকরা হয়েছে। ই-হজ্জ সিস্টেমে উদ্ভুত অসংখ্য কারিগরি সমস্যা সমাধানকল্পে ই-হজ্জ টেকনিক্যাল টিম ও সৌদি হজ্জ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে তাৎক্ষণিক সভা করে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ই-হজ্জ সিস্টেমে উদ্ভুত সমস্যা প্রতিরোধে একটি সুপারিশমালা প্রস্তুতপূর্বক হজ্জ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ এমন ব্যক্তিকে কলসেন্টারে কর্মী হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।

বেসরকারি এজেন্সি জাতীয় হজ্জনীতি ও সরকার ঘোষিত হজ্জ প্যাকেজ অনুসরণ করে হজ্জযাত্রী সংগ্রহ করে মক্কা-মদিনায় বাড়িভাড়া করে হজ্জযাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে থাকে। বেসরকারি হজ্জ এজেন্সিগুলোর সংগঠন হজ্জ এজেন্সি এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ তথা হাব এসব এজেন্সির নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। যেসব এজেন্সি হাজীদের মক্কা-মদিনায় পাঠিয়ে প্রাপ্য সেবা প্রদান থেকে বঞ্চিত করে সেসব এজন্সিকে তদারকি করার জন্য হজ্জ প্রশাসনিক দল প্রেরণপূর্বক মক্কা ও মদিনায় বাড়ি/হোটেল পরিদর্শন করা হয়েছে।

৩৫টি হোটেলের বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের পরঅভিযোগেরবিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২৩ হজ্জ মৌসুমে বেসরকারি হজ্জ এজেন্সির সেবার মানের বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগের মধ্যে অধিকাংশ তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছেএবংগুরুত্ব অভিযোগসমূহ শুনানীয়ান্তে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী বছরগুলোতে অভিযুক্ত ও দায়ী এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা যেমন লাইসেন্স বাতিল, আর্থিক জরিমানা ও মামলার ব্যবস্থা গ্রহণ করে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একইসাথে হাব এর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে হজ্জযাত্রীদের প্রদেয় সেবার মান বৃদ্ধির জন্য মক্কা হজ্জ অফিস হাব এর জন্য আলাদা অফিস ও হেলপ ডেস্ক রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি ও বেসকারি ব্যবস্থাপনায় গমনকারি সকল হজ্জযাত্রীর সেবা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হজ্জযাত্রী ও ওমরাহযাত্রীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর হজ্জ কার্যক্রম সহজ করা ও বর্ধিত হজ্জযাত্রীদের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা লক্ষে হজ্জ ও ওমরাহ লাইসেন্স প্রদানসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১০.৪.৩। সরকারি ব্যবস্থাপনার হজ্জযাত্রীদের আবাসনসহ সামগ্রিক সেবা নিশ্চিতকরণে গৃহীত ব্যবস্থা:

হজ্জ ব্যবস্থাপনায় উন্নতির অন্যতম প্রধান শর্ত হলো হজ্জযাত্রীদের জন্য উন্নতমানের আবাসনের ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে মক্কা ও মদিনায় হজ্জযাত্রীদের জন্য ভাড়া করা বাড়ি/হোটেলগুলোর বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া হয়। বাড়ি/হোটেল ভাড়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনিয়মকে দূর করে বাড়ি ভাড়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। দূরবর্তী, পুরাতন ও পাহাড়ের উপর বাড়ি ভাড়া করার পরিবর্তে হারাম শরীফের নিকটবর্তী সমতল ভূমিতে অপেক্ষাকৃত নতুন বাড়ি/হোটেলভাড়া করা হয়েছে। এছাড়া হজ্জ মৌসুমে হজ্জযাত্রীদের অব্যয়িত অর্থ হজ্জযাত্রীদের ফেরত প্রদান করা হয়েছে। হজ্জযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত বাড়ি/হোটেলগুলোতে ডিজিটাল বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। ডিজিটাল বোর্ডে সকল প্রকার তথ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে হাজিদের দোরগোড়ায় তথ্য পৌঁছে দেয়া হয়েছে। মিনা ও আরাফার তাঁবুতে উন্নতমানের এয়ারকন্ডিশন সংযোগসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। মিনা ও আরাফায় মোয়াল্লেম সরবরাহকৃত খাবারে বাংলাদেশী স্বাদ ও খাবারের প্রতুলতা নিশ্চিত করা হয়েছে। মিনার তাঁবুতে শতভাগ হাজির একক বিছানা নিশ্চিত করা হয়েছে। মক্কা-মাশায়ের মোকাদ্দাসায় সকল যাতায়াতে প্রতিজন হাজির আসন এবং নির্দিষ্ট সময়ে যাতায়াতের যানবাহন গমনাগমনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে সম্ভবপরসকল ভ্রমণে কোন হাজিকেযানবাহনের জন্য দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে হয়নি বা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় যাতায়াত করতে হয়নি।

১০.৪.৪। রাজকীয় সৌদি সরকারের স্বীকৃতি:

হজ্জ ব্যবস্থাপনায় গুণগত পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হওয়ায় তা সৌদি আরবের হজ্জওওমরা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূয়সী প্রশংসা করাহয়েছে। সৌদি হজ্জওওমরা মন্ত্রণালয়ের অধীন দক্ষিণ এশীয় হাজী সেবা সংস্থা তথাআল-বাইতগেস্টস, মোয়াচ্ছাছা অফিস ২০১০সালহতেক্রমান্বয়ে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখ্যযোগ্য উন্নতি সাধিত হওয়ায় বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলে স্বীকৃতি প্রদান করে।

হজ্জ ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ্জ ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে অবকাঠমোগত উন্নয়ন, জনবল বৃদ্ধি, আন্তঃমন্ত্রণালয় সম্পর্ক বৃদ্ধি, সৌদি সরকারের সাথে হজ্জ সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পর্ক উন্নয়ন ও হাজীদের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে। ফলে হজ্জব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। হজ্জযাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। হজ্জ ব্যবস্থাপনায় সেবার মান উন্নত হয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ্জ ব্যবস্থাপনায় সফলতার এ ধারা আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে।

১০.৫ হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান করাই হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের প্রধান কাজ। মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২৫ সদস্যের একটি ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে। বোর্ডের সিদ্ধান্তের আলোকে নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয়েছে।

০৯.০৩.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার চিত্র

(ক) ২০২২-২৩ অর্থবছরে ট্রাস্ট তহবিল থেকে প্রায় ১১১০টি হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ০২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা এবং প্রায় ১১০০ জন অসচ্ছল ব্যক্তিকে ৮৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া হিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত ২ কোটি টাকা দেশের প্রায় ৬,০০০টি পূজা মণ্ডপে প্রদান করা হয়।

অনুদানের চেক হস্তান্তর করছেন ট্রাস্টের সি. ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রী মনোরঞ্জন শীল গোপাল, এমপি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে শারদীয় দুর্গাপূজায় অনুদানের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানের একটি চিত্র

(খ) বৃত্তি প্রদান: হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে এ বছর মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রী) ২০০০ ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা করে নগদ ও বিকাশের মাধ্যমে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

(গ) জাতীয় দিবস দিবস উপলক্ষ্যে ট্রাস্ট কার্যালয়ে বিশেষ আলোচনা ও প্রার্থনা সভার আয়োজন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন

১৫ আগস্ট ২০২২ জাতীয় শোক দিবসের বিশেষ প্রার্থনা সভা

২৬ মার্চের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মোঃ ফরিদুল হক খান এমপি

জন্মাষ্টমী ২০২২ উপলক্ষে জেলা পর্যায়ে আয়োজিত অনুষ্ঠান

(ঘ) অন্যান্য কাজ: হিন্দু জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বিভিন্ন সময়ে হঠাৎ ঘটে যাওয়া হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যেও কাজ করে থাকে।

- তীর্থভ্রমণ:

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে তীর্থ ভ্রমণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এবছর দেশের মধ্যে তীর্থভ্রমণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

তীর্থ ভ্রমণে তীর্থযাত্রীগণ

ট্রাস্ট কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালন

শেখ রাসেল দিবস পালন

বঙ্গবন্ধু স্টাডী সেন্টার উদ্বোধনে আলোচনা সভা

<u>মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্প:</u>

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়'" পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ৫,০০০টি মন্দির ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র, ১,৪০০ টি মন্দির ভিত্তিক ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র (বয়স্ক) এবং ১,০০০টি মন্দির ভিত্তিক ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র (শিশু) পরিচালনা করা। প্রকল্প মেয়াদে সর্বমোট ৬,০০,০০০ জন শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, ১,৬৮,০০০ জন বয়স্ককে অক্ষরজ্ঞানসহ নৈতিক শিক্ষা এবং ১,২০,০০০ জন শিক্ষার্থীকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হবে। প্রকল্পের আওতায় ৭৪০০ টি শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১২৪ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। অবমুক্ত ১০৪ কোটি ৭৮ লক্ষ তন্মধ্যে ব্যয়ের পরিমান ১০৪ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র

"সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার" শীর্ষক প্রকল্প:

সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার প্রকল্প-এ ২০২২-২৩ অর্থসালে মোট 5147.70 লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তন্মধ্যে আবর্তক ব্যয় 265.39 লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ব্যয় হয় 4882.31 লক্ষ টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মোট 2012টি মন্দিরের নির্মাণ কার্য ১০০% সম্পূর্ণ হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় সংস্কাকৃত মন্দির

"ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতাবৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প:

"ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতাবৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থসালে মোট বরাদ্দ ছিল ১৭ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। অবমুক্ত 13 কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তন্মধ্যে আবর্তক ব্যয় ১৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ব্যয় হয় ৯.৪ লক্ষ টাকা।

"ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতাবৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১১,৭৬৮ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পুরোহিত প্রশিক্ষণে উপস্থিত পুরোহিতগণ

১০.৬ বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা । দেশের বৌদ্ধ জনসাধারণের ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সনের মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৬৯ নম্বর অধ্যাদেশ-এর ৩ ধারার বিধান অনুসারে ১৯৮৪ সনে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০১৮খ্রিস্টাব্দে সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নম্বর আইন) এর বিধান অনুসারে Buddhist Religious Welfare Trust Ordinance, 1983 রহিতক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক পুন:প্রণীত বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ১৭ নং আইন) মহান জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ১৭ নং আইন) এর বিধান অনুসারে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত ।

বোর্ড অব ট্রাস্টি

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ১৭ নং আইন) এর ৫ ধারার বিধান অনুসারে ট্রাস্টের পরিচালনার দায়িত্বভার সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত। নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বর্তমান বোর্ড অব ট্রাস্টি পুনর্গঠন করা হয়:

ক্রমিক	নাম	পদবি
০১.	জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান (পদাধিকার বলে)
০২.	জনাব রমেশ চন্দ্র সেন এমপি	সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান-১
০৩.	বেগম আরমা দত্ত এমপি	সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান-২
০৪.	জনাব মু: আ: হামিদ জমাদ্দার সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ট্রাস্টি (পদাধিকার বলে)
০৫	জনাব সুপ্ত ভূষণ বড়ুয়া (কক্সবাজার জেলা)	ভাইস-চেয়ারম্যান
০৬.	জনাব মিথুন রশ্মি বড়ুয়া (চট্টগ্রাম জেলা)	ট্রাস্টি
০৭.	মিসেস ববিতা বড়ুয়া (চট্টগ্রাম জেলা)	ট্রাস্টি
০৮.	মিসেস রুপনা চাকমা (খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা)	ট্রাস্টি
০৯.	জনাব রঞ্জন বড়ুয়া (চট্টগ্রাম জেলা)	ট্রাস্টি
১০.	জনাব জয় সেন তঞ্চগ্যা (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা)	ট্রাস্টি
১১.	জনাব জ্যোতিষ সিংহ (কুমিল্লা জেলা)	ট্রাস্টি
১২.	জনাব হ্লা থোয়াই হ্লী মার্মা (বান্দরবান পার্বত্য জেলা)	ট্রাস্টি

স্থায়ী আমানত

ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা কালে ১৯৮৪খ্রিঃ তৎকালিন সরকার এক কোটি টাকার আমানত তহবিল বরাদ্দ প্রদান করেন এবং উক্ত তহবিল থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দিয়ে ট্রাস্টে কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের পরিমান ৭.০ কোটি টাকা।

২. রূপকল্প: ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় ।

৩. অভিলক্ষ্য : দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, সংস্কার ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উদযাপন এবং ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুদৃঢ়করণ ।

৪. ট্রাস্টের ২০২২-২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

বৌদ্ধ ধর্মীয় উপসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্ম চর্চার ক্ষেত্র তৈরী, সামগ্রিক উন্নয়ন, উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষা প্রভৃতি কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদনের লক্ষে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাই এই ট্রাস্টের প্রথম ও প্রধান কাজ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে সরকারের সদিচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্ট এর কার্যক্রম ও কর্ম তৎপরতা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহাসিক পটভূমি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড পূর্ণগঠনের পর থেকে মাননীয় চেয়ারম্যান ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের গতিশীল নির্দেশনা, মাননীয় সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান এবং সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান ও সকল সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্ট কার্যক্রমে নবজাগরণের সূচনা হয়েছে যা দিন দিন বেগবান হচ্ছে। বর্তমানে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা সংখ্যা ৫ হাজার এর অধিক এবং বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডার সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

৪.১ বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপাসনালয়/ শ্মশান সংস্কার ও মেরামত করার জন্য অনুদান প্রদান

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপাসনাল/শ্মশান সংস্কার ও মেরামতের জন্য বার্ষিক অনুদান ও বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা সংস্কার ও মেরামতের জন্য ২০ লক্ষ টাকা এবং শ্মশান সংস্কার ও মেরামতের জন্য ১০লক্ষ টাকাসহ মোট ৩০লক্ষ টাকা ৮৮টি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে(বিহার) এবং ৩৫টি বৌদ্ধ শ্মশানে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে তৃণমূল পর্যায়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা বৌদ্ধ জনগণ বিশেষ উপকৃত হয়েছে ।

৪.২.শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ অনুদান প্রদান

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন তথা দানোত্তম কঠিন চীবর দান উৎসব উদযাপন উপলক্ষে ট্রাস্টের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিবছর বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বরাবরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে বিশেষ অনুদান প্রদান করে আসছে ।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত ৩(তিন) কোটি টাকা বিশেষ অনুদান দেশের ১৩৯২টি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে অগ্রধিকার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদায় ধর্মীয় উৎসবসমূহ পালন করেছে। তৎজন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট তথা বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ জনগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

৪.৩ অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষু ও দুঃস্থদের চিকিৎসা সহায়তা (বিশেষ অনুদান) প্রদান

ট্রাস্টি বোর্ডের উদ্যোগে বাংলাদেশে অবস্থিত অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক ভিক্ষু/শ্রমন ও অসহায়গৃহীদের চিকিৎসা জন্য অনুদান প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিবছর অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক ভিক্ষু/শ্রমনের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬৬ জনকে (অসহায় ব্যক্তি ও বৌদ্ধ ভিক্ষু) চিকিৎসার জন্য মোট ৯ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৪.৪ অস্বচ্ছল বৌদ্ধ ছাত্রছাত্রী শিক্ষা সহায়তা বাবদ বৃত্তি প্রদান

২০২২-২৩ অর্থবছরে ট্রাস্টি বোর্ডের উদ্যোগে বাংলাদেশে অবস্থিত উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরের অস্বচ্ছল বৌদ্ধ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তা বাবদ শিক্ষা বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হয় । ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৪জন অস্বচ্ছল বৌদ্ধ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তা বাবদ ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা শিক্ষা বৃত্তি অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৪.৫.ধর্মীয় উৎসব উদযাপন

জাতীয় পর্যায়ে সরকারের সাথে বৌদ্ধ জনগণের সেতু বন্ধন হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকারের আমলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবসমূহ অত্যন্ত জাকঝমকপূর্ণভাবে যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদযাপন করা হচ্ছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব **''শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দান''** উপলক্ষে মাসব্যাপি বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ ও জাতির মঙ্গল ও সমৃদ্ধি তথা বিশ্ব শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

প্রতিবছর মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা ও শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা** উপলক্ষে পৃথক পৃথক বাণী প্রদানের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে জাতি ধর্ম বর্ণ দল, মত নির্বিশেষে জাতীয় উন্নয়নের জন্য একযোগে কাজ করার দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা-২০২২ উপলক্ষে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে করেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান এমপি মহোদয়ের নেতৃত্বে বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ এর সাথে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু ও বৌদ্ধ সমাজের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ও সুশীল সমাজের নেতৃবর্গ সাক্ষাৎ করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব **''শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা-২০২৩''** উপলক্ষে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো: সাহাবুদ্দিন বঙ্গভবনে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু, বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

৪.৬ জাতীয় দিবস উদযাপন

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় উৎসবসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস, ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস এবং ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিসব উদযাপন উপলক্ষে ট্রাস্টের উদ্যোগে বিশেষ আলোচনা সভার আয়েজেন করা হয়েছে। এছাড়া এসব দিবসে দেশের সকল বৌদ্ধ বিহার/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/উপাসনালয়ে জাতির অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও সকলের মঙ্গল তথা বিশ্ব শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনারও আয়োজন করা হয়েছে।

৪.৭ দেশের বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বৌদ্ধ শ্মশান এর তালিকা প্রণয়ন

দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ ক্যাং/চৈত্য ও বৌদ্ধ সার্বজনীন শ্মশানের হালনাগাদ সংখ্যার নিরূপন ও তালিকাভূক্তির কার্যক্রম চলছে। দেশের সকল বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ট্রাস্টের কার্যক্রমের আওতায় আনার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

৪.৮ বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশনা কার্যক্রম

বতমার্ন ট্রাস্টি বোর্ড দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত পালি-বাংলা অভিধান (১ম ও ২য় খণ্ড) এর প্রকাশনার কাজ সুসম্পন্ন করা হয়। এই উপমহাদেশে বাংলা-পালি সাহিত্যে এটা প্রথম পালি-বাংলা অভিধান।

এই অভিধানটি বাংলা-পালি সাহিত্যের গবেষক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। নিয়মিতভাবে ট্রাস্টের উদ্যোগে ''সপ্তপর্ণী'' নামে একটি বার্ষিক জার্নাল প্রকাশ করা হয়। "বুদ্ধ পূর্ণিমা-২০২৩" উপলক্ষে ''সপ্তপর্ণী'' প্রকাশ করা হয়েছে ।

৪.৯ ওয়েবসাইট

তথ্য প্রযুক্তির সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষে বর্তমান সরকারের ''রূপকল্প -২০২১'' বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে অবাধ তথ্য প্রবাহ আদান প্রদানের জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের একটি নিজস্ব ওয়েব-সাইট *(www.brwt.gov.bd)* চালু করা হয়েছে। এ ওয়েব-সাইট দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যাবে। এতথ্য দেশ-বিদেশের লোকজনের অনেক উপকারে আসবে।

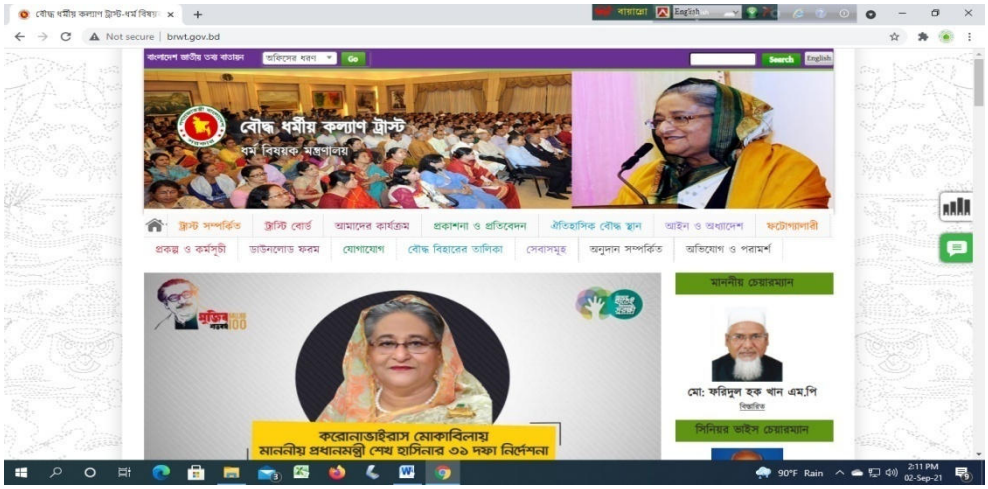

৪.১০ প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প

কোমলমতি বৌদ্ধ শিশুদের স্কুলমুখী করে তোলা ও তাদের মধ্যে ধর্মীয় ও নৈতিকতাসম্পন্ন যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে ২০১৫খ্রি: হতে ''প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প''বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলায় এ পর্যন্ত মোট ১০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬ হাজার বৌদ্ধ শিশু ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রাক- প্রথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। এ প্রকল্পের শতকরা ৮০ ভাগ শিশু মুল ধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এ প্রকল্প গ্রহণের ফলে তৃণমুল পর্যায়ে ১০০জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। জানুয়ারি, ২০১৮খ্রিঃ হতে উক্ত প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে যা ডিসেম্বর,২০২১খ্রিঃ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের আওতায় ১২টি বৌদ্ধ অধ্যুষিত জেলার ৬২টি উপজেলায় মোট ৩০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ২০হাজার বৌদ্ধ শিশু ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রাক-প্রথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে মুল ধারায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে।

জানুয়ারী, ২০২২খ্রিঃ প্যাগোডা ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৩য় পর্যায় প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয়। তিন বছর (২০২২-২৩ হতে ২০২৪-২৫) প্রকল্পের ব্যয় ১৬কোটি ২৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। এই প্রকল্পের আওতায় ৩০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬০০০ বৌদ্ধ শিশু প্রাক-প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা এবং ১০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ২০০০জন

কিশোর কিশোরী সহজ ত্রিপিটক শিক্ষা কোর্সে অধ্যয়ন করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে তৃণমুল পর্যায়ে ৪০০জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

৪.১১.বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক যে সমস্ত বৌদ্ধ বিহারের মেরামত ও সংস্কার করার জন্য বার্ষিক অনুদান মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে সে সমস্ত বৌদ্ধ বিহারসমূহের মেরামত/সংস্কার কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে অবলোকন করার জন্য সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান, সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি বান্দরবানসহ অন্যান্য জেলার বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করেন।

৪.১২.অন্যান্য কার্যক্রম

আইন শৃংঙ্খলা রক্ষা, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্মানিত ট্রাস্টিগণ নিজ নিজ এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর গতিশীল নেতৃত্ব ও সক্রিয় নির্দেশনায় এবং ট্রাস্টের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সঠিক পরিচালনায় এবং ট্রাস্টের সম্মানিত সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান, সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান এবং সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দের সার্বিক ও সক্রিয় সহযোগিতায় বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম তৃণমুল পর্যায়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

৪.১৩. বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট	সংশোধিত বাজেট
পরিচালন ব্যয়	১,১৬,০০	১,০৯,৯৪
উন্নয়ন ব্যয়	-	৫,০০,০০

১০.৭ খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

১। খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা

খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। দেশের খ্রিস্টান জনগণের ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারিকৃত অধ্যাদেশ নম্বর ৭০-এর ৫ ধারা বলে ৫ নভেম্বর, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে ইহা গঠন করা হয়। খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট-এর এখনও পর্যন্ত কোন শাখা কার্যালয় নেই। খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড অব ট্রাস্টি রয়েছে।

২। বোর্ড অব ট্রাস্টি

খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮-এর ৫নং ধারা মোতাবেক ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বভার সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যাস্ত। ২১ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বর্তমান বোর্ড অব ট্রাস্টি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

ক্রম	নাম	পদবি
০১.	জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান, এম.পি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
০২.	জনাব জুয়েল আরেং, এম.পি মাননীয় সংসদ সদস্য- ১৪৬ (ময়মনসিংহ-১)	সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান-১
০৩.	এডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার, এম.পি মাননীয় সংসদ সদস্য-৩৩০ (মাহিলা আসন-৩০)	সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান-২
০৪.	ড. নমিতা হালদার, এনডিসি	ভাইস-চেয়ারম্যান
০৫.	জনাব মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ট্রাস্টি
০৬.	ড. বেনেডিক্ট আলো ডি' রোজারিও	ট্রাস্টি
০৭.	জনাব নির্মল রোজারিও	ট্রাস্টি
০৮.	জনাব পিউস কস্তা	ট্রাস্টি
০৯.	উপাধ্যক্ষ রেমন্ড আরেং	ট্রাস্টি
১০.	জনাব উইলিয়াম প্রলয় সমদ্দার	ট্রাস্টি
১১.	জনাব বাবু মার্কুস গমেজ	টাস্টি
১২	জনাব জেমস সব্রত হাজরা	ট্রাস্টি

মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে ২০২২-২৩ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার একাংশ।

স্থায়ী আমানতঃ

২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ নভেম্বর ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার পর জাতীয় সংসদে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নপূর্বক ২০১১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার এনডামেন্ট তহবিল ছারপূর্বক ট্রাস্টের নামে জনতা ব্যাংক লিঃ-এর জিরো পয়েন্ট শাখায় একটি স্থায়ী আমনত করা হয়। বর্তমানেও ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ৫ কোটি টাকা রয়েছে। ট্রাস্টের এই ৫ কোটি টাকার স্থায়ী আমানতের মুনাফার অর্থ দেশের বিভিন্ন চার্চ/গির্জা/কবরস্থান/উপাসনালয়ের অনুকূলে মেরামত/সংস্কার/মাটিভরাট/বাউন্ডারী নির্মাণ ইত্যাদি কাজের জন্য অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়ে থাকে।

৩। অনুদান প্রদান কার্যক্রমঃ

(ক) চার্চ/গির্জা/কবরস্থান/উপাসনালয় মেরামত ও সংস্কারে অনুদান প্রদানঃ ট্রাস্টের ৫ কোটি টাকার এনডাওমেন্ট তহবিলের আয় হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৫০টি চার্চ/গির্জা/কবরস্থা/উপাসনালয়ের মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য ২০ (বিশ লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অনুদান গ্রহণকারীগণের একাংশ।

(খ) সানডে স্কুলের জন্য অনুদান প্রদানঃ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৫ কোটি টাকার এনডাওমেন্ট তহবিলের আয় হতে চার্চ কেন্দ্রিক ১৫টি সানডে স্কুলের অনুকূলে মোট ৫ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অনুদান গ্রহণকারীগণের একাংশ।

(গ) বড়দিন উদযাপন উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুদানঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে শুভ বড়দিন-২০২২ খ্রিস্টাব্দ উপলক্ষে প্রাপ্ত ২ কোটি টাকা দেশের ৮০৬টি চার্চ/গির্জা/উপাসনালয়ের অনুকূলে উৎসব অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অনুদানের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের একাংশ।

৪। জাতীয় দিবস উদযাপনঃ

ক) ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী পালনঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষে ১৭ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চ-সহ দেশের বিভিন্ন চার্চ/উপসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়েছে। ঢাকার তেজগাঁও-এ অবস্থিত বটমলী হোমস্ অর্ফানেসসহ ৩টি দুস্থ ও পুর্ণবাসন কেন্দ্রে খাবার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, বিশেষ প্রার্থনা শেষে জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে খ্রিস্টভক্তের অংশগ্রহণে কেক কাটা অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে।

১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনা শেষে আলোচনা কর হয় তাঁর কর্মময় জীবনের উপর।

১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনার একাংশ

খ) ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালনঃ খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে প্রতিবারের ন্যায় এবারও তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চে বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রার্থনানুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ১৫ আগস্ট নিহত তাঁর পরিবারের সকল শহীদের আত্মার মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করা হয়।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠানের পর আলোচনা সভার একাংশ।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠানের একাংশ।

গ) মহান বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহীদদের স্মরণে ও জাতির সুখ সমৃদ্ধি কামনা করে তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।

৫। ২০২২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভবনে শুভ বড়দিন উপলক্ষে আয়োজিত শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে সহযোগিতা প্রদানঃ শুভ বড়দিন উপলক্ষে ২৫ শে ডিসেম্বর বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন। খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট-এর পক্ষ থেকে বঙ্গভবনে শুভ বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানের জন্য অতিথিগণের তালিকা প্রেরণসহ প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

২৫ শে ডিসেম্বর বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে শুভ বড়দিন উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানের একাংশ।

৬। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সাথে শুভ বড়দিন উপলক্ষে আয়োজিত শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে সহযোগিতা প্রদানঃ প্রতি বছরের ন্যায় শুভ বড়দিন-২০২২ উপলক্ষে ২১ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর কার্যালয় থেকে ঢাকার তেজগাঁও-এর ফার্মগেটে অবস্থিত 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল অডিটরিয়ামে' উপস্থিত খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে ভার্চুয়ালী বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন। এই শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান আয়োজনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছে।

শুভ বড়দিন-২০২২ উপলক্ষে ২১ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ভার্চুয়ালী শুভ বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানের একাংশ।

শুভ বড়দিন-২০২২ উপলক্ষে ২১ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ভার্চুয়ালী শুভ বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানের একাংশ।

৭। কর্মশালা/প্রশিক্ষণের আয়োজনঃ

ক) পালক-পুরোহিতদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজনঃ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় ময়মনসিংহ শহরে কারিতাস অডিটরিয়ামে পালক-পুরোহিতদের **দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক** ০১টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় ১৬৮ জন পালক-পুরোহিত অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জনাব **মোঃ ফরিদুল হক খান এম.পি** মহোদয় উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেব উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ পনেন পল কুবি, সিএসসি, ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব জুয়েল আরেং, এম.পি মহোদয়।
পালক-পুরোহিতদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত পালক-পুরোহিতগণের একাংশ।

পালক-পুরোহিতদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জনাব **মোঃ ফরিদুল হক খান এম.পি** মহোদয় সাথে পালক-পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারীনি ও অংশগ্রহণকারীগণের একাংশ।

খ) যুবক-যুবতীদের নীতি ও নৈতিকতা বিষয়ক যুব প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনঃ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে যুব সমাজের নীতি ও নৈতিকতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা গঠনে যুব সমাজের ভূমিকার উপর যুবক-যুবতীদের জন্য ০২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে যুবক-যুবতীদের নীতি ও নৈতিকতা বিষয়ক যুব প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ৩৫৫ যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেছেন।

গ) **১৯তম 'নীতি-নৈতিকতা বিষয়ক যুব কর্মশালাঃ** ২৮ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, নাটোর জেলাধীন মারীয়াবাদ বোর্ণী ধর্মপল্লীর অডিটরিয়ামে, ১৯তম 'নীতি-নৈতিকতা বিষয়ক যুব কর্মশালা' অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত এই কর্মশালয় সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের ট্রাস্টি ও সচিব জনাব নির্মল রোজারিও। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের শ্রদ্ধেয় বিশপ জের্ভাস রোজারিও, এসটিডি, ডিডি।

নীতি ও নৈতিকতা বিষয়ক যুব প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ।

নীতি ও নৈতিকতা বিষয়ক যুব প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণের একাংশ।

ঘ) ২০তম 'নীতি-নৈতিকতা বিষয়ক যুব কর্মশালাঃ ০২ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, খুলনা জেলায় সিএসএস আভা সেন্টার কনফারেন্স হলে ২০তম 'নীতি-নৈতিকতা বিষয়ক যুব কর্মশালা' অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত এই কর্মশালয় সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের ট্রাস্টি ও সচিব জনাব নির্মল রোজারিও। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল শ্রদ্ধেয় বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী, গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য ও ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান এডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান ড. নমিতা হালদার, এনডিসি।

নীতি ও নৈতিকতা বিষয়ক যুব প্রশিক্ষণ কর্মশালার একাংশ

নীতি ও নৈতিকতা বিষয়ক যুব প্রশিক্ষণ কর্মশালার একাংশ

৮। জাতীয় অনুষ্ঠানে পবিত্র বাইবেল পাঠক মনোনয়নঃ খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় অনুষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ করার জন্য পালক/পুরোহিত/পবিত্র বাইবেল পাঠক প্রেরণ করা হয়।

৯। অন্যান্যঃ এছাড়াও উল্লেখিত সময়কালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন উদ্যোগের সাথে এবং দেশের খ্রিস্টান সমাজের সাধারণ নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সর্বদা ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

১১.০ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০22-23 অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ

১১.১ ২০২2-২3 অর্থবছরের পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩
পরিচালন ব্যয়	৩১৮,৪০,০০	৩১৪,২১,৯৭
উন্নয়ন ব্যয়	২০৩৪,৭৪,০০	৩৭৪৬,৫৫,০০
মোট=	২৩৫৩,১৪,০০	৪০৬০,৭৬,৯৭

১১.২ পরিচালন বাজেট ২০২২-২৩

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩
সাধারণ কার্যক্রম	৫৮,২৮,০০	৫৫,৩৮,১৬
বিশেষ কার্যক্রম	১২৯,২৬,০০	১৩১,১৪,৪২
সহায়তা কার্যক্রম	১৩০,৮৬,০০	১২৭,৫৯,৩৯
মোট=	৩১৮,৪০,০০	৩১৪,২১,৯৭

১১.৩ উন্নয়ন বাজেট ২০২২-২৩

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩
সচিবালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৪৯,৯৯,০০	৩৮,৭১,০০
ইসলামিক ফাউন্ডেশন	১৮১৭,৮৬,০০	৩৪৯০,৪৫,০০
বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট	০	৫,০০,০০
হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট	৬৬,৮৯,০০	২১২,৩৯,০০
মোট=	২০৩৪,৭৪,০০	৩৭৪৬,৫৫,০০

১২। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা (জনসংযোগ কর্মকর্তা):

জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭৬৩৪৮
ফ্যাক্সঃ +৮৮-০২-৯৫১১১১৬
ই-মেইল- anwar27info@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ www.mora.gov.bd

১৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি :

জনাব মো :সাখাওয়াত হোসেন
উপসচিব (উন্নয়ন)
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭৬৬৬০
ফ্যাক্সঃ +৮৮-০২-৯৫১২২৮৬
ই-মেইল- moragovbd@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ www.mora.gov.bd

১৪। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানগণের নাম, পদবি, ফোন নম্বর (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১৬.১ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ক্রম	কর্মকর্তার নাম	পদবি	দাপ্তরিক টেলিফোন নম্বর
১.	জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান এম.পি.	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী	৮১৭১২০৮ (সংসদ) ৯৫৭৪০০৪, ৯৫১৪১২২ (মন্ত্রণালয়)
২.	জনাব দিদারে আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরী (১৫.০১.২০২৩ পর্যন্ত)	মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব)	৯৫১৪১১০
৩.	জনাব মো: সাদিকুর রহমান খান (১৬.০১.২০২৩ হতে)	মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব)	৯৫১৪১১০
৪.	জনাব মো: মামুনুল করিম (২২.১১.২০২২ পর্যন্ত)	মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব)	৯৫৭৬৩৫০
৫.	জনাব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম (২২.১১.২০২২ হতে)	মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	৯৫৭৬৩৫০

৬.	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন (১৩.০৩.২০২৩ পর্যন্ত)	সিনিয়র জনসংযোগ কর্মকর্তা	৯৫৭৬৩৪৮
৭.	জনাব মো: আসিফ আহমেদ (১৪.০৩.২০২৩ হতে)	জনসংযোগ কর্মকর্তা	৯৫৭৬৩৪৮
৮.	জনাব মোঃ মাইনুল ইসলাম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৯৫১৪১২২
৯.	জনাব কাজী এনামুল হাসান এনডিসি	সচিব	৯৫১৪৫৩৩
১০.	জনাব মোঃ যুবায়ের	সচিবের একান্ত সচিব সহকারী :সি) (সচিব	৯৫৭৪০১১
১১.	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৯৫১৪৫৩৩
১২.	জনাব মো: নায়েব আলী মন্ডল	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	৯৫১৫৫৪৩
১৩.	জনাব নাজমা বেগম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তার দায়িত্বে কর্মরত (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)	9512260
১৪.	মু: আ: আউয়াল হাওলাদার	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)	৯৫40151
১৫.	জনাব মোঃ হাতেম আলী	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অতিরিক্ত সচিব (উ:) এর দপ্তর	৯৫40151
১৬.	জনাব মো: মতিউল ইসলাম	অতিরিক্ত সচিব (হজ)	৯৫৭৬৩৫৪
১৭.	জনাব মো: আব্দুস সালাম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (হজ)	৯৫৭৬৩৫৪
১৮.	জনাব মোঃ মুনিম হাসান	অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা ও আইন)	৯৫১২২৩৯
১৯.	জনাব মো: নায়েব আলী মন্ডল	যুগ্মসচিব (বাজেট ও অনুদান)	৯৫৫৯৪৬৭
২০.	জনাব মো: রবিউল ইসলাম	যুগ্মসচিব (বাজেট ও হিসাব)	৯৫৪০১৬৩
২১.	জনাব মোহাম্মদ কুদ্দুছ আলী সরকার	যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)	9545737
২২.	জনাব মোহাম্মদ মাহবুব আলম	উপসচিব (সংস্থা ও আইন এবং হজ)	৯৫৬৫০১৯
২৩.	জনাব মো: সাখাওয়াত হোসেন	উপসচিব (উন্নয়ন)	৯৫৭৬৬৬০
২৪.	জনাব মো: সাখাওয়াৎ হোসেন	উপসচিব (প্রশাসন)	9545738
২৫.	ড. মোঃ মঞ্জুরুল হক	উপসচিব (অনুদান ও অডিট)	৯৫৭৭২৩৮
২৬.	জনাব আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন	উপসচিব (হজ-১)	৯৫৪৬৫৯০
২৭.	জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	সিস্টেমস এনালিস্ট (আইসিটি)	৯৫৪০১৬৫
২৮.	জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান	প্রোগ্রামার (আইসিটি)	৯৫৪০১৬৫
২৯.	জনাব মোঃ ইমামুল হক	সহকারী প্রোগ্রামার (আইসিটি)	৯৫৪০১৬৫
৩০.	মাহমুদ মাতিন	সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী	৫৫১০০৩২৫
৩১.	জনাব মো: মোস্তফা কাইয়ুম	সিনিয়র সহকারী সচিব (অনুদান)	৯৫৪০১৪৭
৩২.	জনাব এস.এম. মনিরুজ্জামান	সিনিয়র সহকারী সচিব (হজ-২)	৯৫৪৬৫৯১
৩৩.	জনাব আজম উদ্দীন তালুকদার	সহকারী সচিব (আইন ও অডিট)	9546681
৩৪.	জনাব মো: তফিকুল ইসলাম	সহকারী সচিব (সংস্থা-১)	৯৫৪5306
৩৫.	জনাব মহঃ আব্দুর রশিদ মোল্লাহ	সহকারী সচিব (প্রশাসন-১ ও প্রশাসন-২)	9540164
৩৬.	জনাব এস.এম ফরিদ আহম্মেদ	সহকারী সচিব (সংস্থা-২)	৫৫১০০৮৯৯
৩৭.	জনাব মাসুদ আলম	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (হিসাব)	৯৫৪০৬০৪

১৬.২ আওতাধীন দপ্তরসংস্থা/

ক্রম	প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম	পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	ফোন ও ই-মেইল
১.	ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান	মহাপরিচালক	ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	ফোন: ৮১৮১৫১৬ ই-মেইল: dg_if@yahoo.com
২.	জনাব খান মোঃ নুরুল আমিন	ওয়াক্‌ফ প্রশাসক (যুগ্মসচিব)	বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়, ৪ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।	ফোনঃ ০২৪৯৩৫৭৬৮২- ফ্যাক্সঃ ০২৪৯৩৫৭১৭৫- ই-মেইলঃ waqf.gov.bd@gmail.com
৩.	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম	পরিচালক (যুগ্মসচিব)	হজ অফিস, ঢাকা, হজ ক্যাম্প, আশকোণা, উত্তরা, ঢাকা।	ফোনঃ ০২-৮৮+-৮৯৫৮৪৬২ ইমেইলঃ hajjofficeashkona@gmail.com
৪.	জনাব মো: জহিরুল ইসলাম	কাউন্সেলর (হজ) (উপসচিব)	বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা	ফোনঃ +৯৬৬৫০৪৩২১৫২৬ ই-মেইলঃ missionhajj@gmail.com
৫.	ডা. দিলীপ কুমার ঘোষ	সচিব (উপসচিব)	হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ১/আই পরিবাগ, রমনা, ঢাকা।	ফোনঃ ০২-৯৬৭৭৪৪৯ ই-মেইলঃ hindutrustbd@ymail.com
৬.	জনাব জয়দত্ত বড়ুয়া	সচিব	বৌদ্ধ মন্দির, অতীশ দীপংকর সড়ক, সবুজবাগ, বাসাবো,	ফোনঃ ০২-৭২৭২৬৪৭ ই-মেইলঃ brwt2010@gmail.com
৭.	জনাব নির্মল রোজারিও	সচিব	খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ৮২ তেজকুনি পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।	ফোনঃ ০২-৯১১৪২৯৬ ই-মেইলঃ crwt09@yahoo.com

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mora.gov.bd